# শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা

প্রণেতা

শ্রীগৌর-পার্ষদ

**শ্রীল শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামী**

বঙ্গানুবাদক

**শ্রীরাসবিহারী সাঙ্খ্যতীর্থ**

প্রকাশক

**শ্রীমেদিনীন্দ্রলাল মিত্র**

১৪৩, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড্

কলিকাতা-১০

প্রাপ্তি স্থান ঃ—

১। ১৪৩ নং রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড্‌
কলিকাতা-১০

২। ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্‌ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ
ভজন কুটীর
বৃন্দাবন, মথুরা

মূল্য—পাঁচ টাকা

মুদ্রক—
শ্রীশ্যামলাল হাকিম
শ্রীহরিনাম প্রেস
বৃন্দাবন (ইউ. পি.)

# প্রকাশকের নিবেদন

পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীল ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের নিকট শুনিয়াছিলাম যে ব্রজে শ্রীশ্রীরাধা শ্রীল গোবিন্দদেবের অপ্রাকৃত চিন্ময়ী সেবা লাভ করিতে হইলে সাধন-জীবনে রাগানুগ মার্গে শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন করিতেই হইবে। শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনই শুদ্ধা ভক্তি। সাধন-জীবনে আর যে সকল চেষ্টা, তাহা কর্ম-মিশ্রা বা জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি হইতে পারে, এবং অবান্তর উদ্দেশ্য মনের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিলে সেই সকল প্রচেষ্টা ভক্তি-আচরণের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও তাহা শুদ্ধা ভক্তি নহে। ব্রজ-পরিকরগণ যে অপ্রাকৃত ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য অনুকূল অনুশীলন করেন, তাহা অনুধাবন করিয়া নাম-কীর্ত্তন মুখে সাধক যে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-ধাম-পরিকর-লীলার সেবা মানসে চিন্তনরূপ অনুশীলন করেন, তাহাই উত্তমা ভক্তি। সাধক-জীবনে এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের সুখকর সেবার অনুশীলন দ্বারাই জীব বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া অন্তিমে চিন্ময় ব্রজধামে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য-সেবা লাভ করিতে সমর্থ হন। শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন করিতে হইলে তাঁহার নিজ-জনগণের পরিচয় ও তাঁহাদের প্রেমময়ী সেবা-প্রণালী জ্ঞাত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। নতুবা শ্রদ্ধা ভক্তির যথার্থ অনুশীলনরূপ ভক্তি-যাজন সম্ভব নয়।

এই কারণে শ্রীকৃষ্ণের পরিজন কাঁহারা জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া বহু প্রয়াসে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য-পার্ষদ ও ব্রজলীলায় যিনি শ্রীরূপ-মঞ্জুরী নামে অভিহিত, সেই শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুর রচিত **শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা** গ্রন্থরত্নের একখানি প্রাচীন পুস্তক সংগ্রহ করি। তাহাই প্রকাশ করিলাম।

এই মহামূল্য গ্রন্থের বর্ত্তমান প্রকাশের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রামদেব মিশ্র মহোদয় ১৩২৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রথম প্রকাশে তিনি লিখিয়াছেন—

"…. শ্রীরূপগোস্বামিপাদের প্রণীত 'শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা' গ্রন্থ সম্বন্ধে অনেকেই অবগত ছিলেন না। গোলকগত ৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় বহু পূর্ব্বে এই গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা করিয়া অনেক স্থানে শাস্ত্রানুরাগী জনগণকে ইহার অনুলিপির জন্য অনুরোধ করেন। তৎপরে সন ১৩ ২ সালের ২০শে কার্ত্তিক শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয় প্রাচীন দুইখানি পুঁথির নকল তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন, এবং শ্রীরাসবিহারী সাঙ্খ্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট দুইখানি প্রাচীন হস্তলিপি প্রাপ্ত হন। ইহার মধ্যে পূর্ব্ব দুইখানির একখানি, ও শেষ দুইখানির একখানি অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ, অন্য দুইখানি লিপিকারের ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ। সমস্তগুলি পর্য্যালোচনা ও অনুবাদাদির ভার উক্ত সাঙ্খ্যতীর্থ মহাশয়কে প্রদান করেন। তদনুসারে তিনি গ্রন্থখানি অনুবাদ, পাঠাদিবিবেক ও পদটীকা প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া দেন। বস্তুত ইহা অনেক দিনের কথা।

উক্ত ৺বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অন্তর্ধানের পর এতদিন এই গ্রন্থ প্রকাশ করা ঘটিয়া উঠে নাই। এক্ষণে অনুসন্ধানে গ্রন্থখানি প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করিলাম। যথাসম্ভব সংশোধনের চেষ্টা করা হইয়াছে, আশা করি শাস্ত্রানুরাগী শ্রীকৃষ্ণভজনশীল বৈষ্ণবগণ ইহার আদর করিতে বিমুখ হইবেন না।

উক্ত গ্রন্থ উল্লিখিত ভাবে অনূদিত ও সজ্জিত হইবার পূর্ব্বে গোবরহাটী-গৌরভূমি কার্য্যালয় হইতে শ্রীরামপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় একবার এই পুস্তক মুদ্রিত করেন। তাহাও ঐ সাঙ্খ্যতীর্থ মহাশয়ের অনূদিত। কিন্তু উপযুক্ত আদর্শের অভাবে সেখানি বিশুদ্ধ করিতে পারেন নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকা বৈষ্ণবতোষণীর শেষে গোস্বামিপাদত্রয়ের অর্থাৎ শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীজীবের গ্রন্থ-পরিচয়-প্রসঙ্গে শ্রীরূপের গ্রন্থ-পরিচয়ে দেখা যায় যে—

"তয়োরনুজস্তৃষ্টৈষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকং"

"বৃহল্লঘুতয়া খ্যাতা শ্রীগণোদ্দেশদিপীকা"

অর্থাৎ সনাতন জ্যেষ্ঠ, রূপ তাহার অনুজ। সেই রূপের গ্রন্থ মধ্যে হংসদূত প্রভৃতি এবং বৃহৎ ও লঘু দুই ভাগে বিভক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গেও এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছে। এই গ্রন্থের রচনা

কাল ১৪৭২ শাক। ৺বিদ্যারত্ন মহাশয়ের আমলের সেই প্রস্তুত গ্রন্থ, আমরা এতদিনে প্রকাশ করিলাম।”

বহুদিন পরে উক্ত পুস্তকেরই পুনঃ প্রকাশ করিয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম।

১২ জুলাই, ১৯৭১

নিবেক
শ্রীমেদিনীন্দ্রলাল মিত্র

G

# বিষয়-সূচী

## লঘুঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা

শ্রীশ্রীরাধানাথঃ শরণং

# বৃহদ্
# শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-
# দীপিকা

## মঙ্গলাচরণম

বন্দে গুরুপদদ্বন্দ্বং ভক্তবৃন্দসমন্বিতং।
শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে নিত্যানন্দসহোদিতং ॥ ১ ॥
শ্রীনন্দনন্দনং বন্দে রাধিকাচরণদ্বয়ং।
গোপীজনসমাযুক্তং বৃন্দবনমনোহরং ॥ ২ ॥

---

রাধানাথপদং নত্বা দাস-রাসবিহারিণা।
রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশোঽনূদ্যতে বঙ্গভাষয়া ॥

ভক্তগণসমন্বিত শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম এবং নিত্যানন্দ-সহযোগে অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

বৃন্দাবন-মনোহরণকারী গোপীজনবেষ্টিত শ্রীনন্দনন্দন এবং শ্রীরাধিকার পাদপদ্ম বন্দনা করি ॥ ২ ॥

## গ্রন্থারম্ভঃ

* যে সূত্রিতাঃ সতা রত্যা প্রসিদ্ধাঃ শাস্ত্রলোকয়োঃ।
ব্যাক্রিয়ন্তে পরিবারাস্তে বৃন্দাবননাথয়োঃ ॥ ৩ ॥

মথুরামণ্ডলে লোকে গ্রন্থেষু বিবিধেষু চ।
পুরাণে চাগমাদৌচ তদ্ভক্তেষু চ সাধুষু ॥ ৪ ॥

---

সাধুগণ শ্রীকৃষ্ণ-পরিবারবর্গের নাম অনুরাগবশতঃ সূত্ররূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা লোকপরাম্পরায় এবং শাস্ত্রে বিখ্যাত ছিল। আমি সেই শ্রীবৃন্দাবননাথ শ্রীরাধানাথের পরিবার-বর্গের নাম এই গ্রন্থে প্রণালী বন্ধনপূর্ব্বক লিখিতে আরম্ভ করিতেছি ॥ ৩ ॥

মথুরাপ্রদেশের লোকপ্রবাদে, বিবিধ গ্রন্থমধ্যে, পুরাণ ও আগমাদিতে এবং তাঁহার ভক্ত সাধুগণের নিকট যাহা অবগত হইয়াছি, তাহাই নিজের সুহৃদ্বর্গের পরিতোষ নিমিত্ত যথা-

---

* যে বিশ্রুতাঃ পরিবারা রাধামাধবয়োরিহ।
তন্নিয়োগাশ্চ লীলা চ তথা পরিকরাদয়ঃ ॥ ইতি পাঠান্তরং ॥
অয়ং শ্লোকঃ গ্রন্থান্তরে লঘুভাগে দৃশ্যতে। তত্র লোকশাস্ত্রয়োঃ। ইতি পাঠান্তরঃ।

তে সমাসাদ্বিলিখ্যন্তে স্বসুহৃৎ পরিতুষ্টয়ে।
আনুপূর্ব্বীবিধানেন রতিপ্রথিতবর্ত্মনঃ ॥ ৫ ॥
তে কৃষ্ণস্য পরিবারা যে জনা ব্রজবাসিনঃ।
পশুপালাস্তথা বিপ্রা বহিষ্ঠাশ্চেতি তে ত্রিধা ॥ ৬ ॥

## ১। তত্র পশুপালাঃ

পশুপালাস্ত্রিধা বৈশ্যা আভীরা গুর্জ্জরাস্তথা।
গোপ-বল্লভ-পর্য্যায়া যদুবংশসমুদ্ভবাঃ ॥ ৭ ॥

### (ক) বৈশ্যাঃ

প্রায়ো গোবৃত্তয়ো মুখ্যা বৈশ্যা ইতি সমীরিতাঃ।
অন্যেঽনুলোমজাঃ কেচিদাভীরা ইতি বিশ্রুতাঃ ॥ ৮ ॥

---

ক্রমে সঙ্ক্ষেপে লিখিতেছি। ইহাতে অনুরাগের পথ বিশেষ প্রণালীবদ্ধ হইবে ॥ ৪-৫ ॥

ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের পরিবার। সেই পরিবার ত্রিবিধ; পশুপাল, বিপ্র এবং বহিষ্ঠ। ৬ ॥

## ১। পশুপাল

পশুপাল আবার তিন প্রকার—বৈশ্য, আভীর ও গুর্জ্জর। ইঁহারা সকলেই গোপ বা বল্লবপর্য্যায়ভুক্ত এবং যদুবংশজাত ॥ ৭ ॥

### (ক) বৈশ্য

বৈশ্যগণ প্রায়ঃ গোরসের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন এবং তাহারা শ্রেষ্ঠ। কেহ কেহ ইঁহাদিগকে আভীর বলিয়াও উল্লেখ করেন। ইঁহারা অনুলোমজাত, অর্থাৎ পিতা উচ্চবর্ণ, মাতা হীনবর্ণ ॥ ৮ ॥

### (খ) আভীরাঃ

* আগবাত্মনু তৎসাম্যাদাভীরাশ্চ স্মৃতা ইমে।
আভীরাঃ শূদ্রজাতীয়া গোমহিষাদিবৃত্তয়ঃ।
ঘোষাদিশব্দপর্য্যায়াঃ পূর্ব্বতো ন্যূনতাং গতাঃ ॥ ৯ ॥

### (গ) গুর্জ্জরাঃ

কিঞ্চিদাভীরতো ন্যূনাশ্ছাগাদিপশুবৃত্তয়ঃ।
গোষ্ঠপ্রান্তকৃতাবাসাঃ পুষ্টাঙ্গা গুর্জ্জরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০ ॥

## ২। বিপ্রাঃ

সর্ব্ববেদবিদো বিপ্রাঃ যাজনাদ্যধিকারিণঃ ০ ॥ ১১ ॥

---

### (খ) আভীর

আভীরগণ গোবৎসাদিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন বলিয়া বৈশ্যাদির সমান শূদ্রজাতীয়। গো-মহিষাদি চারণ করাই ইহাঁদের প্রধান কার্য্য। ঘোষ প্রভৃতি ইহাদের উপাধি। এই উপাধি ইহাঁদের মধ্যে এখন হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৯ ॥

### (গ) গুর্জ্জর

যাঁহারা আভীর হইতে কিঞ্চিৎ হীন, ছাগাদি পশুপালক, এবং গোষ্ঠের প্রান্তে বসতিশীল, তাহাদিগকে গুর্জ্জর বলে। ইহাঁরা বেশ হৃষ্টপুষ্ট ॥ ১০ ॥

### ২। বিপ্র

বিপ্রগণ সর্ব্ববেদজ্ঞ, এবং যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন,

---

* আচারাত্তেন তৎসাম্যাদাভীরাশ্চ স্মৃতা ইমে। ইত্যপি পাঠঃ।

০ যাজনাদিবিধায়িনঃ। ইতি চ পাঠঃ ॥

## ৩। বহিষ্ঠাঃ

বহিষ্ঠাঃ কারবঃ প্রোক্তাঃ নানাশিল্পোপজীবিনঃ ॥ ১২ ॥
এভিঃ পঞ্চবিধৈরেব পরিবারা হরেরিহ।
পূজ্যা ভ্রাতৃভগিন্যাদ্যা দূত্যো দাসাশ্চ শিল্পিনঃ।
দাসিকাশ্চ বয়স্যাশ্চ প্রেয়স্যশ্চেতি তেঽষ্টধা ॥
মান্যা ভ্রাত্রাদয়স্তস্য বয়স্যাঃ সেবকাদয়ঃ।
শ্রীগোষ্ঠযুবরাজস্য প্রেয়স্যশ্চ পুরক্রমাৎ ॥ ১৩ ॥

## ৪। পূজ্যাঃ

পূজ্যাঃ পিতামহাদ্যাশ্চ তথা জ্ঞেয়া মহীসুরাঃ ॥ ১৪ ॥
পিতামহো হরের্গৌরঃ সিতকেশঃ সিতাম্বর ॥

---

দান ও প্রতিগ্রহ এই ষট্‌কর্ম্মনিরত ॥ ১১ ॥

### ৩। বহিষ্ঠা

নানাবিধ শিল্পোপজীবি কারুগণকে বহিষ্ঠ কহে। শ্রীকৃষ্ণের পাঁচ প্রকার পরিবার আছেন ॥ ১২ ॥

সেই পরিবার আবার অষ্টপ্রকার—পূজ্য, ভ্রাতৃভগিনী প্রভৃতি, দূতীবর্গ, দাস, শিল্পী, দাসী, বয়স্য ও প্রেয়সী। ব্রজরাজ নন্দের ভ্রাতৃবর্গ, বয়স্য, সেবক ও প্রেয়সীগণ, ইহাঁরা গোষ্ঠ-যুবরাজ শ্রীকৃষ্ণের মান্য ॥ ১৩ ॥

### ৪। পূজ্য

পিতামহ ও মাতামহ প্রভৃতি এবং ব্রাহ্মণগণ পুজ্যপাদ বাচ্য ॥ ১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পিতামহের নাম পর্জ্জন্য। ইনি মঙ্গলরূপ

**মঙ্গলামৃতপর্জন্যঃ পর্জন্যো নাম বল্লবঃ ।। ***
যঃ প্তরর্ষের্নিদেশেন লক্ষ্মীভর্ত্তুরুপাসনাং ।
বরিষ্ঠো ব্রজগোষ্ঠীনাং স কৃষ্ণস্য পিতামহঃ ।।
পুরা নন্দীশ্বরে চক্রে শ্রেষ্ঠসন্ততিকাঙ্ক্ষয়া ।
০ বাগমূর্ত্তা ততে ব্যোম্নি প্রাদুরাসীৎ প্রিয়ঙ্করী ।। ১৫-১৬ ।।
"তপসানেন ধন্যেন ভাবিনঃ পঞ্চ তে সুতাঃ ।
বরীয়ান্ মধ্যমস্তেষাং নন্দনামা ভবিষ্যতি ।।
নন্দনস্তস্য বিজয়ী ভবিতা ব্রজনন্দনঃ ।
সুরাসুরশিখারত্ন-নীরাজীতপদাম্বুজঃ" ।। ১৭-১৮ ।।

---

সুধাবর্ষণকারী পর্জন্য অর্থাৎ মেঘের তুল্য। ইহাঁর বর্ণ গৌর, কেশ শুভ্র। পূর্ব্বকালে নন্দীশ্বরপ্রদেশে এই পর্জন্য উৎকৃষ্ট সন্তানকামনায় দেবর্ষি নারদমহাশয়ের উপদেশে লক্ষ্মীপতি নারায়ণের উপাসনা করেন। শ্রীকৃষ্ণের এই পিতামহ সমস্ত ব্রজগোষ্ঠীর মাননীয়। বিপুল তপস্যা করিলে পর সুবিস্তীর্ণ নভোমণ্ডলে পর্জন্যের প্রিয়ঙ্করী এক অশরীরিণী আকাশবাণী হইয়াছিল ।। ১৫-১৬ ।।

"হে পর্জন্য! তোমার এই ধন্য তপস্যার ফলে পাঁচটী পুত্র হইবে। তন্মধ্যে মধ্যমটীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং নন্দ নামে প্রকাশিত হইবে। সেই নন্দের পুত্র বিজয়ী ও ব্রজের

---

* পর্জ্জন্যাভিধ ঈর্য্যতে। ইতি চ পাঠঃ ।।
০ বাগসৌ বিততে ব্যোম্নি। ইতি পাঠান্তরং ।।

তুষ্টস্তত্র বসন্নত্র প্রেক্ষ্য কেশিনমাগতং।
পরীবারৈঃ সমং সর্ব্বৈর্যযৌ ভীতো বৃহদ্বনং ॥ ১৯ ॥
পিতামহী মহীমান্যা কুসুম্ভাভা হরিৎপটা।
বরীয়সীতি বিখ্যাতা খর্ব্বা ক্ষীরাভকুন্তলা ॥ ২০ ॥
পিতৃব্যৌ পিতুরূর্জ্জন্যরাজন্যৌ বল্লবৌ চ যৌ।
* নটীসুবের্জ্জনাখ্যাপি পিতামহসহোদরা।
গুণবীরঃ পতির্যস্যাঃ সূর্য্যস্যাহ্বয়পত্তনং ॥ ২১ ॥

---

আনন্দ-দাতা হইবেন। কি সুর, কি অসুর সকলেই ইহাঁর পাদপদ্মকে শিরোরত্নদ্বারা নীরাজন (আরাত্রিক বা সম্মান) করিবেন ॥ ১৭-১৮ ॥

পর্জ্জন্য কিয়ৎকাল তুষ্টচিত্তে ঐ নন্দীশ্বরে বাস করিয়া পুনশ্চ "কেশী" নামক অসুরকে তথায় আগত দেখিলেন এবং ভীত হইয়া সমস্ত পরিবারবর্গের সহিত মহাবনে (গোকুলে) গমন করিলেন ॥ ১৯।

শ্রীকৃষ্ণের পিতামহীর নাম বরীয়সী। ইনি ব্রজমণ্ডলের মাননীয়া। ইহাঁর বর্ণ কুসুম্ভপুষ্পের ন্যায়, বসন হরিদ্বর্ণ, আকার খর্ব্ব, কেশ গুলি দুগ্ধের মত একেবারে ধবল ॥ ২০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দমহারাজের দুই জন পিতৃব্য অর্থাৎ পিতার ভ্রাতা, ঊর্জ্জন্য ও রাজন্য। দুইজনেই বল্লব (গোপ)। নৃত্যবিদ্যাপরায়ণা সুবের্জ্জনা পিতামহ পর্জ্জন্যের সহোদরা ভগিনী। এই সুবের্জ্জনার পতির নাম গুণবীর। ইহাঁর বাসস্থান

---

* নটীসুবের্জ্জন্যাখ্যা। ইতি চ পাঠঃ ॥

পিতা ব্রজজনানন্দো নন্দো ভুবনবন্দিতঃ * ॥
তুন্দিলশ্চন্দনরুচির্বন্ধুজীবনিভাম্বরঃ ।
তিলতণ্ডুলিতং কূর্চ্চং দধানো লম্ববিগ্রহঃ ॥ ২২-২৩ ॥
উপনন্দানুজো নন্দো বসুদেব-সুহৃত্তমঃ ।
গোপরাজ-যশোদে চ কৃষ্ণ তাতৌ ব্রজেশ্বরৌ ॥ ২৪ ॥
বসুদেবোঽপি 0 বসুভির্দীব্যতীত্যেষ ভণ্যতে ।
যথা দ্রোণস্বরূপশ্চ খ্যাতশ্চানকদুন্দুভিঃ ॥

---

সূর্য্যকুণ্ড ॥ ২১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পিতার নাম নন্দ। ইনি ভুবনবন্দিত এবং ব্রজবাসির আনন্দের নিদান। ইহাঁর উদর স্থুল, অঙ্গকান্তি চন্দনসদৃশ শুভ্র ও সুগন্ধযুক্ত, বন্ধুজীব ( বাঁধুলী ) পুষ্প বর্ণের ন্যায় তাঁহার বসন, কূর্চ্চ ( দাড়ী ) তিলতণ্ডুলিত অর্থাৎ শ্বেতকৃষ্ণবর্ণে মিশ্রিত, এবং ইনি দীর্ঘাকায় ॥ ২২-২৩ ॥

নন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উপনন্দ। ইনি বসুদেবের বিশেষ সুহৃৎ। গোপরাজ ও যশোদা শ্রীকৃষ্ণের পিতা ও মাতা। ইহাঁরা ব্রজেশ্বর ও ব্রজেশ্বরী বলিয়াও বিখ্যাত ॥ ২৪ ॥

বসু-শব্দ পুণ্য, রত্ন ও ধনবাচী। বসু দ্বারা যিনি ক্রীড়াশীল, তিনিই বসুদেব। অথবা, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণকে বসু কহে। এই অর্থে বসুদেব মহাশয় শুদ্ধসত্ত্বগুণসম্পন্ন বলিয়া বিখ্যাত। ইনি পূর্ব্বজন্মে দ্রোণনামা বসু ছিলেন। আনকদুন্দুভি ইহাঁর নামান্তর।

---

* পিতা ব্রজাপিতানন্দঃ। ইতি পাঠান্তরং ॥

0 বসুভিঃ ইত্যত্র বসুষু। ইতি চ পাঠঃ ॥

নামেদং গারুড়ে প্রোক্তং মথুরামহিমক্রমে।
বৃষভানুর্ব্রজে খ্যাতো যস্য প্রিয়সুহৃদ্বরঃ ॥ ২৬ ॥
* মাতা গোপযশোদাত্রী যশোদা শ্যামলদ্যুতিঃ।
মূর্ত্তা বৎসলতেবাসৌ ০ শক্রচাপনিভাম্বরা ॥ ২৭ ॥
নাতিস্থূলতনুঃ কিঞ্চিদ্দীর্ঘমেচককুন্তলা।
ঐন্দবী কীর্ত্তিদা যস্যা প্রিয়া প্রাণসখী বরা ॥ ২৮ ॥
গোকুলাধীশগৃহিণী যশোদা দেবকীসখী।
গোপেশ্বরী গোষ্ঠরাজ্ঞী কৃষ্ণমাতেতি ভণ্যতে ॥ ২৯ ॥

---

এই নাম গরুড়পুরাণের মথুরামাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। শ্রীরাধার জনক বৃষভানুরাজ ইহাঁর বিশেষ সুহৃৎ ॥ ২৫।২৬ ॥

গোপগণের মধ্যে যশোদানকারিণী বা যশস্বিনী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাতার নাম যশোদা। ইহাঁর অঙ্গকান্তি শ্যামলবর্ণা এবং ইনি বৎসল-রসের মূর্ত্তিমতী, ইহাঁর বসন ইন্দ্রধনুর ন্যায় বর্ণযুক্ত ॥ ২৭ ॥

ইহাঁর তনু নাতিস্থূল অর্থাৎ তত কৃশও নহে, স্থূলও নহে, মধ্যমাকার। কেশপাশ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, মেচকবর্ণ। ঐন্দবী ও কীর্ত্তিদা ইহাঁর প্রিয়তমা প্রাণতুল্যা শ্রেষ্ঠা সখী ॥ ২৮ ॥

গোকুলরাজ নন্দরাজের পত্নী যশোদা, গোপেশ্বরী, গোষ্ঠরাজ্ঞী এবং কৃষ্ণমাতা বলিয়া বিখ্যাত, এই যশোদা

---

* যশোদা মোদমেদুরা। ইতি পাঠান্তরং ॥

০ শক্রগোপঃ। ইত্যপি পাঠঃ ॥

তথাচ আদিপুরাণে ।।

"দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ।

অতঃ সখ্যমভূত্তস্যা দেবক্যাঃ শৌরিজায়য়া" ।। ৩০ ।।

রোহিণী বৃহদম্বাস্য প্রহর্ষারোহিণী সদা।

স্নেহং যা কুরুতে রামস্নেহাৎ কোটিগুণং হরৌ ।। ৩১ ।।

উপনন্দোঽভিনন্দশ্চ পিতৃব্যৌ পূর্ব্বজৌ পিতুঃ।

পিতৃব্যৌ তু কনীয়াংসৌ স্যাতাং সন্নন্দ-নন্দনৌ ।। ৩২ ।।

আদ্যঃ সিতারুণরুচির্দীর্ঘকূর্চ্চো হরিৎপটঃ।

তুঙ্গী প্রিয়াস্য সারঙ্গবর্ণা সারঙ্গশাটিকা ।। ৩৩ ।।

---

অতএব আদিপুরাণে লিখিত আছে—

"নন্দপত্নীর দুইটি নাম, যশোদা এবং দেবকী। এই জন্য বসুদেবপত্নী দেবকীর সহিত যশোদার বিশেষ সখ্যভাব হইয়াছিল ।। ৩০ ।।

বলরামের মাতা রোহিণী। ইনি আনন্দময়ী ও কৃষ্ণের "বড় মা" বলিয়া বিখ্যাত। রোহিণীদেবী বলরাম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকে কোটিগুণ স্নেহ করেন ।। ৩১ ।।

নন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুই জন, উপনন্দ অভিনন্দ। সন্নন্দ ও নন্দন, এই দুই জন নন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য।

সন্নন্দের অঙ্গকান্তি ধবল, মেচক ও অরুণবর্ণ। কূর্চ্চ (দাড়ী) দীর্ঘ। বস্ত্র হরিদ্বর্ণ। ইঁহার পত্নীর নাম তুঙ্গী, ইনি সারঙ্গ অর্থাৎ চাতকবর্ণা এবং তদ্বর্ণ শাটীপরিধানা ।। ৩৩ ।।

দ্বিতীয়ঃ কম্বুরম্য শ্রীলম্বকূর্চ্চোঽসিতাম্বরঃ।
ভার্য্যাস্য পীবরী নীলপটা পাটলবিগ্রহা ॥ ৩৪ ॥
* সুনন্দাপরপর্য্যায়ঃ সন্নন্দস্য চ পাণ্ডুরঃ।
শ্যামচেলঃ সিতদ্বিত্রিকেশোঽয়ং কেশবপ্রিয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
ভার্য্যা কুবলয়ারক্তচেলা কুবলয়চ্ছবিঃ।
নন্দনঃ শিতিকণ্ঠাভশ্চণ্ডাতকুসুমাম্বরঃ ॥ ৩৬ ॥
0 অপৃথগ্‌বসতিঃ পিত্রা তরুণপ্রণয়ী হরৌ।
অতুল্যাস্য প্রিয়া বিদ্যুৎকান্তিরভ্রনিভাম্বরা ॥ ৩৭ ॥

---

দ্বিতীয় ভ্রাতা নন্দনের কূর্চ্চ শঙ্খের ন্যায় রমণীয় শোভা-শীল। বসন কৃষ্ণবর্ণ। পত্নীর নাম পীবরী। ইঁহার বস্ত্র নীলবর্ণ, দেহ পাটলবর্ণ ॥ ৩৪ ॥

সন্নন্দরে দ্বিতীয় নাম সুনন্দ। ইঁহার বর্ণ পাণ্ডুর। শ্যাম ও ধবলবর্ণ বস্ত্র। কেশের মধ্যে দুই তিনটী কেশ শ্বেতবর্ণ। ইনি কৃষ্ণের প্রিয়। ( এই দুই নামের পৃথক্ বর্ণ ও ভার্য্যাদি বর্ণিত আছে ) ॥ ৩৫ ॥

ইঁহার ভার্য্যার বসন কুবলয় অর্থাৎ নীল ও ঈষৎ রক্তবর্ণ। অঙ্গকান্তিও কুবলয়ের ন্যায়। নন্দনের বর্ণ শিতিকণ্ঠ অর্থাৎ ময়ূরের মত। বসন চণ্ডাতকুসুমের তুল্য ॥ ৩৬।

ইনি হরির অত্যন্ত প্রিয় ও পিতার সহিত একত্র বাস করেন। ইঁহার পত্নী অতুল্যা, কান্তি সৌদামিনীর ন্যায়, বসন

---

* সন্নন্দঃ কুন্দপাণ্ডুরঃ। ইতি চ পাঠঃ ॥

0 অদ্রিষু বাস পিত্রা চ। ইতি পাঠান্তরং ॥

সানন্দা নন্দিনী চেতি পিতুরেতে সহোদরে ॥
০ কল্মাষবসনে রিক্তদন্তেচ ফেনরোচিষী ।
মহানীলঃ সুনীলশ্চ রমণাবেতয়োঃ ক্রমাৎ ॥ ৩৮ ॥
* পিতুবাদ্যপিতৃব্যস্য পুত্রৌ কণ্ডবদণ্ডবৌ ।
সুবলে মুদমাপ্তৌ যৌ যয়োশ্চারু মুখাম্বুজং ॥ ৩৯ ॥
রাজন্যৌ যৌতু দায়াদৌ নাম্না তৌ চাটুবাটু'কৌ ।
দধিসারাহবিঃসারে সধর্ম্মিণ্যৌ ক্রমাত্তয়োঃ ॥ ৪০ ॥

---

মেঘবর্ণ ॥ ৩৭ ॥

সানন্দা ও নন্দিনী নামে পিতা নন্দের দুই জন সহোদরা ॥ কল্মাষ অর্থাৎ বিবিধ বর্ণের বসন, দন্তপঙ্‌ক্তি বিরল, অঙ্গ-কান্তি ফেনসদৃশ শুভ্র। ইঁহাদের দুই জনের পতির নাম যথা-ক্রমে মহানীল ও সুনীল। ইহারা শ্রীকৃষ্ণের পিতৃষ্বস্বপতি (পিসে) ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণের প্রথম পিতৃব্য উপনন্দের কণ্ডব ও দণ্ডব নামে দুই পুত্র, দুই জনেই সুবলের নিকট বিশেষ হর্ষ লাভ করেন, দুই জনের মুখ পদ্মবৎ সুন্দর। চাটু ও বাটু নামে নন্দের দুই ক্ষত্রিয় ভ্রাতা আছেন, ইঁহারা পিতা বসুদেবের জ্ঞাতি। চাটুর পত্নীর নাম দধিসারা ও বাটুকের পত্নীর নাম হবিঃ-সারা ॥ ৩৯-৪০ ॥

---

০ ফেনরোচিষী ইত্যত্র চিক্কণরোচিষী। ইতি চ পাঠঃ ॥

* কণ্ডবদণ্ডবৌ ইত্যত্র কন্তরদন্তরৌ। ইতি চ পাঠঃ ॥

মাতামহো মহোৎসাহো স্যাদস্য সুমুখাভিধঃ।
লম্বকম্বুসমশ্মশ্রুঃ পক্কজম্বুফলচ্ছবিঃ ॥ ৪১ ॥
খ্যাতা মাতামহী গোষ্ঠে পাটলা নামধেয়তঃ।
মাতামহী তু মহিষী দধিপাণ্ডুরকুন্তলা।
পাটলা পাটলীপুষ্পপটলাভা হরিৎপটা ॥ ৪২ ॥
প্রিয়া সহচরী তস্যা মুখরা নাম বল্লবী।
ব্রজেশ্বর্য্যৈ দদৌ স্তন্যং সখীস্নেহভরেণ যা ॥ ৪৩ ॥
সুমুখস্যানুজশ্চারুমুখোঽঞ্জননিভচ্ছবিঃ।
ভার্য্যাস্য কুলটীবর্ণা বলাকা নাম বল্লবী।
গোলো মাতামহীভ্রাতা ধূমলা বসনচ্ছবিঃ ॥ ৪৪ ॥

---

শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ বিশেষ উৎসাহশীল, নাম সুমুখ। দীর্ঘ-শম্বুবৎ শ্বেত শ্মশ্রু। সুপক্ক জম্বুফলের ন্যায় কান্তি, মাতামহী গোষ্ঠমধ্যে পাটলা নামে বিখ্যাতা ॥ ৪১ ॥

এই পাটলা প্রধান রাজ্ঞী। দধিবর্ণ ও পাণ্ডুরবর্ণ কেশ। পাট পুষ্পের ন্যায় পাটল কান্তি, হরিদ্বর্ণ বসন ॥ ৪২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মাতামহীর একজন প্রিয় সহচরী, নাম মুখরা, জাতি গোপ। ইনি সখী পাটলার স্নেহভরে ব্রজেশ্বরী যশোদাকে স্তন্যদুগ্ধ দান করিতেন ॥ ৪৩ ॥

সুমুখের কনিষ্ঠ ভ্রাতা চারুমুখ। কান্তি দলিত অঞ্জনের ন্যায়। পত্নী কুলটীবর্ণা। ইহার নাম বলাকা। মাতামহের ভ্রাতার নাম গোল্, বসন ধূম্রবর্ণ। ইহার ভগিনীপতি সুমুখ উপহাস করিলে ক্রোধে তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। ইনি

হসিতো যঃ স্বস্তুভর্ত্ত্রা সুমুখেন ক্রুধোদ্ধুরঃ।
দুর্ব্বাসসমুপাস্যৈব কুলং লেভে ব্রজোজ্জ্বলং ॥ ৪৫ ॥
যস্য সা জটিলা ভার্য্যা ধ্বঙ্ক্ষাবর্ণা * মহোদরী।
যশোধর যশোদেব-সুদেবাদ্যাস্তু মাতুলাঃ ॥ ৪৬ ॥
অতসীপুষ্পরুচয়ঃ পাণ্ডুবাম্বরসংবৃতাঃ।
যেষাং ধূম্রপটা ভার্য্যা কর্ক্কটীকুসুমত্বিষঃ ॥ ৪৭ ॥
রেমা রোমা সুরেমাখ্যাঃ পাবনস্য পিতৃব্যজাঃ।
মাতৃস্বসুঃ পতির্মল্লঃ স্বসা মাতুর্যশস্বিনী।
যশোদেবীযশস্বিন্যাবুভে মাতুঃ সহোদরে ॥ ৪৮ ॥

---

পূর্ব্বে দুর্ব্বাসা ঋষির উপাসনা পূর্ব্বক ব্রজের উজ্জ্বল বংশে জন্মলাভ করেন ॥ ৪৪-৪৫ ॥

ইঁহার পত্নী জটিলা কাকবর্ণা, স্থূলোদরী। যশোধর যশোদেব এবং সুদেব প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের মাতুল ॥ ৪৬ ॥

ইঁহাদের কান্তি অতসী পুষ্পের ন্যায়। পরিধানে পাণ্ডুরবর্ণ বসন। ইঁহাদের ভার্য্যা ধূম্রপটা এবং কর্ক্কটী কুসুমের ন্যায় কান্তিশীল ॥ ৪৭ ॥

রেমা রোমা ও সুরেমা নামে তিনটী পাবনের পিতৃব্য কন্যা। যশোদেবী ও যশস্বিনী মাতা যশোদার সহোদরা ভগিনী। কৃষ্ণের যে মাসীর নাম যশস্বিনী, সেই মাসীর পতির নাম মল্ল, অর্থাৎ ইনি শ্রীকৃষ্ণের মেসো। ( বিশাখার পিতার নাম পাবন ) ॥ ৪৮ ॥

---

* কাকবর্ণা। ইতি চ পাঠঃ।

দধিসারা-হবিঃসারে ইত্যন্যে নামনী তয়োঃ।
জ্যেষ্ঠা শ্যামানুজা গৌরী হিঙ্গুলোপমবাসসী ॥ ৪৯ ॥
চাটুবাটুকয়োর্ভার্য্যে তে রাজন্যতনূজয়োঃ।
পুত্রশ্চারুমুখস্যৈকঃ সুচারুনামশোভনঃ ॥ ৫০ ॥
গোলভ্রাতুঃ সুতা যস্য ভার্য্যা নাম্না তুলাবতী।
পিতামহসমাস্তুণ্ডু কুটেরপুরটাদয়ঃ ॥ ৫১ ॥
কিলাহন্তকেল-তীলাট-কৃপীট-পুরটাদয়ঃ।
গোণ্ডকল্লোট্টকারণ্ড-তরীষণ-বরীষণাঃ ।0
বীরারোহ-বরারোহ-মুখ্যা মাতামহোপমাঃ ॥ ৫২ ॥

---

এই দুই জনের অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা যশোদেবী ও কনিষ্ঠা যশস্বিনীর দধিসারা ও হবিঃসারা এই দুইটী নামান্তর। জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্যামবর্ণা অর্থাৎ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় বর্ণশীলা। কনিষ্ঠা গৌরবর্ণা। উভয়েরই বস্ত্র হিঙ্গুলবর্ণ ॥ ৪৯ ॥

উক্ত দুইজন গোপী ক্ষত্রিয় তনয় পূর্ব্বোক্ত চাটু ও বাটুকের ভার্য্যা। চারুমুখের সুচারু নামে সুন্দর একটি পুত্র ছিল ॥ ৫০ ॥

পূর্ব্বোক্ত গোলের ভ্রাতৃকন্যা এই সুচারুর ভার্য্যা, ইঁহার নাম তুলাবতী। তুণ্ডু, কুটের এবং পুরট প্রভৃতি সকলেই পিতামহের তুল্য ॥ ৫১ ॥

কিল, অন্তকেল, তীলাট, কৃপীট, পুরট, গোণ্ড, কল্লোণ্ট, কারণ্ড, তরীষণ, বরীষণ, বীরারোহ, বরারোহ প্রভৃতি সকলেই মাতামহতুল্য ॥ ৫২ ॥

---

0 সনবীরসনাদয়ঃ। ইতি চ পাঠঃ।

বৃদ্ধাঃ পিতামহীতুল্যাঃ শিলাভেরী শিখাম্বরা।
ভারুণী ভঙ্গুরা ভঙ্গী ভারশাখা শিখাদয়ঃ ॥ ৫৩ ॥
ভারুণ্ডা জটিলা ভেলা করালা করবালিকা।
ঘর্ঘরা মুখরা ঘোরা ঘণ্টা ঘোণী সুঘণ্টিকাঃ ॥
ধ্বাঙ্করুণ্টা হাণ্ডী তুণ্ডী ডিঙ্গিমা মঞ্জুবাণিকাঃ।
চক্কিণী চোণ্ডিকা চুণ্ডী ডিণ্ডিমা পুণ্ডবাণিকাঃ।
* ডামণী ডামরী ডুম্বী ডঙ্কা মাতামহী-সমাঃ ॥ ৫৪ ॥
মঙ্গলঃ পিঙ্গলঃ পিঙ্গো মাঠরঃ পীঠ-পট্টিশৌ।
0 শঙ্করঃ সঙ্গরো ভৃঙ্গো ঘৃণিঘাটিকসারঘাঃ ॥
পটীর-দণ্ডি- কেদারাঃ সৌরভেয়-কলাঙ্কুরাঃ।

---

শিলাভেরী, শিখাম্বরা, ভারুণী, ভঙ্গুরা, ভঙ্গী, ভারশাখা শিখা, ইত্যাদি বৃদ্ধা রমণীগণ পিতামহীতুল্য ॥ ৫৩ ॥

ভারুণ্ডা, জটিলা, ভেলা, করালা, করবালিকা, ঘর্ঘরা, মুখরা, ঘোরা, ঘণ্টা. ঘোণী, সুঘণ্টী, ধ্বাঙ্করুণ্টী, হাণ্ডী, তুণ্ডী, ডিণ্ডিমা, মঞ্জুবাণী, চক্কিণী, চোণ্ডিকা, চুণ্ডী, ডিণ্ডিমা, পুণ্ডবাণী, ডামণী, ডামরী, ডুম্বী, ডঙ্কা, ইঁহারা সকলেই বৃদ্ধা এবং মাতামহীতুল্যা ॥ ৫৪ ॥

মঙ্গল, পিঙ্গল, পিঙ্গ, মাঠর, পীঠ, পট্টিশ, শঙ্কর, সঙ্গর, ভৃঙ্গ, ঘৃণি, ঘাটিক, সারঘ, পটীর দণ্ডী, কেদার, সৌরভেয়,

---

* তামসী তামরী তুম্বী তঙ্কা। ইতি চ পাঠঃ।

0 শঙ্করঃ সঙ্করঃ। ইতি চ পাঠঃ।

ধুরীণ-ধুর্ব্ব-চক্রাঙ্গা মস্করোৎপল-কম্বলাঃ ।
সুপক্ষ-সৌধ-হারীত-হরিকেশ হরাদয়ঃ ।
উপনন্দাদয়শ্চান্যে সর্ব্বেহমী জনকোপমাঃ ।। ৫৫-৫৮ ।।
পর্জ্জন্যঃ সুমুখশ্চেমৌ মিথঃ সখ্যং পরং গতৌ ।
বাগ্বন্ধং চক্রতুঃ প্রীত্যা কৈশোরে তৌ সুহৃদ্বরৌ । ০
তেন নন্দাদি-নামানস্তিষ্ঠন্ত্যন্যেহপি বল্লবাঃ ।। ৫৯ ।।
বৎসলা কুশলা তালী মেদুরা মসৃণা কৃপা ।
শঙ্কিনী বিম্বিনী মিত্রা সুভগা ভোগিনি প্রভা ।

---

কলাঙ্কুর, ধুরিণ, ধুর্ব্ব, চক্রাঙ্গ, মস্কর, উৎপল, কম্বল, সুপক্ষ, সৌধ, হারীত, হরিকেশ ও হর প্রভৃতি এবং উপনন্দাদি অন্যান্য গোপগণ, সকলেই শ্রীকৃষ্ণের জনকোপম অর্থাৎ পিতৃ-তুল্য ।। ৫৫-৫৮ ।।

পর্জন্য এবং সুমুখ ইঁহারা দুইজনেই পরস্পর প্রীতি সহ-কারে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, উভয়েরই দেহ হৃষ্টপুষ্ট । অপিচ নিজপুত্র নন্দ উপনন্দাদির নামের ন্যায় "অপরেও আপন আপন আপন পুত্রাদির ঐরূপ নাম রাখিতে পারিবে" এই-রূপ একটী বাগ্বন্ধ অর্থাৎ মৌখিক বাক্যনিয়ম স্থির করিয়াছিলেন । এই কারণে শ্রীবৃন্দাবনে নন্দাদি নামধারি অপরাপর গোপও দেখিতে পাওয়া যায় ।। ৫৯ ।।

বৎসলা, কুশলা, তালী, মেদুরা, মসৃণা, কৃপা, শঙ্কিনি, বিম্বিনী, মিত্রা, সুভগা, ভোগিনী, প্রভা, শারিকা, হিঙ্গুলা.

---

০ সুহৃদ্বরৌ ইত্যত্র সুপীবরৌ । ইতি চ পাঠঃ ।

শারিকা হিঙ্গুলা নীতি কপিলা ধমনীধরা।
পক্ষতিঃ পাটকা পুণ্ডী স্তুতুণ্ডা তুষ্টিরঞ্জনা ॥
তরঙ্গাক্ষি তরলিকা শুভদা মালিকাঙ্গদা ॥
বৎসলা কুশলা তালি মেদুরাপি তথৈবচ।
বিশালা শল্লকি বেণা বর্ত্তিকাদ্যাঃ প্রসূপমাঃ ॥ ৬০-৬২ ॥
অম্বিকাচ কিলিম্বাচ ধাতৃকে স্তন্যদায়িকে।
অগ্বিকেয়ং তয়োর্ম্মুখ্যা ব্রজেশ্বর্য্যাঃ প্রিয়া সখী ॥ ৬৩ ॥

**অথ মহিসুরাঃ ॥**

মহিসুরাস্তু দ্বিবিধা গোকুলান্তর্বসন্তি যে।
কুলমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে কেচিদন্যে পুরোহিতাঃ ॥
বেদগর্ভো মহাযজ্ঞা ভাগুর্য্যাদ্যাঃ পুরোধসঃ। ০

---

নীতী, কপিলা, ধমনীধরা, পক্ষতি, পাটকা, পুণ্ডী, স্তুতুণ্ডা, তুষ্টি, অঞ্জনা, বিশালা, শল্লকী, বেণা এবং বর্ত্তিকা প্রভৃতি গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের জননি-তুল্যা ॥ ৬০—৬২ ॥

অম্বিকা এবং কিলিম্বা শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রি ও স্তন্যদায়িনি। দুই জনের মধ্যে অম্বিকা শ্রেষ্ঠা এবং ব্রজেশ্বরীর প্রিয়া-সখি ॥ ৬৩ ॥

অথ মহীসুরগণ।

যাঁহারা গোকুল মধ্যে বাস করেন, এমত ব্রাহ্মণগণ দুই ভাগে বিভক্ত। কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের পিতৃকুলের আশ্রিত, অপর গুলি পুরোহিতশ্রেণী। বেদগর্ভ, মহাযজ্ঞা ও ভাগুরি-

---

০ বষট্‌কার-স্বধাকার প্রাদ্যবাদ্যা পুরোহিতাঃ। ইতি চ পাঠঃ ॥

সামধেনী মহাকব্যা বেদিকাত্থাস্তদঙ্গনাঃ ॥ ৬৪ ॥
সুলভা গৌতমী গার্গী চণ্ডিলাত্থা দ্বিজস্ত্রিয়ঃ । ণ
কুঞ্জিকা বামনী স্বাহা সুলতা শাণ্ডিলী স্বধা ।
ভার্গবীত্যাদয়ো বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ্যো ব্রজপূজিতাঃ ॥ ৬৫-৬৬ ॥
পৌর্ণমাসী ভগবতী সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনী ।
কাষায়বসনা গৌরী কাশকেশী দরায়তা ॥
মান্যা ব্রজেশ্বরাদীনাং সর্ব্বেষাং ব্রজবাসিনাং ।

---

প্রভৃতি পুরোহিত। সামধেনী, মহাকব্যা ও বেদিকাপ্রভৃতি ব্রাহ্মণীগণ ঐ পুরোহিতদিগের পত্নী ॥ ৬৪ ॥

সুলভা, গোতমী, গার্গী, চণ্ডিলা, কুঞ্জিকা, বামনী, স্বাহা, সুলতা, শাণ্ডিলী, স্বধা এবং ভার্গবীপ্রভৃতি শ্রেষ্ঠ স্ত্রীগণ ব্রজমণ্ডলের পূজিতা ব্রাহ্মণী ॥ ৬৫-৬৬ ॥

ভগবতী পৌর্ণমাসী ইনি সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনী, অর্থাৎ কৃষ্ণলীলার সর্ব্বত্র সকলবিষয়ে নির্ব্বাহকারিণী, কারণ ইনিই ০ যোগমায়া। ইহার বসন কষায়রঞ্জিত, বর্ণ গৌর, কেশ কাশকুসুম অর্থাৎ কেশেঘাসের ফুলের ন্যায় শুভ্র, দেহ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। ব্রজেশ্বর নন্দপ্রভৃতি সমস্তব্রজবাসিগণের মাননীয়া।

---

ণ দ্বিজস্ত্রিয়ঃ। ইত্যত্র স্ত্রিয়ো বরাঃ। ইতি চ পাঠঃ ॥

০ মায়া ও যোগমায়ার প্রভেদ এই যে—মায়া যথাবস্থিত বস্তুকে অন্য প্রকারে দেখাইয়া থাকে, যেমন নিত্যে অনিত্যবোধ, অনিত্যে নিত্যবোধ। অথবা ব্রহ্মার মোহ উপস্থিতি। যোগমায়া যথাবস্থিত বস্তুর বৈচিত্র্য জন্মাইয়া থাকে, যেমন মৃত্তিকাভক্ষণ কালে মুখমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দর্শনে যশোদার মনে ঐশ্বর্য্যস্ফূর্ত্তি ও শেষে পূর্ণ বাৎসল ভাব ॥

দেবর্ষেঃ প্রিয়শিষ্যেয়মুপদেশেন তস্য যা ॥
সান্দীপনিং সুতং প্রেষ্ঠং হিত্বাবন্তীপুরীমপি।
স্বাভীষ্টদৈবতপ্রেম্না ব্যাকুলা গোকুলং গতা ॥ ৬৭-৬৮ ॥

**অথ যূথঃ**

যূথঃ পরিজনানাং স্যাৎ দ্বিবিধানাং মহোচ্চয়ঃ।
বয়স্যো দাসিকা দূত্য ইত্যসৌ ত্রিকুলো মতঃ ॥ ৭০ ॥
যূথস্যাবান্তরা ভেদাঃ কুলঃ তস্য তু মণ্ডলং।
গণস্য সমবায়ঃ স্যাৎ সমবায়স্য সঞ্চয়ঃ।
সঞ্চয়স্য সমাজঃ স্যাৎ সমাজস্য সমন্বয়ঃ ॥
ইতি ভেদা নব জ্ঞেয়া লঘবঃ ক্রমশো বুধৈঃ ॥ ৭১-৭২ ॥

---

ইনি দেবর্ষি নারদের প্রিয়শিষ্যা এবং তাঁহারই উপদেশে (শ্রীকৃষ্ণের ও বলদেবের অধ্যাপক) বিখ্যাত সান্দীপনি মুনি-নামক প্রিয়তম পুত্রকে ত্যাগ করত অবন্তীপুরী হইতে আসিয়া নিজের অভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমবশতঃ গোকুলে আসিয়া বাস করেন ॥ ৬৭-৬৯ ॥

**অথ যূথ**

দ্বিবিধ পরিজনের যে মহতী সমষ্টি, তাহাকে যূথ কহে। সেই যূথ আবার ত্রিবিধ। বয়স্যগণ, দাসীগণ, ও দূতীগণ ॥৭০॥

যূথের অবান্তর ভেদ নয়টী। যথা—যূথের ভেদ কুল, কুলের মণ্ডল, মণ্ডলের বর্গ, বর্গের গণ, গণের সমবায়, সমবায়ের সঞ্চয়, সঞ্চয়ের সমাজ, সমাজের সমন্বয়। (যূথ, কুল, মণ্ডল, বর্গ, গণ, সমবায়, সঞ্চয়, সমাজ, সমন্বয়)। বুধগণ

## অথ সখীবর্গঃ

তত্রাদৌ কুলমালীনাং লিখ্যতে তন্ত্রিমণ্ডলং *।
তারতম্যাত্তয়োঃ প্রেম্নাং কুলস্যাস্য ত্রিরূপতা।
সমাজো মণ্ডলঞ্চেতি গণশ্চেতি তদুচ্যতে॥
সমাজঃ পরমপ্রেষ্ঠসখীনাং প্রথমো মতঃ।
বরিষ্ঠশ্চ বরশ্চেতি স সমন্বয়যুগ্মভাক্॥ ৭৩-৭৫॥

## তত্র বরিষ্ঠঃ

বরিষ্ঠঃ সর্ব্বতঃ খ্যাতঃ সদা সচিবতাং গতঃ।
তয়োরেবাসমোর্দ্ধো বা নাসৌ প্রেম্নঃ সমাশ্রয়ঃ॥ ৭৬॥

---

ক্রমে এই নয়টী ভেদকে লঘু বলিয়া জানিবেন॥ ৭১-৭২॥

## অথ সখীবর্গ

প্রথমতঃ আলী অর্থাৎ সখীদিগের ত্রিমণ্ডলরূপ কুলের বিষয় লেখা যাইতেছে। তন্মধ্যে প্রেমের তারতম্যবশতঃ এই কুল আবার ত্রিবিধ। সমাজ, মণ্ডল এবং গণ। পরম প্রিয়তম সখীগণের সমষ্টিকে সমাজ কহে এবং ইহাই প্রথম বলিয়া গণ্য। এই সমাজ যুগ্মভাক্ অর্থাৎ দ্বিবিধ, বরিষ্ঠ এবং বর॥ ৭৩-৭৫॥

## তন্মধ্যে বরিষ্ঠ

বরিষ্ঠ নামক যূথ সর্ব্বপ্রকারে বিখ্যাত এবং সর্ব্বদা সচিবতা প্রাপ্ত অর্থাৎ সহায়রূপে গণ্য। এইটী শ্রীরাধাকৃষ্ণের অসম এবং অনূর্দ্ধ। ইহা প্রেমের সম্যক্ আশ্রয় নহে॥ ৭৬॥

---

* তন্ত্রিমণ্ডলং ইত্যত্র ভর্ত্তৃমণ্ডলং। ইতি চ পাঠঃ॥

প্রপন্নঃ সর্ব্বসুহৃদাং পরমাদরণীয়তাং।
অপার-গুণরূপাদি-মাধুরীভিশ্চ ভূষিতঃ ॥ ৭৭ ॥

## অথ সখ্যঃ

ললিতা চ বিশাখা চ চিত্রা চম্পকমল্লিকা।
তুঙ্গবিদ্যেন্দুলেখা চ রঙ্গদেবী সুদেবিকা ॥ ৭৮ ॥

### ১। তত্র ললিতা

তত্রাদ্যা ললিতাদেবী স্যাদষ্টাসু বরীয়সী।
প্রিয়সখ্যা ভবেজ্জ্যেষ্ঠা সপ্তবিংশতিবাসরৈঃ ॥ ৭৯ ॥
অনুরাধাতয়া খ্যাতা বামপ্রখরতাং গতা।
গোরোচনা-নিভাঙ্গী সা শিখিপিচ্ছনিভাম্বরা ॥ ৮০ ॥

---

এই বরিষ্ঠ সমস্ত সুহৃদের পরম আদরণীয় এবং অপার গুণরূপাদি ও মাধুরী দ্বারা ভূষিত ॥ ৭৭ ॥

## অথ সখীগণ

ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী ॥ ৭৮ ॥

### ১। ললিতা দেবী

এই অষ্টসখীর মধ্যে ললিতাদেবী সকলের শ্রেষ্ঠা, প্রিয়-সখী শ্রীরাধার সপ্তবিংশতি দিনের জ্যেষ্ঠা ॥ ৭৯ ॥

ইনি অনুরাধা বলিয়া গণ্য এবং বামা ও প্রখরা নামক নায়িকার গুণে ভূষিতা। ইঁহার অঙ্গকান্তি গোরোচনার তুল্য, ময়ূরপিচ্ছের ন্যায় বস্ত্র ॥ ৮০ ॥

জাতা মাতরি সারদ্যাং পিতুরেষা বিশোকতঃ।
পতির্ভৈরবনামাস্যাঃ সখা গোবর্দ্ধনস্য যঃ॥ ৮১॥

## ২। বিশাখা

বিশাখাত্র দ্বিতীয়া স্যাদেকাচারগুণব্রতা।
প্রিয়সখ্যা জনির্যত্র তত্রৈষাভ্যুদিতা ক্ষণে॥
তারাবলিদুকূলেয়ং বিদ্যুন্নিভতনুদ্যুতিঃ।
পিতুঃ পাবনতো জাতা মুখরায়াঃ স্বসুঃ সুতাৎ॥
জটিলায়াঃ স্বসুঃ পুত্র্যাং দক্ষিণায়াস্তু মাতরি।
ভবেদ্বিবাহকর্ত্তাস্যাঃ বাহিকো নাম বল্লবঃ॥ ৮২-৮৩॥

---

ইঁহার জননী সারদী, পিতা বিশোক, পতি ভৈরব নামা গোপ এবং সেই গোপ গোবর্দ্ধনের সখা॥ ৮১॥

## ২। বিশাখা

অষ্টসখী মধ্যে বিশাখা দ্বিতীয়া, ললিতার সহিত ইহার এক আচার, একগুণ ও একব্রত। যে সময়ে শ্রীরাধার জন্ম হয়, সেই সময়েই বিশাখার জন্ম হইয়াছে। বিশাখার বসন নক্ষত্রবেষ্টিত আকাশমণ্ডলের ন্যায় অর্থাৎ সাদা বুটোদার নীলাম্বরী। অঙ্গকান্তি সৌদামিনীর ন্যায়, পিতার নাম পাবন, এই পাবন মুখরার ভগিনীর পুত্র। জটিলার ভগিনীর কন্যা ( বোন্‌ঝি ) যে দক্ষিনা, তিনি বিশাখার জননী। বিশাখার পতি বাহিকনামা গোপ॥ ৮২-৮৩॥

### ৩। চম্পকলতা

তৃতীয়া চম্পকলতা ফুল্লচম্পকদীধিতিঃ।
একেনাহ্না কনিষ্ঠেয়ং চাষপক্ষনিভাম্বরা ॥ ৮৪ ॥
পিতুরারামতো জাতা বাটিকায়াস্তু মাতরি।
বোঢ়া চণ্ডাক্ষনামাস্যা বিশাখা সদৃশী গুণৈঃ ॥ ৮৫ ॥

### ৪। চিত্রা ( সুচিত্রা )

চিত্রা চতুর্থী কাশ্মীরগৌরী কাচনিভাম্বরা।
ষড়্বিংশত্যা কনিষ্ঠাহ্নাং মাধবামোদমেদুরা ॥ ৮৬ ॥
চতুরাখ্যাৎ পিতুর্জাতা সূর্য্যমিত্রপিতৃব্যজা।
জনন্যাং চর্চ্চিকাখ্যায়াং পতিরস্যাস্তু পীঠরঃ ॥ ৮৭ ॥

---

### ৩। চম্পকলতা

চম্পকলতা তৃতীয়া সখী। ইঁহার অঙ্গকান্তি বিকসিত চম্পককুসুমের ন্যায়, শ্রীরাধার এক দিনের কনিষ্ঠা। চাষ পক্ষির বর্ণের মত বসন ॥ ৮৪ ॥

পিতার নাম আরাম, মাতার নাম বাটিকা, চণ্ডাক্ষনামা গোপ ইহার পতি। ইনি গুণে প্রায় বিশাখার তুল্যা ॥ ৮৫ ॥

### ৪। চিত্রা ( সুচিত্রা )

চতুর্থী চিত্রা নাম্নী সখীর অঙ্গকান্তি কাশ্মীর অর্থাৎ কুঙ্কুমের ন্যায়, কাচের বর্ণের ন্যায় বসন, শ্রীরাধার ষড়্বিংশতি অর্থাৎ ২৬ দিনের কনিষ্ঠা, ইনি শ্রীকৃষ্ণের আনন্দে আনন্দিত ॥ ৮৬ ॥

ইঁহার পিতার নাম চতুর, এই চতুর সূর্য্যমিত্রের পিতৃব্য, মাতার নাম চর্চ্চিকা, পতির নাম পীঠর ॥ ৮৭ ॥

## ৫। তুঙ্গবিদ্যা

পঞ্চমী তুঙ্গবিদ্যা স্যাজ্জ্যায়সী পঞ্চভির্দিনৈঃ।
চন্দ্রচন্দনভূয়িষ্ঠা কুঙ্কুমদ্যুতিশালিনী ॥ ৮৮ ॥
পাণ্ডুমণ্ডলবস্ত্রেয়ং দক্ষিণপ্রখরোদিতা।
মেধায়াং পুষ্করাজ্জাতা পতিরস্যাস্তু বালিশঃ ॥ ৮৯ ॥

## ৬। ইন্দুরেখা (ইন্দুলেখা)

ইন্দুরেখা ভবেৎ ষষ্ঠী হরিতালোজ্জ্বলদ্যুতিঃ।
দাড়িম্বপুষ্পবসনা কনিষ্ঠা বাসরৈস্ত্রিভিঃ ॥ ৯০ ॥
বেলা-সাগরসংজ্ঞাভ্যাং পিতৃভ্যাং জনিমীয়ুষী।
বামপ্রখরতাং যাতা পতিরস্যাস্তু দুর্ব্বলঃ ॥ ৯১ ॥

---

## ৫। তুঙ্গবিদ্যা

পঞ্চমী তুঙ্গবিদ্যা। ইনি শ্রীরাধার পাঁচদিনের জ্যেষ্ঠা; অঙ্গগন্ধ চন্দ্র অর্থাৎ কর্পূরমিশ্রিত চন্দনের ন্যায়; অঙ্গপ্রভা কুঙ্কুমের ন্যায়; বস্ত্র পিঙ্গলবর্ণ। দক্ষিণা ও প্রখরা নাম্নী নায়িকার গুণযুক্তা। ইঁহার মাতার নাম মেধা, পিতার নাম পুষ্কর, পতির নাম বালিশ ॥ ৮৮-৮৯ ॥

## ৬। ইন্দুলেখা

ষষ্ঠী ইন্দুলেখার অঙ্গপ্রভা হরিতালের ন্যায় উজ্জ্বল; দাড়িম্ব-পুষ্পের ন্যায় বসন; শ্রীরাধার তিন দিনের কনিষ্ঠা। মাতার নাম বেলা, পিতার নাম সাগর। ইনি বামা ও প্রখরা নাম্নী নায়িকার গুণযুক্তা, ইঁহার পতির নাম দুর্ব্বল ॥ ৯০-৯১ ॥

## ৭। রঙ্গদেবী

সপ্তমী রঙ্গদেবীয়ং পদ্মকিঞ্জল্ককান্তিভাক্।
জবারাগিদুকূলেয়ং কনিষ্ঠা সপ্তভির্দিনৈঃ ॥ ৯২ ॥
প্রায়েণ চম্পকলতাসদৃশী গুণতো মতা।
করুণা-রঙ্গসারাভ্যাং পিতৃভ্যাং জনিমীয়ুষী ॥ ৯৩ ॥

## ৮। সুদেবী

অস্যা বক্রেক্ষণো ভর্ত্তা কনীয়ান্ ভৈরবস্য যঃ।
সুদেবী রঙ্গদেব্যাস্তু যমজা মৃদুরষ্টমী ॥ ৯৪ ॥
রূপাদিভিঃ স্বস্রুঃ সাম্যাৎ তদ্ভ্রান্তিভরকারিণী।
ভ্রাত্রা বক্রেক্ষণস্যেয়ং পরিণীতা কনীয়সা ॥ ৯৫ ॥

---

## ৭। রঙ্গদেবী

সপ্তমী সখী রঙ্গদেবী। তাঁহার অঙ্গকান্তি পদ্মের কিঞ্জল্ক অর্থাৎ কেশরের ন্যায়, বসন জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তিমযুক্ত, শ্রীরাধার সাত দিনের কনিষ্ঠা এবং গুণে প্রায় চম্পকলতার সদৃশী। পিতার নাম রঙ্গসার, মাতার নাম করুণা ॥ ৯২-৯৩ ॥

## ৮। সুদেবী

অষ্টম সখী সুদেবী। তাঁহার স্বামির নাম বক্রেক্ষণ। এই বক্রে-ক্ষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভৈরব। সুদেবী রঙ্গদেবীর যমজা ভগিনী ও মৃদু স্বভাবা। রূপ, গুণ, স্বভাবাদি দ্বারা ভগিনীর সহিত সাদৃশ্য থাকায় ইঁহাকে দেখিয়া রঙ্গদেবী বলিয়াই যেন দর্শকের বিশেষ ভ্রম উপস্থিত হয়। পূর্ব্বোক্ত রঙ্গদেবীর পতি বক্রেক্ষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভৈরব সুদেবীকে বিবাহ করেন ॥ ৯৪-৯৫ ॥

## অথ বরঃ ॥

এতদষ্টক-কল্পাভিরষ্টাভিঃ কথিতো বরঃ।
এতা দ্বাদশবর্ষীয়াশ্চলদ্বাল্যাঃ, কলাবতী ॥ ৯৬ ॥
শুভাঙ্গদা হিরণ্যাঙ্গী রত্নলেখা শিখাবতী।
কন্দর্পমঞ্জরী ফুল্লকলিকানঙ্গমঞ্জরী ॥ ৯৭ ॥

## (ক) তত্র কলাবতী ॥

মাতুলো যোঽর্কমিত্রস্য গোপো নাম্না কলাঙ্কুরঃ।
কলাবতী সুতা তস্য সিন্ধুমত্যামজায়ত ॥
হরিচন্দনবর্ণেয়ং কীরদ্যুতিপটাবৃতা।
কপোতঃ পতিরেতস্যা বাহিকস্যানুজস্তু যঃ ॥ ৯৮-৯৯ ॥

---

## অথ বর

এই অষ্ট সখীর মত আরও অষ্ট জন স্ত্রীকে "বর" নামক যূথ কথিত হয়। ইঁহাদের সকলেরই দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম এবং সকলেরই বাল্যকাল গত প্রায়। তাঁহাদের নাম কলাবতী, শুভাঙ্গদা, হিরণ্যাঙ্গী, রত্নলেখা, শিখাবতী, কন্দর্পমঞ্জরী, ফুল্লকলিকা, ও অনঙ্গমঞ্জরী ॥ ৯৬-৯৭ ॥

## (ক) তন্মধ্যে কলাবতী

কলাঙ্কুর নামে একজন গোপ ছিলেন। ইনি অর্কমিত্রের মাতুল। কলাবতী সেই কলাঙ্কুরের ঔরসে এবং সিন্ধুমতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার অঙ্গবর্ণ হরিচন্দনের ন্যায়, কীর অর্থাৎ শুকপক্ষীর কান্তির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বসন। বাহিকের অনুজ কপোত, ইনি কলাবতীর পতি ॥ ৯৮-৯৯

## (খ) শুভাঙ্গদা

শুভাবদাতবর্ণেয়ং বিশাখায়াঃ কনীয়সী।
পীঠরস্যানুজেনেয়ং পরিণীতা পতত্রিণা ॥ ১০০ ॥

## (গ) হিরণ্যাক্ষী

হিরণ্যাক্ষী হিরণ্যাভা হরিণীগর্ভসম্ভবা।
সর্ব্বসৌন্দর্য্যসন্দোহ-মন্দিরীভূতবিগ্রহা ॥ ১০১ ॥
যজ্বা যশস্বী ধর্ম্মাত্মা গোপো নাম্না মহাবসুঃ।
স মিত্রং রবিমিত্রস্য বিচিত্রগুণভূষিতঃ ॥ ১০২ ॥
অভিলাষান্ সুতং বীরং কন্যাঞ্চাতিমনোরমাং।
ইষ্টিং ভাগুরিণারেভে নিয়তাত্মা পুরোধসা ॥ ১০৩ ॥

---

## (খ) শুভাঙ্গদা

শুভাঙ্গদা শুভ্রবর্ণা, বিশাখার কনিষ্ঠা ভগিনী, পীঠরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পতত্রিনামক গোপকর্ত্তৃক বিবাহিতা ॥ ১০০ ॥

## (গ) হিরণ্যাক্ষী

হিরণ্যাক্ষীর বর্ণ হিরণ্য অর্থাৎ স্বর্ণের মত। ইনি হরিণীর গর্ভসম্ভবা এবং ইহার দেহ নিখিল সৌন্দর্য্যরাশির মন্দির-স্বরূপ ॥ ১০১ ॥

মহাবসুনামা গোপ যজনশীল, যশস্বী, ধর্ম্মাত্মা এবং বিবিধ গুণদ্বারা ভূষিত ছিলেন। ইনি রবিমিত্রের ( অর্কমিত্রের ) বন্ধু ॥ ১০২ ॥

এই মহাবসু এক বীরপুত্র ও একটী মনোরমা কন্যা অভিলাষ করিয়া ভাগুরিনামা পুরোহিতের দ্বারা এক পুত্রেষ্টি অর্থাৎ পুত্রলাভার্থ যজ্ঞ আরম্ভ করেন ॥ ১০৩ ॥

ততঃ সুধাময়ঃ কোঽপি সুচারুশ্চরুরুৎথিতঃ।
নন্দিতস্তং সুচন্দ্রায়ৈ সধর্ম্মিণ্যৈ চ দত্তবান্ ॥ ১০৪ ॥
* ভমশ্নন্ত্যাং চরুং তস্যামলিন্দে সম্ভ্রমোজ্ঝিতঃ।
সুরঙ্গ্যাখ্যা ব্রজচরী কুরঙ্গী রঙ্গিণীপ্রসূঃ ॥ ১০৫ ॥
আগত্য তরসা তস্যালোকাৎ কিঞ্চিদভক্ষয়ৎ।
পশুপালী-হরিণ্যুভে ততো গর্ভমবাপতুঃ ॥ ১০৬ ॥
সুচন্দ্রা সুষুবে পুত্রং স্তোককৃষ্ণং ব্রুবন্তি যং।
অসোষ্ট গোষ্ঠমধ্যে সা হিরণ্যাঙ্গীং কুরঙ্গিকা ॥ ১০৭ ॥

---

অতঃপর সেই পুত্রযজ্ঞ হইতে অমৃতময় এক চরু (যজ্ঞীয় অন্ন) উত্থিত হয়। মহাবসু আনন্দিত চিত্তে সহধর্ম্মিণী অর্থাৎ সুচন্দ্রানাম্নী পত্নীকে সেই চরু দান করেন। সুচন্দ্রা যখন সেই চরু ভোজন করেন, তখন তাহার কিয়দংশ অলিন্দে অর্থাৎ বহির্দ্বারে সত্বরতাবশতঃ পতিত হয়। সুরঙ্গী নামে এক মৃগী ব্রজমধ্যে ভ্রমণ করিত। রঙ্গিণীর জননী সেই মৃগী অমৃতময় চরু দর্শনে হঠাৎ আসিয়া উহা ভক্ষণ করে। ইহাতে সেই সুচন্দ্রা গোপী (পশুপালী) ও মৃগী উভয়েই গর্ভপ্রাপ্ত হয়। অতঃপর যথাকালে সুচন্দ্রা যে পুত্র প্রসব করিল সেই পুত্রের নাম বিখ্যাত "স্তোককৃষ্ণ"। মৃগী যাহাকে গোষ্ঠ মধ্যে

---

* তমস্বিন্যাং চরুং প্রাশ্য সন্দিমেতাস্য জাভতঃ। ইত্যপি পাঠো দৃশ্যতে

যা সখী প্রিয়গান্ধর্ব্বা গান্ধর্ব্বায়াঃ প্রিয়া সদা।
ফুল্লাপরাজিতা-শ্রেণীবিরাজিপটমণ্ডিতা ॥ ১০৮ ॥
এতাং দারতয়োদারাং দদৌ বৃদ্ধায় গোত্রুহে।
0 জরসা রাজ্যাযোগ্যোঽসৌ গিরা গৌরবতঃ পিতা ॥১০৯॥

## (ঘ) রত্নলেখা

সুতো মাতৃষ্বসুঃ সূর্য্যসাহ্বয়স্য পয়োনিধিঃ।
তস্য পুত্রবতঃ পত্নী মিত্রা কন্যাভিলাষিণী ॥ ১১০ ॥
শ্রদ্ধয়ারাধয়াঞ্চক্রে ভাস্কর সুতবস্করা।
প্রসাদেন ত্যুরত্নস্য রত্নলেখামসূত সা ॥ ১১১ ॥

---

প্রসব করিল, তাহার নাম হিরণ্যাঙ্গী। গান্ধর্ব্বা শ্রীরাধা ইঁহার অত্যন্ত প্রিয়তমা সখীস্বরূপিণী। ইনি প্রফুল্লিত অপরাজিতা পুষ্পশ্রেণীর ন্যায় শোভাযুক্ত বসনদ্বারা সুশোভিতা ॥ ১০৪-১০৮ ॥

উক্ত হিরণ্যাঙ্গীনাম্নী কন্যাকে পিতা মহাবসু গৌরববশতঃ একজন বৃদ্ধগোপের হস্তে পত্নীরূপে বাগ্‌দান করেন। ইনি বার্দ্ধক্যবশতঃ রাজ্যলাভে অযোগ্য হয়েন ॥ ১০৯ ॥

## (ঘ) রত্নলেখা

সূর্য্যসাহ্বয় অর্থাৎ বৃষভানুরাজের মাতৃষ্বসার পুত্রের নাম পয়োনিধি। সেই পয়োনিধির পুত্র থাকিলেও কন্যা হয় নাই। এজন্য ইঁহার পত্নী ভক্তিসহকারে কন্যাভিলাষিণী হইয়া সূর্য্য-

---

0 জরসা রাজাযোগ্যোঽসৌ ইত্যত্র জরদ্গবায় গর্গায়। ইতি পাঠান্তরং।

মনঃশিলারুচিরসৌ রোলম্বরুচিরাম্বরা।
বৃষভানুসুতাপ্রেষ্ঠা ভানুশুশ্রূষণে রতা॥
চচারৈকেন ভাবেন মাতা যস্যার্দ্ধচারিকা। *
ঘূর্ণয়ন্তী দৃশৌ ঘোরে মাধবং প্রেক্ষ্য তর্জ্জতি 0॥ ১১২॥

## (৬) শিখাবতী

৭ ধন্যধন্যাদভূৎ কন্যা সুশিখায়াং শিখাবতী।
কর্ণিকারদ্যুতিঃ কুন্দলতিকায়াঃ কনীয়সী॥

---

দেবের আরাধনা করেন। অবশেষে সূর্য্যদেবের প্রসাদে তিনি এক কন্যা প্রসব করেন। সেই কন্যার নাম রত্নলেখা॥ ১১০—১১১॥

এই রত্নলেখার কান্তি মনঃশিলা অর্থাৎ মনছালের বর্ণের ন্যায়; ভ্রমর-মালার ন্যায় বসনকান্তি। বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার প্রিয়তমা হইয়া ইনি সূর্য্যারাধনায় রত হইয়াছিলেন। মাতা এই রত্নলেখাকে সূর্য্য-আরাধনা-বিষয়ে শ্রীরাধার সাহায্যকারিণী করিয়া দিলে রত্নলেখা একচিত্তে সূর্য্যের আরাধনা করিতেন। ইনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলে নেত্রদ্বয় ঘূর্ণন করিতে করিতে তাঁহাকে তর্জ্জন করিতেন॥ ১১২॥

## (৬) শিখাবতী

শিখাবতী "ধন্যাধন্য বা বিন্নুধন্য" নামক পিতার ঔরসে

---

* কুচা বাদ্যেকতারেণ মাতা যস্য কুঠারিকা। ইতি পাঠান্তরং।

0 তর্জ্জতি স্থলে গর্জ্জতি পাঠান্তরং।

৭ ধন্যধন্যাৎ ইত্যত্র বিন্নুধন্যাৎ। ইত্যপি পাঠঃ।

জরত্তিত্তিরকির্ম্মীরপটা মূর্ত্তেব মাধুরী।
উদূঢ়া গরুড়েনেয়ং গর্জরাখ্যেন * গোদ্রুহা ॥ ১১৩–১১৪ ॥

(চ কন্দর্পমঞ্জরী

কন্দর্পমঞ্জরী নাম জাতা পুষ্পাকরাং পিতুঃ।
জনন্যাং কুরুবিন্দায়াং যস্যাঃ পিত্রা হরিং বরং ॥ ১১৫ ॥
হৃদিকৃত্য ন কুত্রাপি বিবাহোঽন্যত্র কার্য্যতে।
কিঙ্কিরাতোজ্জ্বলরুচির্বিচিত্রসিচয়াবৃতা ॥ ১১৬ ॥

---

সুশিখানাম্নী জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার অঙ্গকান্তি কর্ণিকার পুষ্পের ন্যায়। ইনি কুন্দলতার কনিষ্ঠা ভগিনী। বৃদ্ধ তিত্তিরপক্ষির বর্ণের ন্যায় কির্ম্মীর অর্থাৎ বিচিত্রবর্ণের বসন ইঁহার পরিধান। ইনি যেন মূর্ত্তিমতী মাধুরী। গর্জ্জরনামা গোপ ইঁহাকে বিবাহ করেন ॥ ১১৩–১১৪ ॥

## (চ) কন্দর্পমঞ্জরী

পুষ্পাকরনামক পিতার ঔরসে এবং কুরুবিন্দানাম্নী মাতার গর্ভে কন্দর্পমঞ্জরী জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে সৎপাত্র বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, এজন্য অন্যত্র কুত্রাপি বিবাহ দেন নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের হস্তেই সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই কন্দর্পমঞ্জরীর দেহপ্রভা কিঙ্কিরাত পক্ষির ন্যায় উজ্জ্বল এবং বসন বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত ॥ ১১৫–১১৬ ॥

---

* গর্জ্জরাখ্যেন ইত্যত্র গরুড়াখ্যেন। ইতি পাঠান্তরং।

## (ছ) ফুল্লকলিকা

শ্রীমল্লাৎ ফুল্লকলিকা কমলিন্যামভূৎ পিতুঃ।
সেয়মিন্দীবরশ্যামা শক্রচাপনিভাম্বরা ।। ১১৭ ।।
* সহজেনান্বিতা পীততিলকেনালিকস্থলে।
বিদুরোঽস্যাঃ পতির্দূরান্মহিষীরাহ্বয়ত্যসৌ ।। ১১৮ ।।

## (জ) অনঙ্গমঞ্জরী

বসন্তকেতকীকান্তির্মঞ্জুলানঙ্গমঞ্জরী।
যথার্থাক্ষনামেয়মিন্দীবরনিভাম্বরা ।। ১১৯ ।।
দুর্মদো মদবানস্যাঃ পতির্যো দেবরঃ স্বসুঃ।
প্রিয়াসৌ ললিতাদেব্যা বিশাখায়া বিশেষতঃ ।। ১২০ ।।

---

## (ছ) ফুল্লকলিকা

ফুল্লকলিকা শ্রীমল্লনামক পিতার ঔরসে কমলিনী নাম্নী মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার দেহরুচি ইন্দীবর অর্থাৎ নীলপদ্মের ন্যায়। বসন ইন্দ্রধনুর ন্যায়, ইঁহার উজ্জ্বল ললাট-মণ্ডলে স্বভাবজ পীতবর্ণ তিলক শোভা পাইতেছে। ইঁহার পতি বিদুর। এই বিদুর দূর হইতে মহিষীগণকে আহ্বান করিয়া থাকেন ।। ১১৭–১১৮ ।।

## (জ) অনঙ্গমঞ্জরী

অনঙ্গমঞ্জরীর অঙ্গকান্তি অতীব মনোহারিণী ও বসন্তকালীয় কেতকীপুষ্পের ন্যায়। ইঁহার বসন নীলপদ্মের ন্যায়। ইনি রূপমাধুর্য্যে অনঙ্গ অর্থাৎ কামদেবেরও স্পৃহণীয়া, সুতরাং

---

* সহজেনান্বিতা পীততৈলকেনালিকস্থলে। ইতি পাঠান্তরং।

## অথ বয়স্থানাং সামান্যকর্ম্মানি লিখ্যতে—

বেশঃ প্রিয়বয়স্যায়া গুরুপত্যাদি-বঞ্চনং।
হরিণা প্রেমকলহে তস্যা এবানুযায়িতা ॥ ১২১ ॥
অভিসারে সহায়ত্বমন্নাদিপরিবেশনং।
আস্বাদনং সহক্রীড়া রহস্যপরিগোপনং ॥ ১২২ ॥
পবিত্রচিত্তচাতুর্য্যং * পরিচর্য্যা যথোচিতং।
উৎকর্ষগ্লানিকারিত্বং স্বপক্ষপ্রতিপক্ষয়োঃ ॥ ১২৩ ॥

---

অনঙ্গমঞ্জরী নামটী তাঁহার সার্থক। ই`হার ভগিনীর দেবর মদোন্মত্ত দুর্ম্মদ এই অনঙ্গমঞ্জরীর পতি: ইনি ললিতাদেবীর, বিশেষতঃ বিশাখাদেবীর সমধিক প্রীতি পাত্রী ॥ ১১৯–১২০ ॥

## অনন্তর বয়স্থাদিগের সাধারণ কার্য্য—

প্রিয়বয়স্যাগণ শ্রীরাধার বেশভূষা রচনা করেন ও গুরু ও পতি প্রভৃতিকে বঞ্চনা করেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার প্রেম-কলহ উপস্থিত হইলে শ্রীরাধার পক্ষাবলম্বন করেন ও অভিসার বিষয়ে সাহায্য করেন। তাঁহারা অন্নাদি ভোজ্যদ্রব্য পরিবেশন ও আস্বাদন করেন ও একসঙ্গে খেলা করেন এবং রহস্য-বিষয় গোপন করেন। তাঁহারা পবিত্র মনের চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া যথোচিত পরিচর্য্যা করেন এবং স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষের সর্ব্ব বিষয়ে উৎকর্ষের হ্রাস করিয়া থাকেন। নৃত্য, গীত ও বাদ্যদ্বারা

---

* পরিহাসেতু চাতুর্য্যঃ। ইতি পাঠান্তরং।

তৌর্য্যত্রিক-কলোল্লাসে উভয়োঃ পারিতোষণং।
অবকাশোচিতাচার-সেবাপ্রার্থনভাষণং ॥ ১২৪ ॥

ইত্যাদি সুষ্ঠু ভূয়িষ্ঠং জ্ঞেয়মাসাং বিচক্ষণৈঃ।
সর্ব্বা এবাখিলং কর্ম্ম জানন্তি কুর্ব্বতেঽপিচ ॥ ১২৫ ॥

তত্র কাশ্চিন্নিযুক্তাঃ স্যুরনিযুক্তাশ্চ কাশ্চন।
নিযুক্তাঃ সুষ্ঠু যা যত্র লিখ্যন্তে তাঃ ক্রমাদিমাঃ ॥ ১২৬ ॥

তথাপি পরমপ্রেষ্ঠসখ্যঃ * শ্রেষ্ঠতয়োদিতাঃ।
সর্ব্বত্র ললিতাদেবী পরমাধ্যক্ষতাং গতা ॥ ১২৭ ॥

---

শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরিতোষ সাধন করেন। অবকাশ বুঝিয়া ব্যবহার করা ও সেবাপ্রার্থনা ও কথা বলা বিষয়ে তাঁহারা পটু। অধিক কি বলিব? তাঁহাদের মাধুর্য্যপরিপূর্ণ কার্য্যগুলি বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ স্বতই বুঝিতে পারিবেন। সমস্ত বয়স্যাগণই সমস্ত কর্ম্ম সর্ব্বপ্রকারে অবগত আছেন ও নির্ব্বাহও করিয়া থাকেন ॥ ১২১—১২৫ ॥

বয়স্যামধ্যে কতিপয় নিযুক্তা, অর্থাৎ দূরস্থিতা, কতিপয় অনিযুক্তা, অর্থাৎ নিকটে সেবাকার্য্যে নিরতা। এই নিযুক্তা বয়স্যাগণের মধ্যে যিনি যে স্থানে থাকেন, ইত্যাদি বিষয়-সকল ক্রমশঃ লেখা যাইতেছে ॥ ১২৬ ॥

সকলের মধ্যে অত্যন্ত প্রিয়তম বয়স্যাগণকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করা যায়। সমস্ত বয়স্যাদির মধ্যে আবার শ্রীললিতাদেবীই সকলের উপরে অধ্যক্ষপদে আরূঢ়া; সমস্ত ভাব ইঁহার আয়ত্ত।

---

* শ্রেষ্ঠতয়োদিতা ইত্যত্র শ্রেষ্ঠতমাগ্রতঃ। ইতি চ পাঠঃ॥

স্বীকৃতাখিলভাবেয়ং সন্ধিবিগ্রহিণী মতা।
অপরাধ্যতি রাধায়ৈ মাধবে ক্বাপি দৈবতঃ ॥ ১২৮ ॥
চণ্ডিম্না কুঞ্চিতমুখী সখীত্যুতিভিরাবৃতা।
বিগ্রহে প্রৌঢ়িবাদে চ প্রতিবাক্যোপপত্তিষু ॥ ১২৯ ॥
প্রতিভামুপলব্ধাভির্ধত্তে বিগ্রহমাগ্রহাৎ।
আয়াতি সন্ধিসময়ে তটস্থেব স্থিতা স্বয়ং ॥ ১৩০ ॥
ভগবত্যাদিভির্দ্বারৈর্যুক্তা সন্ধিং করোত্যসৌ।
পৌষ্পাণাং মণ্ডনং ছত্রং শয়নোত্থানবেশ্মনাং ॥ ১৩১ ॥

---

প্রেমযুদ্ধে সন্ধি (মিলন) এবং বিগ্রহ (যুদ্ধ) তথা অপরাপর সর্ব্ববিষয়ে তৎপরা। দৈববশতঃ কখনও বা তিনি শ্রীরাধার নিকট অথবা শ্রীকৃষ্ণের নিকট অপরাধ করিয়া থাকেন। বিগ্রহ, প্রৌঢ়িবাদ ( সগর্ব্ব বাক্য ) এবং প্রত্যুত্তর ও যুক্তিদান বিষয়ে যিনি ক্রোধবশে নতবদনা, এবং সখীদিগের কান্তিতে যেন তিনি আবৃতা হইয়া থাকেন। বিগ্রহ সঙ্ঘটিত হইলে যিনি স্বয়ং সখীদিগকে প্রতিভা † লাভ করাইয়া আগ্রহসহকারে বিগ্রহ সম্পাদন করিয়া থাকেন, এবং সন্ধি অর্থাৎ মিলনকালে আগমন পূর্ব্বক উদাসীনের মত অবস্থান করেন। অপিচ, পূর্ণমাসী প্রভৃতি সখীগণের সহিত মিলিত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সন্ধি করাইয়া থাকেন। পুষ্পভূষণ, ছত্র, শয্যা, উত্থান ও

---

† "প্রজ্ঞা নবনবোল্লেখশালিনী প্রতিভা মতা" নব নব উল্লেখ অর্থাৎ উদ্ভাবনশালিনী বুদ্ধিকে প্রতিভা কহে। ইহার নামান্তর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বা উপস্থিতবুদ্ধি।

মদনোন্মাদিনী বাট্যাং যা কিন্নরকিশোরিকাঃ।
প্রসূন-বল্লী-তাম্বূল-বল্লী-পূগদ্রুমেষু চ ॥ ১৩২ ॥
নির্ম্মিতাবিন্দ্রজালে চ প্রহেল্যাং্খ্যাতিকোবিদা।
* তাম্বূলেঽধিকৃতা যাঃ স্যুরস্যাস্তু দাসিকাশ্চ যাঃ ॥ ১৩৩ ॥
সখ্যশ্চ বলদেবস্য বরা মান্যোপজীবিনাং।
যাঃ কন্যকাঃ স্যুঃ সর্ব্বাসু তাস্বেবাধ্যক্ষতাং গতা ॥ ১৩৪ ॥
রত্নলেখাদয়োঽষ্টৌ যাঃ প্রিয়সখ্যোঽনুকীর্ত্তিতাঃ।
সর্ব্বত্র ললিতাদেব্যা জ্ঞেয়াঃ প্রত্যন্তরা সদা ॥ ১৩৫ ॥

---

গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য সাধন করেন। এবং বাটীতে যিনি মদনোন্মত্তা হইয়া কিন্নর-কিশোরীগণকে † পুষ্পবল্লী, তাম্বূল-বল্লী ও পূগবৃক্ষাদিতে ক্রীড়া করাইয়া থাকেন। যিনি ইন্দ্র-জালাদি রচনায় এবং প্রহেলিকা ( হেঁয়ালী ) নামক কাব্য রচনায় অতি-পণ্ডিতা। তাম্বূল-সেবাতে যাঁহারা অধিকারিণী, যাঁহারা শ্রীরাধার দাসী, এবং যাঁহারা কন্যকা শ্রীবলদেবের যে সখীগণ মাননীয়গণেরও মাননীয়, ললিতাদেবী তাঁহাদের এবং পূর্ব্বোক্ত সকলেরই অধ্যক্ষ ॥ ১২৭—১৩৪ ॥

রত্নলেখা প্রভৃতি যে অষ্টসংখ্যক প্রিয় সখীদিগের বিষয় পূর্ব্ব বলা হইয়াছে, তাঁহারা সর্ব্ববিষয়েই শ্রীললিতাদেবীর

---

* তাম্বূলেঽধিকৃতায়াং স্যুর্বয়স্যাঃ দাসিকাশ্চ যাঃ। ইতি চ পাঠঃ ॥

† কিন্নরক্রীড়া কামশাস্ত্রোক্ত রতিক্রীড়াবিশেষ। মনুষ্যের ন্যায় আকার, অশ্বের ন্যায় মুখবিশিষ্ট দেবযোনিকে কিন্নর কহে। তাহাদিগের যুবতীগণকে কিন্নরকিশোরী বলা যায়।

§ রত্নপ্রভা-রতিকালে তত্রাপ্যষ্টাসু বিশ্রুতে।
† গুণসৌন্দর্য্যবৈদগ্ধী-মাধুরীভিরুপাগতে ॥ ১৩৬ ॥

## অথ পুষ্পেষু মণ্ডনং ॥

কিরীটং বালপাশ্যা চ কর্ণপূরো ললাটিকা।
গ্রৈবেয়কাঙ্গদে কাঞ্চীকটকে মণিবন্ধনী ॥ ১৩৭ ॥
* হংসকঃ কঞ্চুলীত্যাদি বিবিধং পুষ্পমণ্ডনং।
মণিস্বর্ণাদিকাপ্তস্য মণ্ডনস্যাত্র যাদৃশঃ।
আকারশ্চ প্রকারশ্চ কৌসুমস্য চ তাদৃশঃ ॥ ১৩৮ ॥

### ১। কিরীটং ॥

রঙ্গিণী-হেমযূথীভির্নবমালী-সুমালিভিঃ।

---

প্রতিকূলবর্ত্তিনী। অষ্টজনের মধ্যে রত্নপ্রভা এবং রতিকলাই বিখ্যাত, ও গুণ-সৌন্দর্য্য-বৈদগ্ধী ও মাধুরীযুক্তা ॥ ১৩৫-১৩৬ ॥

### অথ পুষ্পভূষণ।

কিরীট, বালপাশ্যা কর্ণপূর, ললাটিকা, গ্রৈবেয়ক, অঙ্গদ, কাঞ্চী, কটক, মণিবন্ধনী, হংসক, কঞ্চুলী, ইত্যাদি রূপে পুষ্পভূষণ বহুবিধ। মণি ও স্বর্ণাদি ধাতুনির্ম্মিত ভূষণের আকার প্রকার যেরূপ, পুষ্পরচিত ভূষণের আকার প্রকারও কোন অংশে তাহার হীন নহে ॥ ১৩৭-১৩৮ ॥

১। তন্মধ্যে কিরীট যথা—রঙ্গিণী, স্বর্ণযূথী, নবমালিকা, ও সুমালিকা প্রভৃতি পুষ্পদ্বারা বিরচিত ভূষণকে কীরিট

---

§ রত্নভারভিকালে তত্রাপ্যষ্টাসু বিস্তৃতিং গতে। ইতি পাঠান্তরং ॥
† মাধুরীভিরুপাগতে ইত্যত্র মাধুরীভিঃ কলাং গতে ইতি পাঠান্তরং॥
* কঞ্চুলী স্থলে কঞ্চুকী চ পাঠান্তরং দৃশ্যতে ॥

† ধৃতি-মাণিক্যগোমেদমুক্তেন্দুমণিকান্তিভিঃ।
বিন্যস্তাভির্যথাশোভমাভিঃ সুষ্ঠু বিনির্ম্মিতং ॥ ১৩৯–১৪০ ॥
কৃতসপ্তশিখং হেমকেতকীকোরকচ্ছদৈঃ।
চিত্রকৈর্ধাতুভিশ্চিত্রৈশ্চিত্তহারি হরেরিদং ॥ ১৪১ ॥
কিরীটং পুষ্পপারাখ্যং রত্নপারাদপি প্রিয়ং।
গান্ধর্ব্বাতঃ কৃতিং যস্য ললিতা সমশিক্ষত ॥ ১৪২ ॥
তত্তু পঞ্চশিখং পুষ্পৈঃ পঞ্চবর্ণৈর্বিনির্ম্মিতং।
কোরকৈরপি গান্ধর্ব্বাভূষণং * মুকুটং ভবেৎ ॥ ১৪৩

---

কহে। ইহাতে ধৃতি (যোগ বা নৈপুণ্যবিশেষ), গোমেদ, মুক্তা ও চন্দ্রকান্তমণি প্রভৃতির শোভা প্রকাশ পাইয়া থাকে। কারণ, এই সকল পুষ্পভূষণ এরূপ সুন্দরভাবে রচিত যে, যে যে স্থানের যে যে শোভা, ঠিক সেই সেই স্থানে সেই সেই মণিকাঞ্চনাদির শোভা উজ্জ্বল ভাবে দেদীপ্যমান হইয়া থাকে ॥ ১৩৯ ॥ ১৪০ ॥

এই কিরীট সুবর্ণকেতকী পুষ্পের কোরক (কলী) এবং পত্র তথা বিচিত্র চিত্রক ও ধাতুদ্বারাও নির্ম্মিত হয়। ইহাতে সাতটী চূড়া থাকে। এই কিরীট মস্তকের ভূষণ, তথা শ্রীকৃষ্ণের অতীব মনোহর। অধিক কি, এই ভূষণ পুষ্পভূষণের পরাৎপর বলিয়া ইহার নাম পুষ্পপার। ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন হইতেও প্রিয়। শ্রীললিতাদেবী শ্রীরাধার নিকট ইহা শিক্ষা

---

† ধৃতি-মাণিক্য স্থলে ধৃতমালোক্য ইতি চ পাঠঃ।

* ভূষণং ইত্যত্র ভ্রমণ: চ দৃশ্যতে ॥

### ২। বালপাশ্যা ॥

কেশবন্ধনডোরী চ বিচিত্রৈঃ কোরকাদিভিঃ।
আবলি গুম্ফিতা গাঢ়ং বালপাশ্যেতি কীর্ত্তিকা ॥ ১৪৪ ॥

### ৩। কর্ণপূরঃ ॥

† তাড়ঙ্কং কুণ্ডলং পুষ্পী কর্ণিকা কর্ণবেষ্টনং।
ইতি পঞ্চবিধঃ প্রোক্তঃ কর্ণপূরোঽত্র শিল্পিভিঃ ॥ ১৪৫ ॥

---

কয়িয়াছিলেন। যে কিরীটে পাঁচটী চূড়া থাকে এবং পঞ্চ-বর্ণের পুষ্প ও কোরক ( কলী ) দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ললিতার বিরচিত সেই পঞ্চচূড়কিরীট শ্রীরাধার মুকুটভূষণ ॥ ১৪১-১৪৩

### ২। বালপাশ্যা ॥

বালপাশ অর্থাৎ কেশসমূহের শোভাজনক বলিয়া ইহার নাম বালপাশ্যা। বালপাশ্যা বিচিত্র কোরকাদিদ্বারা সম্যক্ রূপে গ্রথিত হয়, ইহাকে কেশবন্ধনের ডোরী বলা যায় এবং উদরের পার্শ্ব পর্য্যন্ত গাঢ়ভাবে গুম্ফিত থাকে ॥ ১৪৪ ॥

### ৩। কর্ণপূর ( কর্ণভূষণ )।

শিল্পিগণ কর্ণপূরকে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করেন। যথা—তাড়ঙ্ক, কুণ্ডল, পুষ্পী, কর্ণিকা ও কর্ণবেষ্টন ॥ ১৪৫ ॥

---

† তাড়ঙ্কং ইত্যত্র তাটঙ্কঃ। ইতি চ পাঠঃ।

১। তত্র তাড়ঙ্কং

তালপত্রাকৃতির্ভূষা তাড়ঙ্কঃ স দ্বিধোদিতঃ।
চিত্রপুষ্পকৃতঃ স্বর্ণকেতকীদলজস্তথা ॥ ১৪৬ ॥

২। কুণ্ডলং

ময়ূরমকরাম্ভোজ-শশাঙ্কার্দ্ধাদিসন্নিভং।
স্বানুরূপৈঃ কৃতং পুষ্পৈঃ কুণ্ডলং বহুধোদিতং ॥ ১৪৭ ॥

৩। পুষ্পী

চতুর্ব্বর্ণৈঃ ক্রমাৎ পুষ্পৈশ্চক্রবালতয়া কৃতঃ।
মধ্যে পর্য্যাপ্তগুঞ্জোঽয়ং স্তবকৈঃ পুষ্পিকোচ্যতে ॥ ১৪৮ ॥

---

## তন্মধ্যে ১। তাড়ঙ্ক

যে ভূষণের আকার তালপত্রের মত, তাহার নাম তাড়ঙ্ক। ইহা নানাবিধ প্রণালীতে গঠিত হইতে পারে। সাধারণতঃ উহার দুই ভেদ—বিচিত্র পুষ্পদ্বারা রচিত, এবং স্বর্ণবর্ণ কেতকী-পুষ্পের দলদ্বারা রচিত ॥ ১৪৬ ॥

## ২। কুণ্ডল

ময়ূরপিচ্ছ, মকরমুখ, পদ্ম, এবং অর্দ্ধচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় আকারবিশিষ্ট ভূষণকে কুণ্ডল কহে। কুণ্ডলের আকারবিশিষ্ট অর্থাৎ তদনুরূপ পুষ্পদ্বারা কুণ্ডল প্রস্তুত হয়। ইহা বহু-প্রকার ॥ ১৪৭ ॥

## ৩। পুষ্পী

চারি প্রকার পুষ্পদ্বারা চক্রবাল অর্থাৎ গোলাকারে যথা-ক্রমে পুষ্পী রচিত হয়। এই কর্ণভূষণের মধ্যে পর্য্যাপ্ত পরি-মাণে গুঞ্জা থাকিবে এবং কতিপয় স্তবক অর্থাৎ পুষ্পগুচ্ছ থাকিবে ॥ ১৪৮ ॥

### ৪। কর্ণিকা

রাজীবকর্ণিকায়াশ্চ পীতপুষ্পৈর্বিনির্ম্মিতা।

ভৃঙ্গিকাদাড়িমীপুষ্পপ্রোতমধ্যাত্র কর্ণিকা ॥ ১৪৯ ॥

### ৫। কর্ণবেষ্টনং

যত্তু কর্ণং বেষ্টয়তি বৃত্তং তৎ কর্ণবেষ্টনং ॥ ১৫০ ॥

### ৬। ললাটিকা

দ্বিবর্ণপুষ্পরচিতা দ্বিপার্শ্বা শোণমধ্যমা।

অলকাবলিমূলস্থা পুষ্পপাটী ললাটিকা ॥ ১৫১

---

### ৪। কর্ণিকা

পদ্মের কর্ণিকার পীত (গৌর) বর্ণ পুষ্পদ্বারা কর্ণিকা গঠিত হয়। ইহার মধ্যে ভৃঙ্গীযুক্ত একটী দাড়িম-পুষ্প গ্রথিত থাকে। অমরকোষে লিখিত আছে 'কর্ণিকা তালপত্রং স্যাৎ' অর্থাৎ গোলাকার তালপত্রদ্বারা কর্ণিকা রচিত হয় ॥ ১৪৯ ॥

### ৫। কর্ণবেষ্টন

যে কুণ্ডল কর্ণকে বেষ্টন করিয়া থাকে অথচ গোলাকার এবং বৃহৎ, তাহাকে কর্ণবেষ্টন কহে ॥ ১৫০ ॥

### ৬। ললাটিকা

ললাটিকা দুই বর্ণের পুষ্পদ্বারা রচিত হয়। ইহার দুইটী পার্শ্ব। মধ্যভাগ রক্তবর্ণ, অলকাবলীর অর্থাৎ ললাটের উপরিস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশের মূলদেশে অবস্থিত, এবং পুষ্পের পরিপাটীযুক্ত। অমরকোষে লিখিত আছে "পত্রপাশ্যা ললাটিকা", অর্থাৎ সামান্য বিস্তৃত বলিয়া পত্রের ন্যায় যাহাকে গ্রথিত করা যায়, তাহাকে পত্রপাশ্যা বা ললাটিকা কহে ॥ ১৫১

## ৭। গ্রৈবেয়কং

বর্ত্তুলাশ্চ চতুর্গ্রীবা কৌসুম্ভ্যো যত্র কোষ্ঠিকাঃ।
তদ্বর্ণপুষ্পকৈর্মধ্যং জ্ঞেয়ং গ্রৈবেয়কন্তু তৎ ॥ ১৫২ ॥

## ৮। অঙ্গদং

কপ্তুপুষ্পলতাতন্তুপ্রোতৈর্মণ্ডলতাং গতৈঃ।
৯
ত্রিবর্ণোপর্য্যুপর্য্যুপ্তত্রিপুষ্পাননমঙ্গদং ॥ ১৫৩ ॥

## ৯। কাঞ্চী

ক্ষুদ্রঝল্লরিসংবীতা চিত্রগুম্ফ-করম্বিতা।
পঞ্চবর্ণৈর্বিরচিতা কুসুমৈঃ কাঞ্চিরুচ্যতে ॥ ১৫৪ ॥

---

### ৭। গ্রৈবেয়ক

যাহাতে গোলাকার অথচ মধ্যে পুষ্পরচিত চারিকন্ধরার মত কোষ্ঠিকা, অর্থাৎ মধ্যভাগ লতাপত্রাদিশোভিত ক্ষুদ্র গুনিপাত সকল বিরাজমান এবং কোষ্ঠিকার তুল্য বর্ণবিশিষ্ট পুষ্পদ্বারা যাহার মধ্যভাগ অলঙ্কৃত, এমত ভূষণকে গ্রৈবেয়ক অর্থাৎ কণ্ঠভূষা (চলিতভাষায় চিক্) কহে। ॥ ১৫২ ॥

### ৮। অঙ্গদ

লতার তন্তু অর্থাৎ সূত্রে গ্রথিত পুষ্পদ্বারা যাহার মধ্যভাগ রচিত, তিনবর্ণের পুষ্প যাহার উপরি উপরি বিন্যস্ত, যাহাতে তিনটী পুষ্প মুখযুক্ত হইয়া আছে, অথচ গোলাকার, এতাদৃশ ভূষণকে অঙ্গদ কহে ॥ ১৫৩ ॥

### ৯। কাঞ্চী

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝল্লরী ( ঝালর ) দ্বারা বেষ্টিত, বিচিত্র গুম্ফন-

### ১০। কটকঃ

কুড্যবৃন্তৈর্লতাতন্তৌ প্রোতৈরেকৈকশস্তু যঃ।
কল্পিতো বিধিধৈঃ পুষ্পৈঃ কটকা বহুধোদিতাঃ ॥ ১৫৫ ॥

### ১১। মণিবন্ধনী

চতুর্বর্ণপ্রসূনাঙ্গ গুচ্ছলম্বিত্রিধারিকা।
করডোরী কুসুমজা কীর্ত্তিকা মণিবন্ধনী ॥ ১৫৬ ॥

---

সমন্বিত, এবং পঞ্চবর্ণ পুষ্পে বিরচিত ভূষণকে কাঞ্চী, অর্থাৎ স্ত্রীদিগের কটিভূষণ ( চন্দ্রহার বা গোট ) কহে। অমরকোষের টীকায় ইহার বহুপ্রকার ভেদ আছে। যথা—কাঞ্চী ৬১ প্রকার, মেখলা ৬৭ প্রকার, সপ্তকী ২০ প্রকার, কলাপ ২৫ প্রকার, ইত্যাদি ॥ ১৫৪ ॥

### ১০। কটক

পুষ্পের কুঁড়ি এবং বৃন্ত ( বোঁটা ) গুলিকে লতার সূত্রে একটী একটী করিয়া গাঁথিলে কটক রচিত হয়। ইহাতে নানাপ্রকার পুষ্প থাকে। ইহাকে চরণের ভূষণ বা মল কহে। ইহা অনেক প্রকারের হয় ॥ ১৫৫ ॥

### ১১। মণিবন্ধনী

মণিবন্ধনীর অবয়ব চারিবর্ণের পুষ্পদ্বারা রচিত হয় এবং গুচ্ছে তিনটী ধার লম্বমান থাকে। ইহা হস্তের ডোরাবিশেষ। ইহাকেই পুষ্পজাতা মণিবন্ধনী কহে ॥ ১৫৬ ॥

১২। হংসকঃ

† পৃথুলাচ চতুঃশৃঙ্গী পুষ্পশৃঙ্গাটলম্বিকা।
পার্শ্বে সৌমনসা গুম্ফাঃ স্ফুরন্তি হংসকো ভবেৎ ॥ ১৫৭ ॥

১৩। কঞ্চুলী

ষড়্‌বর্ণপুষ্পবিন্যাস-সৌষ্ঠবেনাতিচিত্রিতা।
কস্তূরীবাসিতা কণ্ঠলম্বিগুচ্ছাত্র কঞ্চুলী ॥ ১৫৮ ॥

১৪। ছত্রং

‡ শুক্লৈঃ সূক্ষ্মশলাকালিপর্য্যপ্তৈঃ কুসুমৈঃ কৃতং।
স্বর্ণযূথীচিতচ্ছত্রদণ্ডং ছত্রমুদীর্য্যতে ॥ ১৫৯ ॥

---

১২। হংসক

হংসকও চরণের বাঁকমল বিশেষ। ইহার আকার বৃহৎ ও চারিটী ভাগ উচ্চ বলিয়া ইহাকে চতুঃশৃঙ্গীও কহে। ইহার অপর নাম পুষ্পশৃঙ্গাট, অর্থাৎ প্রধান প্রধান পুষ্পদ্বারা লম্বমান। ইহার পার্শ্বদেশে পুষ্প রচনা সকল বিরাজমান থাকে ॥ ১৫৭ ॥

১৩। কঞ্চুলী

ছয় বর্ণের পুষ্প-বিন্যাসে যাহার শোভা অতি চিত্রিত, কস্তূরীগন্ধে সুবাসিত, এবং কণ্ঠদেশে যাহার গুচ্ছ লম্বমান, এমন ভূষণকে কঞ্চুলী ( কাঁচুলী ) কহে ॥ ১৫৮ ॥

১৪। ছত্র

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শলাকা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পুষ্প গাঁথিতে

---

† পৃথুরাবরণঃ শার্ঙ্গী। ইত্যাদি পাঠঃ।
‡ কপ্তসূক্ষ্মশলাকালিপর্য্যপ্তৈঃ। ইতি চ পাঠঃ।

১৫। শয়নং

চম্পকাশোকপর্য্যাপ্তমল্লীগুম্ফিতগেণ্ডুকা।
নবমালীকৃতা তূলী বিস্তীর্ণা শয়নং ভবেৎ ॥ ১৬০ ॥

১৬। উল্লোচঃ

† সূচীবাপসদৃক্ চিত্রপুষ্পবিন্যাসনির্ম্মিতঃ।
‡ খণ্ডিতৈঃ কেতকীপত্রৈঃ পর্ণবান্ মল্লিলম্বিভিঃ ॥ ১৬১ ॥

---

হয় এবং স্বর্ণময়ী পুষ্পের দ্বারা বিচিত্র দণ্ড নির্ম্মান করিতে হয়। এইরূপ ভাবে ছত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে॥ ১৫৯ ॥

## ১৫। শয়ন ( শয্যা )

চম্পক, অশোক ও প্রচুর পরিমাণে মল্লিকাপুষ্পে গেণ্ডুক অর্থাৎ গেঁড়ুয়া প্রস্তুত করিয়া এবং নবমল্লিকা পুষ্পে তূলী অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ দীর্ঘাকার বালিশ প্রস্তুত করিয়া শয্যা সাজাইতে হয়। শয়নের সুবিধার জন্য ইহা কিছু বিস্তীর্ণ করাই উচিত ॥ ১৬০ ॥

## ১৬। উল্লোচ

খণ্ড খণ্ড কেতকীপত্রে মল্লিকাপুষ্প ঝুলাইয়া এবং আম্রাদি পত্রশ্রেণী চারি ধারে গাঁথিয়া বিচিত্র পুষ্পবিন্যাসে যাহা রচিত, তাহার নাম উল্লোচ। সূচীদ্বারা ইহার অনেক কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহা এক প্রকারের চন্দ্রাতপ ॥ ১৬১ ॥

---

‡ সূচীবাপস্থলে সুচিরাপঃ। ইতি দৃশ্যতে।

‡ পূর্ণবান্ মলিনং তথা। ইতি চ পাঠঃ।

**১৭। চন্দ্রাতপঃ**

* পার্শ্বে চ স্ফুফলন্মুক্তাসিন্ধুবারকলাপকং।
মধ্যলম্বিনবাম্ভোজশ্চন্দ্রাতপ ইতীর্য্যতে॥ ১৬২॥

**১৮। বেশ্ম**

শরকাণ্ডৈঃ কৃতস্তম্ভং চিত্রপুষ্পাদিসংবৃতৈঃ।
পুষ্পৈঃ কৃতচতুঃখণ্ডি বিবিধৈর্বেশ্ম ভণ্যতে॥ ১৬৩॥

## অথ দূত্যঃ

বৃন্দা বৃন্দারিকা মেলা মুরল্যাদ্যাস্তু দূতিকাঃ।
কুঞ্জাদিসংস্কৃতাভিজ্ঞা বৃক্ষায়ুর্ব্বেদকোবিদাঃ॥

---

### ১৭। চন্দ্রাতপ

যাহার পার্শ্বভাগে মুক্তাতুল্য সিন্ধুবার পুষ্পসকল দীপ্তি পায় এবং মধ্যভাগে নূতন পদ্ম লম্বমান, তাহাকে চন্দ্রাতপ (চাঁদোয়া) কহে॥ ১৬২॥

### ১৮। বেশ্ম

শরকাণ্ড অর্থাৎ নল-খাগোড় নামক তৃণের দণ্ডদ্বারা যাহার স্তম্ভ (থাম বা খুঁটী) রচিত এবং ঐ শরকাণ্ডের সর্ব্বাঙ্গ বিচিত্র পুষ্পদ্বারা আবৃত, এমন বিবিধ পুষ্পরচিত চতুঃখণ্ডী বা চতুরংশবিশিষ্ট স্থানকে বেশ্ম (গৃহ) কহে॥ ১৬৩॥

### অথ দূতীগণ

বৃন্দা, বৃন্দারিকা, মেলা এবং মুরলী প্রভৃতিকে দূতী কহে।

---

* স্ফুরন্মুক্তাঝরীভূতসিন্ধুরারকলাপরান্। ইতি পাঠান্তরং।

‡ বশীকৃতস্থানবরা দ্বয়োঃ স্নেহেন নির্ভরাঃ ।
গৌরাঙ্গ্যশ্চিত্রবসনা বৃন্দা তাসু বরীয়সী ॥ ১৬৪ ॥

## *বিশাখা*

বিশাখা নবতো ভদ্রা প্রেম-নর্ম্মসখী মতা ।
অখণ্ডাহক্ষীণমন্ত্রেয়ং গোবিন্দে নর্ম্মকর্ম্মকা ॥
পরিজ্ঞাতার্থহৃদয়া বুদ্ধিদূত্যৈককোবিদা ।
সাম্নি কান্দর্পিকোপায়ে দানে ভেদে চ পেশলা । §

---

ইহাঁরা কুঞ্জাভিসারের জন্য কুঞ্জাদির সংস্কার বিষয়ে অভিজ্ঞা এবং বৃক্ষলতাদির চিকিৎসা-শাস্ত্রেও বিশেষ পারদর্শিনী ।

দূতীগণ শ্রেষ্ঠ স্থান সকলকে নিজের আয়ত্তে রাখেন এবং সকলেই শ্রীরাধা-গোবিন্দের স্নেহে পরিপূর্ণা । তাঁহারা গৌরবর্ণ-বিশিষ্টা ও বিচিত্র বসনপরিধানা। ইহার মধ্যে বৃন্দাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ( ইহাঁর নামান্তর বনদেবী )॥ ১৬৪ ॥

### বিশাখা

বিশাখা নবীনা, মঙ্গলময়ী, প্রেমবিষয়ে নর্ম্মসখী, পরিপূর্ণ-স্বভাবা । ইহার মন্ত্রণা পরিপূর্ণ । শ্রীকৃষ্ণের নিকট পরিহাস-বাক্য বলিতে ইহার শক্তি অধিক । হৃদয়ের ভাব বুঝিতে সমর্থা । বিশেষ বুদ্ধিসহকারে দূত্য কার্য্য করিতে একমাত্র পণ্ডিতা । কন্দর্প-সম্পৃক্ত উপায় যে সাম ( সান্ত্বনা ), দান এবং ভেদ, তদ্বিষয়ে নিপুণা ।

---

‡ বশীকৃতস্থাণুচরাঃ । ইতি পাঠান্তরং ।

‡ সাম্নি কান্দর্পিকে কোপে দণ্ডে দানেচ পেশলা । ইতি পাঠান্তরং ।

পত্রভঙ্গাদিরচনে মাল্যপীড়াদিগুম্ফনে ।
বিচিত্রসর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলাদি-বিনির্ম্মিতৌ ॥
নানাবিচিত্রস্মৃত্রেণ স্থচিরপ্রক্রিয়াস্থ চ ।
স্মূর্য্যারাধনসামগ্রীসাধনে চ বিচক্ষণাঃ ॥
বিচিত্রদেশীয়গীতে স্নদক্ষা ধ্রুপদাদিষু ।
রঙ্গাবলিপ্রভৃতয়ো যাঃ সখ্যশ্চিত্রকোবিদাঃ ॥ ১৬৫—১৬৬ ॥

**বস্ত্রদাস্যঃ ঃ—**

মাধবী-মালতী-চন্দ্ররেখাদ্যা আলয়স্তথা * ।
যাশ্চ বস্ত্রাধিকারিণ্যঃ সখ্যো দাস্যশ্চ সম্মতাঃ ॥ ১৬৭ ॥

---

পত্রভঙ্গ অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ তিলক রচনা এবং মাল্য ও আপীড় অর্থাৎ শিরস্থিত মাল্য নির্ম্মাণ, কাব্যশাস্ত্রের মধ্যে চিত্রকাব্য প্রকরণের "সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল" নামে এক প্রকার বিচিত্র রচনা আছে, তাহার নির্ম্মাণ, নানাবিধ বিচিত্র স্মূত্রদ্বারা স্মূচিরাভ্যস্ত প্রক্রিয়া অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত কৌশল প্রদর্শন, ইন্দ্রজাল, ছায়াবাজী, পুত্তলিকানৃত্য, ইত্যাদি কার্য্য, এবং স্মূর্য্যপূজার বিবিধ সামগ্রী প্রস্তুতিকরণ, ইত্যাদি কার্য্যে দূতীগণ বিচক্ষণ। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সঙ্গীত এবং ধ্রুপদ ( ধুর্‌পদ ) প্রভৃতি গান করিতে ও চিত্রবিচিত্র কাব্য কথনে রঙ্গাবলী প্রভৃতি সখীগণকে বিশেষ তৎপর জানিতে হইবে ॥ ১৬৫—১৬৬ ॥

### বস্ত্রসেবার দাসীগণ

মাধবী মালতী ও গন্ধরেখা প্রভৃতি সখীগণ বস্ত্র-সেবায়

---

* গন্ধরেখাদ্যাঃ। ইতি পাঠান্তরং ॥

যা বন্যদেব্যধিকৃতাঃ সর্ব্বানন্দচমৎকৃতৌ।
যাশ্চ প্রসূনবৃক্ষেষু সখ্যোঽধিকৃতিমাশ্রিতাঃ ॥ ১৬৮ ॥
‡ মালিকাদ্যাশ্চ যাস্তাসু সর্ব্বাস্বধ্যক্ষতাং গতাঃ।
তৃতীয়া চম্পকলতা দূত্যতন্ত্রপ্রঘট্টকে ॥ ১৬৯ ॥
নিগূঢ়ারম্ভসম্ভারা বাচোযুক্তিবিশারদা †
* উপায়েন পটিম্নাচ প্রতিপক্ষাপকর্ষকৃৎ ॥ ১৭০ ॥

---

নিযুক্তা সখী ও সম্মত দাসী। তথা, সর্ব্বপ্রাণীর আনন্দ ও আশ্চর্য্য জন্মাইতে যাঁহারা বনদেবীর মধ্যে অধিকৃতা হইয়া পুষ্প ও বৃক্ষাদিতে অদ্ভুত কৌশল প্রদর্শন করাইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, সেই সকল সখীর মধ্যে আবার মালিকা প্রভৃতি কোন কোন সখী অধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার মধ্যে আবার পূর্ব্বোক্ত চম্পকলতা তৃতীয়া। ইনি দূতীদিগের কার্য্যকলাপ এবং তাহাতে যে কিছু বাক্যরচনা, তদ্বিষয়ে বিশেষ পটু ॥ ১৬৭-১৬৯ ॥

উক্ত চম্পকলতার স্বভাব এই যে—ইনি কোন কার্য্য করিতে হইলে সেই কার্য্যের উদ্দেশ্যকে গোপন করেন, এবং তিনি বাক্যযুক্তিতে বিশেষ দক্ষা। কার্য্যসাধনে এবং পটুত্ব বিষয়ে

---

‡ "মালিকাদ্যাশ্চ" ইত্যত্র "কাশ্চত্তু সখ্যঃ" ইতি পাঠান্তরং ॥

† বাচো যুক্তিঃ ইত্যস্য অর্থঃ বাগ্‌যুক্তিঃ। অলুক্ সমাসঃ। "বাগ্‌দিক্ পশ্যতো যুক্তিদণ্ডহরে। ইতি সূত্রাৎ। বাচো যুক্তিঃ। দিশো দণ্ডঃ। পশ্যতো হরঃ ( স্বর্ণকারঃ, পশ্যন্তং জনং অনাদৃত্য হরতি যঃ সঃ ) ॥

* উপায়েন পটুঃ সাচ। ইতি পাঠান্তরং।

ফলপ্রসূনকন্দানাং সন্ধানপ্রক্রিয়াবিধৌ ।
হস্তচাতুর্য্যমাত্রেণ নানামৃণ্ময়নির্ম্মিতৌ ॥ ১৭১ ॥
ষড়্‌রসানাং পরীক্ষায়াং শুদ্ধশাস্ত্রে চ কোবিদা ।
সিতোৎপলাকৃতিপটুর্মিষ্টহস্তেতি বিশ্রুতা ॥ ১৭২ ॥
‡ পৌরগব্যশ্চ পচনে যাঃ সখ্যো দাসিকাশ্চ যাঃ ।
কুরঙ্গাক্ষীপ্রভৃতয়ঃ সখ্যো যা অষ্টসংখ্যকাঃ * ॥ ১৭৩ ॥

## অষ্টসখীচরিতং :—

সকলেষু দ্রুমলতাগুল্মেষ্বধিকৃতাশ্চ যাঃ ।
সখীপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বাঃ সংপ্রাপ্তাধ্যক্ষতামসৌ ॥ ১৭৪ ॥

---

প্রতিপক্ষগণের অপকর্ষ করিয়া স্বপক্ষের উৎকর্ষসাধিকা। ফল, পুষ্প ও কন্দ (মূল) সমূহের সন্ধান এবং প্রক্রিয়া ব্যাপারে পটু, হস্তের চতুরতায় নানাপ্রকার মৃত্তিকার দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতে সিদ্ধ-হস্তা। কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল, মধুর ও লবণ —এই ছয় প্রকার রসের পরীক্ষা বিষয়ে, এবং বিশুদ্ধ শাস্ত্রে তিনি সুদক্ষা এবং মিছরীদ্বারা বিচিত্র আকারের উৎপল প্রস্তুতে পটু, এজন্য মিষ্টহস্তা বলিয়া তিনি বিখ্যাতা ॥ ১৭০—১৭২ ॥

কুরঙ্গাক্ষী প্রভৃতি যে আটজন সখীর বিষয় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে এবং পৌরগবীনামক সখীগণ তথা তাহাদের দাসীগণ পাককার্য্যে সুদক্ষা ॥ ১৭৩ ॥

---

‡ পৌরগব্যশ্চ ইত্যত্র পুয়ো গবাস্য ইতি চ পাঠঃ ॥

* সংপ্রাপ্তাধ্যক্ষতামসৌ । ইতি চ পাঠঃ ॥

প্রবেশনীয়া সর্ব্বত্র চিত্রাদিপূর্ব্বকর্ম্মসু।
চিত্রা বিচিত্রচাতুর্য্যা সর্ব্বত্রাসৌ প্রবেশিনী।
যানেঽভিসরণাভিখ্যে ষড়্গুণস্য তৃতীয়কে ॥ ১৭৫ ॥
লেখেঽপীঙ্গিতবিজ্ঞানে নানাদেশীয়ভাষিতে।
দৃষ্টিমাত্রাং পরিচয়ে মধুক্ষীরাদিবস্তুনঃ ॥ ১৭৬ ॥
কাচভাজননির্ম্মাণে তন্মধ্যোর্ম্মিবিনির্ম্মিতৌ।
জ্যোতিঃশাস্ত্রে পশুব্রাত-বিদ্যায়াং কার্ম্মণেঽপি চ ॥ ১৭৭ ॥

---

## অষ্টসখীর চরিত্র বর্ণন।

যাহারা সকল বৃক্ষ, লতা ও গুল্মের কার্য্যে নিযুক্ত সেই সখীপ্রভৃতিই তাঁহাদের অধ্যক্ষ ॥ ১৭৪ ॥

### চিত্রা

পূর্ব্বে যে সকল চিত্রবিদ্যাদির উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকল গুণেও উক্ত কুরঙ্গাক্ষী বিশেষ দক্ষা, ইহা বুঝিতে হইবে। চিত্রাসখীর চতুরতা বিচিত্র। ইনি সকল দলেই প্রবেশ করিতে পারেন। অভিসরণ অর্থাৎ মিলিত যুদ্ধযাত্রা, সকলের নামজ্ঞান, যুদ্ধশাস্ত্রীয় ষড়্গুণের তৃতীয় গুণে, অর্থাৎ যুদ্ধ যাত্রায় ইনি বিশেষ অভিজ্ঞা ॥ ১৭৫ ॥

লেখনকার্য্য, ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষার ইঙ্গিতবিজ্ঞান, মধু ও ক্ষীরাদি বস্তুর নানাবিধ পাকের দৃষ্টিমাত্রে পরিচয়, কাচের পাত্র গঠন, তাহার মধ্যে আবার উর্ম্মিনির্ম্মান অর্থাৎ কাচপাত্রে জলতরঙ্গ বা ঢেউখেলান ভাব প্রকাশ, জ্যোতিষ-শাস্ত্রের কার্য্য, পশুগণের পরিচয়বিদ্যা, বৃক্ষাদির রোপণ ও পালনাদি কার্য্যে, বাণনির্ম্মাণ ও পানক অর্থাৎ পানা বা সরবৎ

বৃক্ষোপচার-শাস্ত্রে চ বিশেষাৎ পাটবং গতা।
রসানাং পানকাদীনাং সুষ্ঠু-নির্ম্মাণকর্ম্মণি ॥ ১৭৮ ॥
অষ্টৌ রসালিকাদ্যাঃ স্যুঃ যাঃ সখ্যঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
যাশ্চ পেয়াধিকারিণ্যঃ সখ্যো দাস্যশ্চ সম্মতাঃ ॥ ১৭৯ ॥
দিব্যৌষধীনাং প্রায়েণ হীনানাং কুসুমাদিভিঃ।
তথা বনস্থলীনাঞ্চ বিরুধাঞ্চাধিকারিতাং ॥ ১৮০ ॥
লব্ধাঃ সখ্যাদয়ো যাশ্চ তত্রৈবাধ্যক্ষতাং গতা।
তুঙ্গবিদ্যা তু বিদ্যানামষ্টাদশতয়াংশিতা ॥ ১৮১ ॥

---

প্রভৃতি রসপদার্থের প্রস্তুত কার্য্যে তিনি বিশেষ পটুতা লাভ করিয়াছেন ॥ ১৭৬-১৭৮ ॥

যে আটজন রসালিকা প্রভৃতি সখী এবং দাসী পেয়সেবায় নিযুক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছেন, ইহারা সেই সেই সেবা কার্য্যের জন্যই সম্মতা ॥ ১৭৯ ॥

আরও কতিপয় সখী আছেন, তাঁহারা প্রায়শঃ পুষ্পাদিহীন দিব্য-ঔষধির, বনস্থলীর ও লতাসকলের অধিকার বিষয়ে সুপটু ॥ ১৮০ ॥

## তুঙ্গবিদ্যা

এই সকল সখীর মধ্যে তুঙ্গবিদ্যা শ্রেষ্ঠা, কারণ ইনি অষ্টাদশ* বিদ্যার পারগামিনী ॥ ১৮১ ॥

---

* অষ্টাদশ বিদ্যা যথা—

সষড়ঙ্গা চতুর্ব্বেদী মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা অষ্টাদশ স্মৃতাঃ॥

১ ঋগ্বেদ, ২ সামবেদ, ৩ যজুর্ব্বেদ, ৪ অথর্ববেদ, ৫ শিক্ষা, ৬ কল্প, ৭ ব্যাকরণ, ৮ নিরুক্ত, ৯ জ্যোতিষ, ১০ ধাতুগণ, ১১ বেদান্তদর্শন,

সন্ধাবতীব কুশলা কৃষ্ণবিশ্রম্ভশালিনী।
রসশাস্ত্রে নয়ে নাট্যে নাটকাখ্যায়িকাদিষু ॥ ১৮২ ॥
সর্ব্বগান্ধর্ব্ববিদ্যায়ামাচার্য্যকমুপাগতা।
বিশেষান্মার্গগীতাদৌ † বীণাযন্ত্রাদিপণ্ডিতা ॥ ১৮৩ ॥

---

সন্ধিকার্য্যে বিশেষ কুশলা, এবং শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বাস-ভাজন। ইনি রসশাস্ত্রে, নীতিশাস্ত্রে, নাটক ও আখ্যায়িকাদি শাস্ত্রে, অর্থাৎ কবিবংশবর্ণাদিরূপ চরিতকীর্ত্তনে, সমূহ গান্ধর্ব্ববিদ্যায় শিক্ষয়িত্রীপদে আরূঢ়া। বিশেষতঃ, সঙ্গীতের মার্গ এবং গানে ও বীণাযন্ত্রাদি বিষয়ে তুঙ্গবিদ্যা পণ্ডিতা ॥ ১৮২–১৮৩ ॥

মঞ্জুমেধা প্রভৃতি যে আটজন সখীব বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে সকল দূতীগণ * ষড়্গুণের প্রথম গুণে ( সন্ধিতে ) সুপটু, সঙ্গীত এবং রঙ্গশালায় যাঁহারা অধিকারপ্রাপ্ত,

---

১২ মীমাংসাদর্শন, ১৩ ন্যায়দর্শন, ১৪ বৈশেষিক দর্শন, ১৫ সাঙ্খ্যদর্শন, ১৬ পাতঞ্জলদর্শন ( যোগদর্শন ), ১৭ পুরাণ, ১৮ ধর্ম্মশাস্ত্র।

† বীণায়াঞ্চাতিপণ্ডিতা। ইতি চ পাঠঃ।

* সন্ধির্না বিগ্রহো যানমাসনং দ্বৈধমাশ্রয়ঃ ॥

১ সন্ধি ( মিলন )। ২ বিগ্রহ ( যুদ্ধ ) ৩ যান ( যুদ্ধযাত্রা )। ৪ আসন ( উভয়পক্ষের সময় অপেক্ষা করিয়া অবস্থান )। ৫ দ্বৈধ ( প্রবলের নিকট দুর্ব্বলের আত্মসমর্পণ )। ৬ আশ্রয় (শত্রুকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া বলবৎ পক্ষের আশ্রয় গ্রহণ।

মঞ্জুমেধাদয়ঃ সখ্যো যা অষ্টৌ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
যা দূত্যঃ কুশলাঃ সন্ধৌ ষড়্গুণস্যাদিমে গুণে ॥ ১৮৪ ॥

সঙ্গীতরঙ্গশালায়াং যাঃ সখ্যোঽধিকৃতিং গতাঃ।
মার্দ্দঙ্গিকাঃ কলাবত্যো নর্ত্তকী-প্রমুখাশ্চ যাঃ ॥ ১৮৫ ॥

বৃন্দাবনান্তরস্থেষু জলেষ্বধিকৃতাশ্চ যাঃ।
সখ্যশ্চ জলদেব্যশ্চ তত্রৈষাধ্যক্ষতাং গতা ॥ ১৮৬ ॥

---

যাঁহারা মৃদঙ্গবাদ্য, * চতুঃষষ্টিকলা প্রদর্শন ও নৃত্যকার্য্যে দক্ষা, বৃন্দাবনের সমূহলোকের মধ্যে যাঁহারা কার্য্যনিযুক্তা সখী এবং যে সমস্ত জলদেবতা, এই সখীসকলের মধ্যে তুঙ্গবিদ্যাই অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৮৪—১৮৬ ॥

---

* ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলদেবের সহিত সাবিত্রীদীক্ষার পর মথুরা হইতে অবন্তীনগরে গুরু সান্দীপনির ভবনে যখন বিদ্যা শিক্ষা করিতে গমন করেন, তখন ৬৪ দিনে ৬৪ বিদ্যা শিক্ষা করিলে পর এক দিন কাষ্টাহরণে বনগমন করত তথায় প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে রাত্রি যাপন করেন। শেষে গুরুদেব তাঁহাদিগকে গৃহে আনয়ন করেন। কৃষ্ণের শক্ত তিনি পূর্ব্বেই অবগত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তিতে জীবন যাপন করিতে আজ্ঞা দেন। তৎকালে রামকৃষ্ণ অবন্তীনগরে এক রাজার গৃহে অতিথি হইতেন। তিনি কৃষ্ণের আত্মীয়। শেষে গুরু-দক্ষিণার্থে গুরুদেবের মৃতপুত্র যমালয় হইতে আনয়ন করেন। তৎকালে শঙ্খাসুর দমনপূর্ব্বক পাঞ্চজন্য শঙ্খ লাভ করিয়াছিলেন। এ সকল কথা ভাগবতে বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। চতুঃষষ্টি বিদ্যা অনেকের জানা নাই। এজন্য বৈষ্ণবতোষণী হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করা হইল।

১। গীত অর্থাৎ গানশিক্ষা ( গীতনির্ম্মাণ, স্বরজাতি রাগভেদ, তাল মাত্রাদির রচনাপ্রকার, সাধক বাধক স্বরাদি মেল ও মানসকলের পরিজ্ঞান )।

২। বাদ্য অর্থাৎ বাদ্য চারি প্রকার তাহার শিক্ষাদি পূর্ব্ববৎ।

৩। নৃত্য। ( নর্ত্তন )

৪। নাট্য ( রূপকময় )।

৫। আলেখ্য ( চিত্রকর্ম্ম )।

৬। বিশেষকচ্ছেদ্য ( অর্থাৎ তিলক করিবার সময়ে নানা বিচ্ছেদ রচনা )।

৭। তণ্ডুলকুসুমবলিবিকার ( তণ্ডুল এবং কুসুমাদি পুজোপহারে বিবিধ প্রকার রচনা )।

৮। পুষ্পাস্তরণ ( পুষ্পাদি দ্বারা শয্যা নির্ম্মাণ )।

৯। দশন-বসনাঙ্গরাগ ( অর্থাৎ দন্ত ও বসনের নানাপ্রকার রঞ্জন )

১০। মণিভূমিকা-কর্ম্ম, অর্থাৎ ময়দানবনির্ম্মিত পাণ্ডবসভার মত মণিবদ্ধ ভূমিক্রিয়া।

১১। শয়নরচন ( পর্য্যঙ্কাদি নির্ম্মাণ )।

১২। উদকবাদ্য, অর্থাৎ সরোবরাদিতে স্থাপিত ভাণ্ডে অথবা জলপূর্ণ পাত্রে মধুর মধুর নানা তাল সমুত্থান।

১৩। উদকঘাত, অর্থাৎ জলস্তম্ভবিদ্যা।

১৪। চিত্রযোগ (নানা প্রকার অদ্ভুত বস্তুর দর্শনের সম্যক্ উপায়)

১৫। মাল্যগ্রহণবিকল্প ( মাল্য রচনায় প্রকার ভেদ )।

১৬। কেশশেখরাপীড় যোজন ( কেশে চূড়াদি বাঁধা )

১৭। নেপথ্যযোগ ( অলঙ্কার করণ )।

১৮। কর্ণপত্রভঙ্গ ( অর্থাৎ কর্ণাদিতে তিলকরচনা )।

১৯। গন্ধযুক্তি ( কস্তূরিকাদি গন্ধানুলেপন )।

২০। ভূষণযোজন ( অলঙ্কার পরিধাপন )।

২১। ইন্দ্রজাল ভেল্কীবাজী।

২২। কৌচুমার যোগ, অর্থাৎ কুচুমার নামক ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রকাশিত আপনাতে নানা রূপ প্রকটন।

২৩। হস্তলাঘব, অর্থাৎ চমৎকার দর্শনার্থ অলক্ষিত হস্তাদি সঞ্চালন দ্বারা তত্তৎ বস্তুর প্রবর্ত্তন।

২৪। চিত্রশাকাপূপ ভক্ষ্যবিকার-ক্রিয়া, অর্থাৎ পিষ্টক প্রভৃতি ভক্ষবস্তুর নানা প্রকার নির্ম্মাণ।

২৫। পানক রস রাগআসবযোজন, অর্থাৎ সরবৎ প্রভৃতি পেয় রসের নানাবিধ বর্ণ এবং মধুরত্ব যোজন।

২৬। সূচীবাপ, কর্ম্মসূত্রক্রীড়া অর্থাৎ সুত্র সঞ্চালনে পুত্তলিকাদির চালন।

২৭। বীণা-ডমরু-বাদ্য।

২৮। প্রহেলিকা ( গোপন বাক্যের অর্থ পরিজ্ঞান )।

২৯। প্রতিমালা, অর্থাৎ সকল বস্তুর প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ।

৩০। দুর্ব্বচ-যোগ, অর্থাৎ যাহা যাহা বলিবার সামর্থ্য হয় না, তত্তৎ কথনের উপায়।

৩১। পুস্তকবাচন, অর্থাৎ পুস্তকে কোন কোন বর্ণ বিদ্যমান না থাকিলেও সেই সেই বর্ণ সংযোজন পূর্ব্বক অতি দ্রুত পাঠকরণ।

৩২। নাটিকাখ্যায়িকাদর্শন, অর্থাৎ নাটকাদি শাস্ত্রের পরিজ্ঞান এবং তাহার রচনা।

৩৩। কাব্যসমাস পূরণ, অর্থাৎ কাব্যে সমাসের সঙ্কোপোপ্ত গুপ্ত পদের সহসা পূরণ করিতে অসমর্থ হইলে শ্লোকাংশের অংশান্তর দ্বারা পূরণ।

৩৪। পট্টিকাস্ত্রে বালবিকল্প, অর্থাৎ সূত্রোপ্ত চিপিটাকার বন্ধনাদি দ্বারা কষা ( অশ্বতাড়না চাবুক ) এবং বানের কল্পনা।

৩৫। তকু-কর্ম্ম—সুত্রনির্ম্মানসাধন-লৌহশলাকা, অর্থাৎ টেকো দ্বারা সাধ্য বিবিধ সুত্র কল্পনা।

৩৬। তক্ষণ ( সূত্রধরের কর্ম্ম )।

৩৭। বাস্তুবিদ্যা, গৃহোচিত ভূম্যাদি এবং তন্নির্ম্মাণাদিব নানাবিধ অবস্থা জ্ঞান।

৩৮। রূপরত্ন পরীক্ষা অর্থাৎ রূপ্যাদি রত্নের সৎ অসৎ জ্ঞান।

৩৯। ধাতুবাদ ( স্মানাদি কল্পনা )।

৪০। মণিরাষ, অর্থাৎ মণিসকলে নানা প্রকার বর্ণনির্ম্মাণ জ্ঞান।

৪১। আকরজ্ঞান ( দর্শনমাত্রে মনি প্রভৃতির উদ্ভবভূমির জ্ঞান )।

৪২। বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগ অর্থাৎ বৃক্ষাদি উদ্ভিদ পদার্থের চিকিৎসা জ্ঞান।

৪৩। মেষ-শাবক ও কুক্কুট-শাবকাদির যুদ্ধবিধি।

৪৪। শুক-শারিকা-প্রলাপন।

৪৫। উৎসাদন ( মন্ত্রনা দ্বারা পরস্পর আসক্তিত্যজন )।

৪৬। কেশমার্জ্জন কৌশল।

৪৭। অক্ষরমুষ্টিকা কথন। অর্থাৎ অদৃষ্ট অক্ষর এবং মুষ্টিকাস্থিত বস্তুর স্বরূপ এবং সঙ্খ্যার কথন।

৪৮। ম্লেচ্ছিত বিকল্প ( বিবিধ ম্লেচ্ছভাষা তথা ভরতশাস্ত্রের জ্ঞান )।

৪৯। বিভিন্ন দেশভাষা-জ্ঞান।

৫০। পুষ্পসকটিকা-নিমিত্তজ্ঞান : অর্থাৎ পুষ্পসকটোপাধিক বিদ্যা নিমিত্ত জ্ঞান।

৫১। মন্ত্রমাতৃকা ( পূজানিমিত্ত মাতৃকাবর্ণে যন্ত্রনির্ম্মাণ )।

৫২। ধারণমাতৃকা।

৫৩। সংপাট্য ( অভেদ্য হীরকাদির দ্বৈধীকরণ )।

৫৪। মানসী কাব্যক্রিয়া, অর্থাৎ পরমনঃস্থিত অর্থের অনুগামী শ্লোক নির্ম্মাণ।

৫৫। ক্রিয়াবিকল্প, অর্থাৎ একত্র ক্রিয়া বহু প্রকারে নিষ্পাদন।

৫৬। ছলিতক যোগ ( পরস্পর বঞ্চনার উপায় )।

৫৭। অভিধান, কোষ ও ছন্দোজ্ঞান।

৫৮। বস্ত্রগোপন, অর্থাৎ তূলসূত্রাদিময় বস্ত্রের পট্টবস্ত্রাদি রূপে দর্শন প্রক্রিয়া (সূতী কাপড়কে রেশমী আদি রূপে দেখান)।

৫৯। দূতবিশেষ ( বিশিষ্ট দূত-বিদ্যা )।

৬০। আকর্ষণক্রিয়া ( দূরস্থিত ক্রিয়াদ্রব্যের আকর্ষণ )।

৬১। বালক্রীড়নক শিশুর খেলনা প্রস্তুতি।

৬২। বৈনায়কী ( বিবিধ প্রকারের লিপি রচনা )।

৬৩। বৈজয়িকী ( শত্রুজয়ের বিবিধোপায় )।

৬৪। বৈতালিকী ( স্তবপাঠ-রচনা )।

---

ইন্দুলেখা ভবেন্নল্লা নাগতন্ত্রোক্তমন্ত্রকে। *
বিজ্ঞানস্য চ মন্ত্রেঽপি সামুদ্রক-বিশেষবিৎ ॥ ১৮৭ ॥
হারাদিগুম্ফনে চিত্রে দন্তরঞ্জনকর্ম্মণি।
সর্ব্বরত্নপরীক্ষায়াং পট্টডোরাদিগুম্ফনে ॥ ১৮৮ ॥
লেখে সৌভাগ্যমন্ত্রস্য কৌশলং ‡ যদ্ভুজে ধৃতং।
অন্যোন্যরাগমুৎপাদ্য সৌভাগ্যং জনয়েদ্বরং † ॥ ১৮৯ ॥
তুঙ্গভদ্রাদয়স্তস্যাঃ সখ্যঃ স্যুঃ প্রত্যনন্তরাঃ।
যাস্তু সাধারণা দূত্যো দ্বয়োঃ পালিন্ধিকাদয়ঃ ॥ ১৯০ ॥

---

## ইন্দুলেখা

ইন্দুলেখা সখী সর্পশাস্ত্রোক্ত মন্ত্রে একজন বিশেষ সমর্থা। কেবল ইহাই নহে, বিজ্ঞান-মন্ত্র এবং সামুদ্রক-শাস্ত্রে ইনি সম্পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞা ॥ ১৮৭ ॥

বিচিত্র হারাদি-গুম্ফন, দন্তরঞ্জন-কার্য্য, রত্নসমূহের পরীক্ষা, পট্টডোরী প্রভৃতি প্রস্তুতকরণ এবং সৌভাগ্যমন্ত্রের লিখন-কৌশল তাঁহার করতলগত। ইনি শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ উৎপাদন করিয়া উৎকৃষ্ট সৌভাগ্য বিস্তার করিয়া থাকেন ॥ ১৮৮—১৮৯ ॥

তুঙ্গভদ্রা প্রভৃতি সখীগণ ইন্দুলেখার বিপরীত পক্ষাবলম্বিনী। দূত্য কার্য্যের উদ্ধার বিষয়ে পালিন্ধিকাদি কতিপয় সাধারণ দূতী আছেন। তাঁহাদিগের গোপনীয় কথা কহিবার জন্য ইন্দুলেখা

---

* নাগমন্ত্রোক্ততন্ত্রকে। ইতি পাঠান্তরং ॥
‡ কৌশলং ইত্যত্র কোবিদা ইতি চ পাঠঃ ॥
† জনয়েদ্বরং ইত্যত্র জনয়ন্তীয়ং। ইতি চ পাঠঃ ॥

তাসাং রহস্যবার্ত্তানামিয়ং ভাজনতাং গতা।
অলঙ্কারেষু বেশেষু কোষরক্ষাবিধৌ চ যাঃ ॥ ১৯১ ॥
সখ্যো দাস্যেঽপ্যধিকৃতা যাশ্চ বৃন্দাবনান্তরে।
স্থলেষ্বধিকৃতা যাশ্চ তাস্বধ্যক্ষতয়া স্থিতা ॥ ১৯২ ॥
রঙ্গদেবী সদোত্তুঙ্গা * হাবেঙ্গিত-তরঙ্গিণী।
কৃষ্ণাগ্রেঽপি প্রিয়সখী-নর্ম্মকৌতূহলোৎসুকা ॥ ১৯৩ ॥
যাড়্গুণ্যস্য গুণে তুর্য্যে যুক্তিবৈশিষ্ট্যমাশ্রিতা।
কৃষ্ণস্যাকর্ষণং মন্ত্রং তপস্যা পূর্ব্বমীয়ুষী ॥ ১৯৪ ॥

---

একজন যোগ্য পাত্র। যে সকল সখী বৃন্দাবনে দাস্য কার্য্য, অলঙ্কার ও বেশ রচনায় এবং কোষ রক্ষাতে, এমন কি, স্থলভাগের অধিক কার্য্যেই নিযুক্তা, ইন্দুলেখা তাঁহাদের সকলেরই অধ্যক্ষা ॥ ১৯০—১৯২ ॥

## রঙ্গদেবী

রঙ্গদেবী সর্ব্বদাই উত্তুঙ্গা অর্থাৎ গৌরবোন্মত্ত হইয়া ভাব ও ইঙ্গিত বাক্যের নানারূপ ছলিকা করিয়া থাকেন, অধিক কি শ্রীকৃষ্ণের নিকটেও শ্রীরাধাকে পরিহাস এবং কৌতুক করিয়া ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ১৯৩ ॥

ছয় গুণের মধ্যে চতুর্থ গুণে, অর্থাৎ উভয় পক্ষের কাল প্রতীক্ষায় অবস্থান গুণে, এবং বাদ্যযন্ত্রে বিশেষরূপ স্বরযোগ করিতে সমর্থা। তপস্যা দ্বারা পূর্ব্বে ইনি শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৯৪ ॥

---

* হাবরঙ্গতরঙ্গিণী। পাঠান্তরং ॥

বিচিত্রেষ্বঙ্গরাগেষু গন্ধযুক্তিবিধৌ চ যাঃ।
কলকণ্ঠী-প্রভৃতয়ঃ সখ্যোঽষ্টৌ যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৯৫ ॥
সখ্যো দাস্যেঽপ্যধিকৃতা যাশ্চ ধূপন-কর্ম্মণি।
শিশিরেঽঙ্গারধারিণ্যস্তপর্ত্তাবপি বীজনে ॥ ১৯৬ ॥
আরণ্যকেষু পশুষু কেশারিষু ‡ মৃগাদিষু।
সখী-প্রভৃতয়ো যাশ্চ তত্রৈবাধ্যক্ষতাং গতা ॥ ১৯৭ ॥
সুদেবী কেশসংস্কারং প্রিয়সখ্যাস্তথাঞ্জনং।
অঙ্গসম্বাহনং চাস্যাঃ কুর্ব্বতী পার্শ্বগা সদা ॥ ১৯৮ ॥
শারিকা শুকশিক্ষায়াং § নৌকা-কুক্কুটখেলনে।
ভূরি-শাকুনশাস্ত্রে চ পক্ষ্যাদিরুতবোধনে ॥ ১৯৯ ॥

---

কলকণ্ঠী প্রভৃতি যে অষ্টসখীর বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা বিচিত্র অঙ্গরাগ এবং গন্ধদ্রব্যের নিয়োগ সম্বন্ধে ভারপ্রাপ্ত; এবং যে সকল সখী ধূপদান কার্য্যে, শিশিরকালে অগ্নি প্রজ্বালন, গ্রীষ্মকালে চামর ব্যজনাদি দাস্যকর্ম্মে নিযুক্তা, তথা সিংহ ও মৃগাদির পরিদর্শন কার্য্যে যে সকল সখী নিযুক্তা, সেই সকল সখীর মধ্যে রঙ্গদেবী সর্ব্বাধ্যক্ষা ॥ ১৯৫—১৯৭ ॥

### সুদেবী

সুদেবী সখী প্রিয়সখী শ্রীরাধার নিকটে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিয়া কেশসংস্কার, নেত্রে অঞ্জন দান এবং অঙ্গ-সম্বাহনাদি সেবা করিয়া থাকেন ॥ ১৯৮ ॥

শারিকা ও শুকের শিক্ষা, নৌকাখেলা, কুক্কুটখেলা, শাকুন-

---

‡ কেশরিষু ইত্যত্র "ছেকেষুচ" ইত্যপি পাঠঃ।
§ শুকশিক্ষায়াং ইত্যত্র দ্বয়শিক্ষায়াং ইতি চ পাঠঃ।

চন্দ্রোদয়াদ্র্পুষ্পাদি † বহ্নিবিদ্যাবিধাবপি ।
উদ্বর্ত্তনবিশেষে চ সুষ্ঠু কৌশলমাগতা ॥ ২০০ ॥
গণ্ডূষক্ষেপপাত্রেষু গেণ্ডূকে শয়নেঽপি চ ।
যাঃ কাবেরীমুখাঃ সখ্যস্তা অস্যাঃ প্রত্যনন্তরাঃ ॥ ২০১ ॥
আসনস্যাধিকারে যাঃ সখ্যো দাস্যশ্চ সম্মতাঃ ।
প্রতিপক্ষাদিভাবানাং যা জ্ঞানায় চরন্তি চ ॥ ২০২ ॥
ধূর্ত্তাঃ প্রনিধিরূপেণ নানাবেশধরাঃ স্ত্রিয়ঃ ।

---

শাস্ত্র অর্থাৎ জ্যোতিষান্তর্গত শুভাশুভ চিহ্নবিজ্ঞান, পশু পক্ষি প্রভৃতির শব্দজ্ঞান, চন্দ্রোদয়ে যে সকল পুষ্প বিকসিত হয় তাহার জ্ঞান, অগ্নিবিদ্যা-ব্যাপার এবং উদ্বর্ত্তন অর্থাৎ তৈলাদি মর্দ্দনকার্য্যে সুদেবী সখী বিশেষ কৌশল লাভ করিয়াছেন ॥ ১৯৯–২০০ ॥

গণ্ডূষ, অর্থাৎ মুখবারি নিক্ষেপণ, পত্রের স্থাপন, গেণ্ডুক খেলা এবং শয়ন রচনাদি কার্য্যে কাবেরী প্রভৃতি যে সকল সখী নিযুক্তা আছেন, ইহাঁরা সুদেবীর নিকট হইতে পরম্পরায় জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২০১ ॥

যে সকল সখী এবং দাসীগণ আসন-সেবার অধিকারে নিযুক্তা, অপিচ যাঁহারা প্রতিকূলগামিনী সখীদিগের পরিজ্ঞান বিষয়ে বিচরণ করেন, যাঁহারা ধূর্ত্তস্বভাবা হইয়া প্রতিনিধিরূপে নানা বেশ ধারণ করেন, যাঁহারা বন্যপক্ষী ও ছেক* নামক অনুপ্রাস

---

† চন্দ্রোদয়াদ্র্পুষ্পাদি ইত্যত্র মল্লারেষন্তু পুষ্পাদি ইতি পাঠঃ ।

* ছেক এক প্রকারের অনুপ্রাস । অনেক প্রকার ব্যঞ্জনবর্ণের এক কিংবা বহুবার যে সাদৃশ্য তাহাকে ছেকানুপ্রাস কহে । ( সাহিত্যদর্পণ ও কাব্যপ্রকাশ দ্রষ্টব্য ) ।

০ যাশ্চ পক্ষিষু বন্যেষু ছেকেষ্বধিকৃতাস্তথা ॥
সখ্যশ্চ বনদেব্যশ্চ তত্রৈষাধ্যক্ষতাং গতা ॥ ২০৩ ॥

## সখীনাং বিভিন্নভাবাঃ

অথ শিল্প-নিয়োগাদের্বিবৃতিঃ ক্রিয়তেঽধুনা ॥ ২০৪ ॥
† বিগ্রহে গ্রহিলাঃ সখ্যঃ পিণ্ডকা নির্ব্বিতণ্ডিকা।
পুণ্ডরীকা সিতাখণ্ডী চারুচণ্ডী সুদন্তিকা ॥ ২০৫ ॥
অকুণ্ঠিতা কলাকণ্ঠী রামচী মেচিকাদয়ঃ।
তাম্রাংশুকাপি কান্তভা পিণ্ডকে নিশ্চিতাগমং ॥

---

কাব্যে নিযুক্তা, এবং যাঁহারা কানন দেবতা, ইহাঁদের সকলের মধ্যে সুদেবী সর্ব্বাধ্যক্ষা ॥ ২০২-২০৩ ॥

### সখীদিগের বিভিন্ন ভাব—

অনন্তর শিল্পনিয়োগাদি কার্য্যদ্বারা সম্প্রতি সখীগণের বিবৃতি করা যাইতেছে ॥ ২০৪ ॥

পুণ্ডরীকা, সিতাখণ্ডী, চারুচণ্ডী, সুদন্তী, অকুণ্ঠিতা, কলাকণ্ঠী, রামচী ও মেকচা প্রভৃতি সখীগণ বিগ্রহ-বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ-যুক্তা। শ্রীরাধার মত কান্তিযুক্তা তাম্রাংশুকা নাম্নী সখী পিণ্ডক অর্থাৎ তুরস্কদেশীয় গন্ধদ্রব্য গ্রহণার্থ শ্রীকৃষ্ণকে সমাগত দেখিয়া চাতুর্য্যপূর্ণ শ্লেষবাক্যে বিশেষ লজ্জিত করিয়া থাকেন ॥ ২০৪-২০৬ ॥

---

০ গৃহাসক্তেষু পক্ষিষু। ইতি পাঠান্তরং।

† পিণ্ডকেলি বিতণ্ডিকে। ইত্যপি পাঠঃ।

শ্লিষ্টৈর্বচনশৌটির্ধ্যৈর্বিলজ্জয়তি মাধবং ॥ ২০৬ ॥

হরিদ্রাভা হরিচ্চেলা হরিমিত্রাণি যা গিরা।
বিতণ্ডিকা বিতণ্ডাভির্নিগ্রহৈঃ স্থানমানয়েৎ ॥ ২০৭ ॥

১। পুণ্ডরীকা পটং ধৃত্বা পুণ্ডরীকাজিনচ্ছবিঃ।
পুণ্ডরীকাঙ্গভা তর্জ্জেৎ পুণ্ডীকাক্ষমাগসি ॥ ২০৮ ॥

২। * শিখণ্ডিনীত্বিষা গৌরীনাম্না সিতাম্বরা সদা।
বক্তি কাঠিন্যমাধুর্য্যাৎ সিতাখণ্ডীতি যা হরেঃ ॥ ২০৯ ॥

---

হরিদ্রাভা, হরির্চ্চেলা এবং বিতণ্ডিকা—ইহাঁরা শ্রীকৃষ্ণের নিকট কথার দ্বারা মিত্রবৎ আচরণ করেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতিপক্ষ সখীগণকে বিতণ্ডা-বাক্যে নিগ্রয় করিয়া তাহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে আনয়ন করিয়া দেন ॥ ২০৭ ॥

১। পুণ্ডরীকা সখীর বসন পুণ্ডরীক, অর্থাৎ শ্বেতপদ্মের ন্যায় শুভ্র এবং নিজেও পুণ্ডরীকবৎ শ্বেতাঙ্গী : ইনি শ্রীকৃষ্ণকে আগত দেখিয়া বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক বিশেষ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া থাকেন ॥ ২০৮ ॥

২। গৌরীনাম্নী সখীর কান্তি ময়ূরের ন্যায়, বস্ত্র ধবল ও মেচক বর্ণ। ইনি কঠোর ও মধুর ভাবে কথা বলিয়া থাকেন। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট গৌরী সখী সিতাখণ্ডী নাম প্রাপ্ত হয়েন। কারণ 'সিতা' শব্দে মিছরী। উহা স্বতই কঠোর ও ধারাল। আপাততঃ মুখে কষ্ট বোধ হইলেও গলস্থ ও উদরস্থ হইলে মাধুর্য্য

---

* শিতাখণ্ডীত্বিধা গৌরী। ইতি পাঠান্তরং

৩। চারুচণ্ডী ভগিন্যস্যাঃ ভৃঙ্গশ্যামা তড়িৎপটা †
চারুচণ্ডতয়া বাচাং চারুচণ্ডীতি ভণ্যতে ॥ ২১০ ॥
৪। সুদন্তিকা শিরীষাভা কুরুণ্টকনিভাম্বরা।
করোত্যুজ্জ্বলমপ্যোষা পাটবৈরসমুজ্জ্বলং ॥ ২১১ ॥
৫। অকুণ্ঠিতাব্জকাণ্ডাভা বিসকাণ্ডসিতাম্বরা।
আগঃ কৃষ্ণস্য যা বষ্টি স্বসমাজ-সমৃদ্ধয়ে ॥ ২১২ ॥০

---

পিণ্ডনাশাদি গুণ প্রকাশ করিয়া থাকে। তদ্রূপ এই সখীও বাহিরে কঠোরা এবং অন্তরে মধুরা রূপে প্রতীয়মানা হয়েন। ইহাঁর নাম গৌরী, কিন্তু উক্ত কারণে সিতাখণ্ডী নামে বিখ্যাতা হইরাছেন ॥ ২০৯ ॥

৩। সিতাখণ্ডীর ভগিনীর নাম চারুচণ্ডী। ইহাঁর কর্ণ ভৃঙ্গের মত শ্যামাভ, এবং বসন তড়িৎ অর্থাৎ বিদ্যুতের ন্যায়। তাঁহার কথা মনোহর ও প্রচণ্ড—এই উভয় গুণবিশিষ্ট বলিয়া চারুচণ্ডী নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন ॥ ২১০ ॥

৪। সুদন্তিকা সখীর কান্তি শিরীষ-কুসুমের ন্যায়। তাঁহার বসন কুরণ্টক পুষ্পের ন্যায়। ইনি শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল রসকে বিশেষ পটুতার সহিত বিস্তৃত করিয়া থাকেন ॥ ২১১ ॥

৫। অকুণ্ঠিতা সখীর দেহপ্রভা পদ্মনালের ন্যায়। তাঁহার বসন মৃণালদণ্ডের মত শ্বেতবর্ণ। ইনি নিজ দলের পুষ্টিসাধন জন্য শ্রীকৃষ্ণের অপরাধ কামনা করিয়া থাকেন ॥ ২১২ ॥

---

† তড়িৎপটা ইত্যত্র হরিৎপটা। ইতি চ পাঠঃ ॥

০ বষ্টি স্ব সমাজঃ। ইতি চ দৃশ্যতে ॥

৬। কলকণ্ঠী কুলীপুষ্পবর্ণক্ষীরোদকাম্বরা।
বষ্টি গান্ধর্ব্বিকামানং যা হরেশ্চাটুকাঙ্ক্ষয়া ॥ ২১৩ ॥
৭। রামচী ললিতা-ধাত্র্যাঃ পুত্রী গৌরশুকাংশুকা *
† যয়া হরিদুর্ব্বচোভিরুদ্ধবে পরিহস্যতে ॥ ২১৪ ॥
৮। পিণ্ডপুষ্পরুচিঃ পাণ্ডুদুকূলা মেচকা সদা।
কৃষ্ণস্য কুরুতে ব্যক্তমাগস্তস্যেব যা গিরা ॥ ২১৫ ॥

## অথ দূত্যঃ।

সাগ্রহা বিগ্রহাদৌ স্যুর্দূত্যঃ স্খলিতযৌবনাঃ।
‡ পেটরী বারুড়ী চারী কোটরী কালটিপ্পনী॥

---

৬। কলকণ্ঠী সখীর বর্ণ কুলী-পুষ্পের ন্যায়। তাঁহার বসন দুগ্ধ ও জলের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। ইনি শ্রীকৃষ্ণের চাটু অর্থাৎ তোষামোদ প্রার্থিনী হইয়া শ্রীরাধার মান প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ২১৩ ॥

৭। রামচী সখী ললিতার ধাত্রীর কন্যা। ইহাঁর বসন গৌরবর্ণ ও শুক পাখীর বর্ণবৎ। কারণ ইনি আনন্দ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দুর্বাক্যদ্বারা পরিহাস করিয়া থাকেন ॥ ২১৪ ॥

৮। মেচকা সখীর অঙ্গপ্রভা পিণ্ড-পুষ্পের ন্যায়। তাঁহার বসন পাণ্ডুবর্ণ। ইনি শ্রীকৃষ্ণের অপরাধ না থাকিলেও যেন "তাঁহারই অপরাধ" এইরূপ ভাব বাক্য দ্বারা বিশেষরূপেই ব্যক্ত করিয়া থাকেন ॥ ২১৫ ॥

---

* গৌরাংশুকা সদা। ইতি চ পাঠঃ॥

† যয়া বীরাপি দুর্ব্বাগ্মা গোভিরুদ্ধ্য হস্যতে। ইতি পাঠান্তরং॥

‡ পেটরীর্বারুড়িশ্চৈব। ইত্যপি পাঠঃ।

§ মরুণ্ডা মোরটা চূড়া চুণ্ডরী গোণ্ডিকাদয়ঃ ।।
পিণ্ডকেলি-পুরোগানা এতাঃ স্যুর্বনগাঃ সদা ।। ২১৬–২১৭ ।।
বিষকাণ্ডোপমজটা পেটরী বৃদ্ধগুর্জ্জরী ।
† বারুড়ির্গারুড়ী বেণীসদৃক্ চিকুরবেণিকা ।। ২১৮ ।।
কুচারীভগিনী চারী তপঃকাত্যায়নী স্মৃতা ।

## দূতীগণ

১ পেটরী, ২ বারুড়ি, ৩ চারী, ৪ কোটরী, ৫ কালটিপ্পনী, ৬ মরুণ্ডা, ৭ মোরটা, ৮ চূড়া, ৯ চুণ্ডরী, ১০ গোণ্ডিকা, প্রভৃতি কতিপয় দূতী শ্রীকৃষ্ণের বনগা অর্থাৎ বন-লীলার সাহায্যকারিণী। ইহাঁদের যৌবন স্খলিত (গতপ্রায়), বৃদ্ধাদি কার্য্যে আগ্রহযুক্তা। ইহাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে পিণ্ডকেলী, অর্থাৎ দৈহিক বিলাস বা ভোজনবিন্যাস পান করিয়া থাকেন ।। ২১৬–২১৭ ।।

১ পেটরীনাম্নী দূতী বৃদ্ধা এবং গুর্জ্জর (গুজরাট) দেশ-জাতা। ইহাঁর জটা মৃণাল-দণ্ডের ন্যায় শুভ্র বর্ণ। (২) বারুড়ী দূতী গরুড়-দেশ-জাতা। কেশগুলি বেণীর আকারে আবদ্ধ ।। ২১৮ ।।

৩। চারী দূতী কুচারীর ভগিনী। ইনি কঠোর তপস্যা দ্বারা কাত্যায়নী দেবীর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই জন্য চারীকে তপঃকাত্যায়নী বলা হয়। কোটরী দূতী জাতিতে আভীরী।

§ মরুণ্ডা স্থলে মাকণ্ডা। ইতি পাঠঃ ।।
† বাকতী গায়তী বেণী ইতি চ পাঠঃ ।।

কঠোরতপসা কাত্যায়নীং দেবীং সমাশ্রিতা।
আভীরী কোটরী জাত্যা তিলতণ্ডুলকেশভাক্ ॥ ২১৯ ॥
পলিতা পাণ্ডুচিকুরা রজকী কালটিপ্পনী।
মরুণ্ডা * মুণ্ডিতশিরাঃ পাণ্ডুরভ্রূকুলালিকা ॥ ২২০ ॥
জবনা মোরটা কাশকুসুমোপমমূৰ্দ্ধজা।
চূড়াবলিদিগ্ধমুখা ললাটে পলিতোজ্জ্বলা ॥ ২২১ ॥
চুণ্ডরী পুণ্ডরীকাক্ষস্তুতার্দ্ধজরতী দ্বিজা।
গোণ্ডিকেয়ং জরদ্গোণ্ডী মুণ্ডপাণ্ডুশিখোজ্জ্বলা ॥ ২২২

---

কেশগুলি তিলতণ্ডুলবৎ অর্থাৎ কিয়দংশ পক্ক, কিয়দংশ অপক্ক, এজন্য শ্বেতকৃষ্ণে মিশ্রিতা ॥ ২১৯ ॥

৪। কালটিপ্পনী দূতী জাতিতে রজকী। ইহাঁর কেশগুলি জরাবশতঃ শুভ্র ও পিঙ্গলবর্ণ। ৫। মরুণ্ডা দূতীর মস্তক মুণ্ডিত। ভ্রূদ্বয়ের লোমগুলি পাণ্ডুর বর্ণ ॥ ২২০ ॥

৬। মোরটা দূতী জবনা অর্থাৎ সবেগে গমন করিতে সমর্থা। ইহাঁর কেশপাশ কুসুম্ভপুষ্পের ন্যায়, অর্থাৎ কমল অপেক্ষাও উজ্জ্বলবর্ণ। চূড়াসমূহে ইহার মুখ লিপ্ত, এবং বলি জরা-জনিত শিথিল চর্ম্মে আবৃত, এবং ললাটপ্রদেশে জরাজনিত শুক্ল কেশ দ্বারা উজ্জ্বল ॥ ২২১ ॥

৭। চুণ্ডরী নাম্নী দূতী ব্রাহ্মণ-বংশজাতা, এবং অর্দ্ধ জরতী,

---

* মারুণ্ডা ইতি চ পাঠঃ ॥

## অথ সন্ধিদূত্যঃ ।

চাতুর্য্যসন্ধিকুশলাঃ শিবদা সৌম্যদর্শনা ।
সুপ্রসাদা সদাশান্তা শান্তিদা কান্তিদাদয়ঃ ॥ ২২৩॥
সর্ব্বথা ললিতাদেবী জীবিতাদ্বস্তুতস্তমাঃ † ।
মাধবস্য পরীবারৈস্তস্যাপ্তা ইতি মন্যতে ॥ ২২৪ ॥

---

অর্থাৎ অর্দ্ধাংশে বৃদ্ধা । এবং পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণের ভাবে সর্ব্বদা আবৃতাঙ্গী । ৮ । গোণ্ডিকা দূতীর গণ্ডদেশ ( গাল ) বার্দ্ধক্য চিহ্নযুক্ত অর্থাৎ শিথিল চর্ম্মাবৃত। মস্তক মুণ্ডিত, পাণ্ডুবর্ণ এবং উজ্জ্বল ॥ ২২২ ॥

### সন্ধিদূতী অর্থাৎ মিলনকারিণী দূতী

শিবদা, সৌম্যদর্শনা, সুপ্রসাদা, সদাশান্তা, শান্তিদা এবং কান্তিদা প্রভৃতি সন্ধিদূতী । ইহাঁরা সকলেই চতুরতা এবং সন্ধি বিষয়ে কুশল, এবং সর্ব্বপ্রকারে ললিতাদেবীর জীবনরূপ পদার্থ হইতেও শ্রেষ্ঠ । এত শ্রেষ্ঠ যে যাহার তুলনা হয় না । শ্রীকৃষ্ণের পরিবার মধ্যে তাঁহারা বিশেষ আপ্ত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন ॥ ২২৩-২২৪ ॥

শ্রীরাধা যৎকালে কলহান্তরিতা দশা ( * ) প্রাপ্ত হয়েন,

---

† বস্তুতাস্তুতাঃ । ইতি চ দৃশ্যতে ॥

* কলহান্তরিতা, যথা সাহিত্যদর্পণে—

চাটুকারমপি প্রাণনাথং রোষাদপাস্য যা ।
পশ্চাত্তাপমবাপ্নোতি কলহান্তরিতা তু সা ॥

পতি নানাবিধ চাটু বাক্যে প্রার্থনা করিলেও যে নায়িকা তাহাকে রোষবশে বিদূরিত করিয়া পশ্চাৎ অনুতাপে কাতরা হয়, লোকে তাহাকে কলহান্তরিকা কহে ।

গান্ধর্ব্বায়াং প্রপন্নায়াং কলহান্তরিতাং দশাং।
ললিতেঙ্গিতমাসাদ্য হরের্গণতয়া স্থিতাঃ ॥ ২২৫ ॥
‡ সরীয়েতি ধিয়া তেন নিসৃষ্টাঃ পৃথুযত্নতঃ।
কৃতিতুষ্টা নিজাভীষ্টং সন্ধিমেব সুমন্ত্রিতাঃ ॥ ২২৬ ॥
বিধায় সুষ্ঠু গোবিন্দাদ্বিন্দন্ত্যঃ পারিতোষিকং।
যান্তি বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ প্রসাদভরপাত্রতাম্ ॥ ২২৭ ॥
রাঘবী শিবদা সৌম্যদর্শনা সোমবংশজা।
পৌরবী সুপ্রসাদেয়ং সদা শান্তা তপস্বিনী ॥ ২২৮ ॥

---

তৎকালে ইহাঁরা ললিতার ইঙ্গিতভাব অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের গণে অবস্থিতি করেন ॥ ২২৫ ॥

এই কারণে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আত্মীয়বুদ্ধিতে বিশেষ যত্নসহকারে নিসৃষ্টা নামক দূতীর পদে নিয়োগ করেন, এবং উক্ত দূতীগণও তৎকার্য্যে পরিতুষ্টা হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন বিষয়ে সাবধান হয়েন ॥ ২২৬ ॥

তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট পারিতোষিক লাভ করিয়া তাঁহার অভিপ্রেত মিলন সম্পাদন করেন। শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার নিকট গমন করিয়া তাঁহার নিকটেও তদ্রূপ প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়েন ; অর্থাৎ উভয়েরই প্রিয়কার্য্য বিধান করা ইহাঁদের স্বভাব ॥ ২২৭ ॥

উল্লিখিত সন্ধি-দূতীগণের মধ্যে 'শিবদা দূতী' রাঘবী, অথাৎ

---

‡ সরীয়া ইত্যত্র স্বীয়া ইতি পাঠান্তরং ॥

(২) স্বীয়াঃ ইত্যত্র স্থলে সরীয়া এইরূপ পাঠও আছে। "সরীয়া" কথাটী পশ্চিম প্রদেশের ব্রজমণ্ডলাদি স্থানে একরূপ সম্বোধন বাক্য।

শান্তিদাকান্তিদে চেতি ভূমিদেব-কুলোদ্ভবে।
প্রসাদাদেব দেবর্ষেরেতা বাসং ব্রজে যযুঃ ॥ ২২৯ ॥

## অথ দ্বিতীয়মণ্ডলং

দ্বিতীয়োঽস্মান্মনাঙ্‌ন্যূনপ্রেমা স্যান্মণ্ডলাৎ পুরঃ।
সমাসমপ্রেমরূপস্তদ্বর্গোঽয়ং নিগদ্যতে ॥ ২৩০ ॥
বর্গঃ প্রিয়সখীনাং যঃ সমপ্রেমেত্যসৌ মতঃ।
স দ্বিধা স্যান্নিত্যসিদ্ধো ভক্তিসিদ্ধস্তথা ভবেৎ ॥ ২৩১ ॥
নিত্যপ্রিয়াণাং তত্রাপি দশকোটিমিতো গণঃ।
সমবায়ো নিযুতানাং লক্ষৈরষ্টাভিরেব চ ॥ ৩৩২ ॥

---

রঘুবংশজাতা ; সৌম্যদর্শনা দূতী চন্দ্রবংশজাতা ; সুপ্রসাদা দূতী পুরুবংশজাতা ; সদাশান্তা দূতী তাপস-কন্যা ; শান্তিদা এবং কান্তিদা দূতীদ্বয় ব্রাহ্মণ কুলে উৎপন্না। ইহাঁরা দেবর্ষি শ্রীনারদ মহাশয়ের প্রসাদে শ্রীবৃন্দাবনে বসতি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২২৮–২২৯ ॥

## দ্বিতীয় মণ্ডল

পূর্ব্বের মণ্ডল ( দল বা গোষ্ঠী ) অপেক্ষা দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রেম কিঞ্চিৎ ন্যূন। ইহাদের প্রেম দুই প্রকার—সম ও অসম। এই বর্গদ্বয় ক্রমে বলা যাইতেছে ॥ ২৩০ ॥

এতন্মধ্যে যেটী প্রিয়সখীদিগের দল, তাহাই সমপ্রেম। সমপ্রেম আবার নিত্যসিদ্ধ ও ভক্তিসিদ্ধ ভেদে দ্বিবিধ ॥ ২৩১ ॥

ইহার মধ্যে নিত্যসিদ্ধ প্রিয়সখীদিগের গণ দশকোটি-পরিমিত। যে সকল সখীর কথা পূর্ব্বে যূথমধ্যে সমবায় নামক দলের মধ্যে বলা হইয়াছে, তাহাদের সঙ্খ্যা বিশ কোটি আট লক্ষ ॥ ২৩২ ॥

যদষ্টকং পরপ্রেষ্ঠসখীরষ্টানুগচ্ছতি।
বহবঃ সঞ্চয়াস্তত্র সহস্রৈঃ কোঽপি পঞ্চষৈঃ ॥ ২৩৩ ॥
ভবেৎ কশ্চিচ্চতুপঞ্চৈঃ কশ্চিত্ত্রিচতুরৈরপি।
কুতশ্চিদিহ সাধর্ম্ম্যাৎ প্রায়ঃ স্যাৎ সঞ্চয়ৈকতা ॥ ২৩৪ ॥
* সমাজঃ সঞ্চয়োঽনেকৈরেষাপ্যেকসমাজতা।
ভবেৎ স্নেহবিশেষেণ কশ্চিৎ ষোড়শভাগিহ ॥ ২৩৫ ॥
বিংশত্যাপি তথা পঞ্চবিংশত্যা ত্রিংশতা তথা।
ষষ্ট্যা কশ্চিৎ সমাজঃ স্যাচ্চতুঃ ষষ্ট্যাদিভিস্তথা ॥ ২৩৬ ॥

---

পূর্ব্বে যে পরমশ্রেষ্ঠ আট-জন সখীর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারা প্রধান অষ্টসখীর অনুগামিনী। ইহাঁর মধ্যেও বহু প্রকার সঞ্চয়, অর্থাৎ দলভেদ আছে। তাহাতে কোন সঞ্চয়ে পাঁচ সহস্র, কোন সঞ্চয়ে ছয় সহস্র ॥ ২৩৩ ॥

আবার কোনটী চারি পাঁচ সহস্র, কোনটী তিন বা চারি সহস্র। বস্তুতঃ কোন প্রকারে পরস্পর সাধর্ম্ম্য থাকায় সকল সঞ্চয়েরই ( দলেরই ) প্রায় একতা আছে ॥ ২৩৪ ॥

সমাজ ও সঞ্চয় নামক দল অনেক সখীদ্বারা গঠিত হইলেও মূলভাবের একতাবশতঃ এক সমাজ বলিয়াই প্রায় গণ্য হয়। পরন্তু, স্নেহের ইতর-বিশেষ থাকায় কোন সমাজ ষোড়শভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে ॥ ২৩৫ ॥

কোন সমাজ বিংশতিজন সখীদ্বারা এবং কোন সমাজ পঞ্চবিংশতি, কোনটী বা ত্রিংশৎ, কোনটী ষষ্টি, কোন সমাজ

---

* সমাজঃ ইত্যত্র সসর্জ্জি ইতি পাঠান্তরং।

চতুঃষষ্ট্যাদিভিস্তত্র সমাজোঽয়ং প্রপঞ্চ্যতে।
দ্বাভ্যাং দ্বিত্রৈস্ত্রিচতুরাদিভিশ্চালী জনৈর্ভবেৎ ॥ ২৩৭ ॥
চত্বারিংশদ্‌যূথঃ কশ্চিদেবং পঞ্চশতা ভবেৎ।
সর্ব্বভাবেণ সাধর্ম্ম্যে সমাজোঽপি সমন্বয়া * ॥ ২৩৮ ॥
রত্নপ্রভা রতিকলা সুভদ্রা রতিকা তথা
সুমুখী চ ধনিষ্ঠা চ কলহংসী কলাপিনী ॥ ২৩৯ ॥

---

বা চতুঃষষ্টি জন সখীদ্বারা গঠিত হইয়া থাকে ॥ ২৩৬ ॥

চতুঃষষ্টি সখীর সমাজই সম্প্রতি বিস্তৃত ভাবে প্রদর্শিত হইতেছে। কোনও সমাজ দুই জন, কোনটী দুই বা তিন, কোনটী তিন বা চারি জন সখী দ্বারা গঠিত হয় ॥ ২৩৭ ॥

উল্লিখিত সমাজ মধ্যে চত্বারিংশৎ অর্থাৎ চল্লিশটী যূথ আছে। এইরূপে সমাজকে পাঁচশত ভাগে বিভক্ত করা যায়। সমস্ত ভাবের সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সমানধর্ম্ম থাকায় উক্ত সমাজ "সমন্বয়" সঙ্খ্যাতেও নিবিষ্ট জানিতে হইবে ॥ ২৩৮ ॥

সমন্বয় সঙ্খ্য সমাজের প্রধান-সখীদিগের ৬৪টী নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। ইহাতে চতুঃষষ্টি সমাজ ও তাহার বিস্তৃতি জানিতে হইবে। যথা—১। রত্নপ্রভা, ২। রতিকলা, ৩। সুভদ্রা, ৪। রতিকা, ৫। সুমুখী, ৬। ধনিষ্ঠা, ৭। কলহংসী, ৮। কলাপিনী, ৯। মাধবী, ১০। মালতী, ১১। চন্দ্ররেখা, ১২। কুঞ্জরী, ১৩। হরিণী, ১৪। চপলা, ১৫। দাম্নী, ১৬।

---

* সমন্বয় ইত্যত্র সমস্তুয়ং। ইতি চ পাঠঃ ॥

† রতিকা তথা ইত্যত্র ভদ্ররেখিকা ইতি পাঠান্তরং ॥

মাধবী মালতী চন্দ্ররেখিকা কুঞ্জরী তথা।
হরিণী চপলা দাম্নী সুরভিশ্চ শুভাননা ॥ ২৪০ ॥
কুরঙ্গাক্ষী সুচরিতা মণ্ডলী মণিকুণ্ডলা।
চন্দ্রিকা † চন্দ্রললিতা ‡ পঙ্কজাক্ষী সুমন্দিরা ॥ ২৪১ ॥
রসালিকা তিলকিনী শৌরসেনী সুগন্ধিকা ॥
* রামিণী কামনগরী নাগরী নাগবেণিকা ॥ ২৪২ ॥
মঞ্জুমেধা সুমধুরা সুমধ্যা মধুরেক্ষণা।
তনুমধ্যা ০ মধুস্পন্দা গুণচূড়া বরাঙ্গদা ॥ ২৪৩ ॥
তুঙ্গভদ্রা রসোত্তুঙ্গা রঙ্গবাটী সুসঙ্গতা।
চিত্ররেখা বিচিত্রাঙ্গী মোদিনী মদনালসা ॥ ২৪৪ ॥

---

সুরভি, ১৭। শুভাননা, ১৮। কুরঙ্গাক্ষী, ১৯। সুচরিতা, ২০। মণ্ডলী, ২১। মণিকুণ্ডলা, ২২। চন্দ্রিকা, ২৩। চন্দ্রলতিকা, ২৪। পঙ্কজাক্ষী, ২৫। সুমন্দিরা, ২৬। রসালিকা, ২৭। তিলকিনী, ২৮। শৌরসেনী, ২৯। সুগন্ধিকা, ৩০। রামিণী, ৩১। কামনগরী, ৩২। নাগরী, ৩৩। নাগবেণী, ৩৪। মঞ্জুমেধা, ৩৫। সুমধুরা, ৩৬। সুমধ্যা, ৩৭। মধুরেক্ষণা, ৩৮। তনুমধ্যা, ৩৯। মধুস্পন্দা, ৪০। গুণচূড়া, ৪১। বরাঙ্গদা, ৪২। তুঙ্গভদ্রা,

---

‡ চন্দ্রলতিকা ইত্যত্র চন্দ্রলতিকা ইতি চ পাঠঃ।

* পঙ্কজাক্ষী ইত্যত্র কুন্দকাক্ষী ইতি ভক্তিরত্নাকরধৃতঃ পাঠঃ। ৫ম তরঙ্গ ৪৪৫ পৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য ॥

---

† রামিণী স্থলে কামিনীতে ভক্তিরত্নাকারধৃতঃ পাঠঃ ( ঐ )।

০ মধুস্পন্দা ইত্যত্র মধুসান্দ্রা ঐ পাঠঃ।

কলকণ্ঠী শশিকলা কমলা মধুরেন্দিরা ।
† কন্দর্পসুন্দরী কামলতিকা প্রেমমঞ্জরী ।' ২৪৫ ॥
কাবেরী চারুকবরা সুকেশী মঞ্জুকেশিকা ।
হারহীরা মহাহীরা হারকণ্ঠী মনোহরা ॥ ২৪৬ ॥

## শ্রীরাধায়া অষ্ট সখ্যঃ সম্মোহনতন্ত্রে

* লীলাবতী সাধিকা চ চন্দ্রিকা মাধবী তথা ।
ললিতা বিজয়া গৌরী তথা নন্দা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২৪৭ ॥

---

৪৩। রসোত্তুঙ্গা, ৪৪। রঙ্গবাটী, ৪৫। সুসঙ্গতা, ৪৬। চিত্ররেখা, ৪৭। বিচিত্রাঙ্গী, ৪৮। মোদিনী, ৪৯। মদনালসা, ৫০। কলকণ্ঠী, ৫১। শশিকলা, ৫২। কমলা, ৫৩। মধুরেন্দিরা, ৫৪। কন্দর্প-সুন্দরা, ৫৫। কামলতা, ৫৬। প্রেমমঞ্জরী, ৫৭। কাবেরী, ৫৮। চারুকবরা, ৫৯। সুকেশী, ৬০। মঞ্জুকেশী, ৬১। হারহীরা, ৬২। মহাহীরা, ৬৩। হারকণ্ঠী ৬৪। মনোহরা,—ইতি চতুঃষষ্টি সখীর সমাজ সম্পূর্ণ। ২৩৯–২৪৬ ॥

সম্মোহন-তন্ত্রের মতে **শ্রীরাধার অষ্টসখী**

লীলাবতী, সাধিকা, চন্দ্রিকা, মাধবী, ললিতা, বিজয়া, গৌরী এবং নন্দা ॥ ২৪৭ ॥

---

† কন্দর্পসুন্দরীত্যাদি নামত্রয়ং ভক্তিরত্নাকরে (৫ম তরঙ্গে) ন ধৃতঃ ॥
* লীলাবতী রসবতী সাধিকা মাধবী তথা। ইতি পাঠান্তরং ॥

† অন্যাশ্চাষ্টৌ ॥
কলাবতী রসবতী শ্রীমতী চ সুধামুখী ।
বিশাখা কৌমুদী মাধ্বী শারদা চাষ্টমী স্মৃতা ॥ ২৪৮ ॥

**তত্র রত্নভবাঃ**

এতা নোপেক্ষিতা * উক্তা নিত্যানামবধারণে ॥ ২৪৯ ॥
ইত্যেতৎপরিবারাণাং শ্রীবৃন্দাবননাথয়োঃ ।
অসঙ্খ্যানাং গণয়িতুং দিঙ্মাত্রমিহ দর্শিতম্ ॥ ২৫০ ॥
তল্পান্নপানতাম্বূল-হিল্লোলস্থাসকাদয়ঃ ।
অন্যেঽপি যে বিশেষাঃ স্যুঃ স্বয়মূহ্যাস্তু তে বুধৈঃ ॥ ২৫১ ॥

---

উক্ত সম্মোহনতন্ত্রে **আরও অষ্টসখীর নাম** যথা—কলাবতী, রসবতী, শ্রীমতী, সুধামুখী, বিশাখা, কৌমুদী মাধ্বী এবং শারদা ॥ ২৪৮ ॥

ইহার মধ্যে অর্থাৎ সম্মোহনতন্ত্রোক্ত রত্নভবা" পর্য্যায়ের কতিপয় সখী এই গ্রন্থে উপেক্ষিত হয় নাই; পরন্তু নিত্য-সখীদিগের পর্য্যায়ে তাঁহারা গণিত, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ২৪৯ ॥

বৃন্দাবননাথ শ্রীশ্রীরাধানাথের পরিবার অসঙ্খ্য। তবে কতিপয় সঙ্খ্যার গণনা করিবার জন্যই এই গ্রন্থে কেবল দিক্‌দর্শন মাত্র হইল ॥ ২৫০ ॥

শয্যা, অন্ন, পান, তাম্বূল, হিল্লোল ( দোল ও ঝুলন ), স্থাসক অর্থাৎ তিলক রচনা, ইত্যাদি লীলা, এবং সেই সেই লীলার অনুসারী সখীগণ, তথা আরও যে যে বিশেষ লীলা আছে, সেই সেই লীলানুযায়ী সখীগণের নাম সাধকগণ স্বয়ং

---

† তত্রান্যা রময়ন্ত্যাশ্চাষ্টৌ। ইতি পাঠান্তরং ॥

*উক্তা ইত্যনন্তরং শ্রীরূপগোস্বামিনা। ইতি দৃশ্যতে, তত্তু টীকারূপং নতু মূল পাঠ ॥

লুপ্তমাসীৎ কৃপয়া, জ্যোতির্ঘটয়েব ভানুমত্যাসৌ।
রূপবিষয়াপি দৃষ্টিঃ সরসান্ শব্দানবৈক্ষিষ্ট ॥ ২৫২ ॥

শাকে দৃগশ্বশক্রে, নভসি নভোমণিদিনে ষষ্ঠ্যাং।
ব্রজপতিসদ্মনি রাধা-কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকাদীপি ॥ ২৫৩ ॥

---

উহ্য অর্থাৎ বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে উদ্ধার করিয়া বুঝিয়া লইবেন ॥ ২৫১ ॥

অন্ধকার উপস্থিত হইলে যেমন রূপাদি বিষয় গ্রাহিকা দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু পুনর্ব্বার চন্দ্র-সূর্য্যাদি জোতির্গণ উদিত হইলে সেই দৃষ্টি সকল পদার্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতে পারে, সেইরূপ কালরূপ অন্ধকারে শ্রীশ্রীরাধানাথের পরিবারবর্গের নাম একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু রূপের (শ্রীরূপগোস্বামির) দৃষ্টি ভগবৎ–কৃপা–রূপ জ্যোতির্ঘটা (জ্যোতির্গণ) দ্বারা ভানুমতী হইয়া অর্থাৎ সূর্য্য-প্রকাশ লাভ করিয়া সরস শব্দগণকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের পরিবারবর্গের নাম সুস্পষ্ট প্রাপ্ত না হইয়া বিবিধ শাস্ত্র হইতে ভগবৎ কৃপায় উদ্ধার করিয়াছেন ॥ ২৫২ ॥

দৃক্ ২, অশ্ব ৭, শক্র (ইন্দ্র) ১৪। "অঙ্কস্য বামা গতিঃ" অর্থাৎ অঙ্কের গতি বামদিকে—এই নিয়মে ১৪৭২ (চৌদ্দশত বায়াত্তর) শকাব্দ। নভস্ শব্দে শ্রাবণমাস, নভোমণি সূর্য্য, দিন

॥ * ॥ ইতি শ্রীলরূপগোস্বামিপাদ-বিরচিতায়াং শ্রীরাধা-কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায়াং—

বৃহদ্ভাগঃ সম্পূর্ণঃ ॥ * ॥

---

শব্দে বার, অর্থাৎ ১৪৭২ শকাব্দের শ্রাবণ মাসে রবিবারে ষষ্ঠী তিথিতে শ্রীরূপগোস্বামিপাদ ব্রজপতি শ্রীনন্দমহারাজের শোভমান গৃহে ( নন্দগ্রামে কদমটেরে ) "এই বৃহৎ রাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশদীপিকা" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন ॥ ২৫৩ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ-বিরচিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশদীপিকার শ্রীরাসবিহারি সাঙ্খ্যতীর্থ-লিখিত বৃহদ্ভাগের বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ ॥ * ॥

---

ত্বং শ্রীভাগবতাবলোম্বহমিব প্রেষ্ঠস্তথা শঙ্করঃ
শ্রীরিন্দ্রশ্চ ন মে, যথা ত্বমিতি সংহৃষ্টঃ স্বয়ং প্রোচিবান্।
সোঽপি প্রার্থয়তোদ্ধবঃ স্ফুটমুরুপ্রেমশ্রিয়া বিস্মিতো-
যাসাং ভাববিধাং ব্রজাম্বুজদৃশামন্যো জনস্তত্র কঃ ॥ ১ ॥
উত্থায় পুনরুত্থায় পতিত্বা ধরণীতলে।
রূপদেবপদাম্ভোজে নতিঃ স্যাজ্জন্মজন্মনি ॥ ২ ॥
আত্মারামস্য জীবোঽয়ং কদা বৃন্দাবনান্তরে।
শশাঙ্কো রূপদেবস্য আজ্ঞাবাহী ভবেৎ কিল ॥ ৩ ॥

এতৎ শ্লোকত্রয়ং পুস্তকান্তরে অন্তিমভাগে গ্রন্থস্য শেষে পুষ্পিকারূপেণ দৃশ্যতে, কিন্তু তাদৃগ্ভাবার্থসঙ্গতির্ন জায়তে।

পত্রস্য পত্রাংশস্য বা স্থানপুরণার্থং যঃ কশ্চিৎ শ্লোকো ভগবন্নামাদিকঞ্চ লেখকৈর্লিখ্যতে, বহুষু পুরাতনপুস্তকেষু ইয়ং রীতিঃ পরিদৃশ্যতে চ।

অত্রাপি তাদৃগেব প্রতিভাতি। শশাঙ্ক ইতি সংজ্ঞাতু গ্রন্থলেখকস্য ইত্যপ্যনুমীয়তে, আত্মারাম ইতি ভগবানুত তস্য কশ্চিৎ পুজ্যোজনঃ ?।

"হে উদ্ধব ! তুমি "অহমিব" মৎসদৃশ অর্থাৎ আমার তুল্য এবং শ্রীভাগবতাবলী অর্থাৎ ভগবৎপরায়ণ ভক্তজনের মধ্যে তুমি যেরূপ আমার প্রিয়তম, সাক্ষাৎ শঙ্কর ( মহাদেব ), শ্রী ( লক্ষ্মীদেবী ), এবং ইন্দ্র অর্থাৎ দেবরাজ ও সেরূপ প্রিয় নহেন"। শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় সন্তোষ-সহকারে যে উদ্ধবকে এই কথা বলিয়াছিলেন, সেই উদ্ধবও শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞারূপ মহতী প্রেমসম্পত্তিতে বিস্মিত হইয়া যে সকল পদ্মলোচনা ব্রজাঙ্গনাদিগের ভাববিধা অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের ভাবকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ইহাতে অন্য জন আর কে? অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত উদ্ধব যে গোপীপ্রেমের প্রার্থী, তাহা অপর ভক্ত যে প্রার্থনা করিবেন, তাহা কি আর বলিতে হয় ? ॥ ১ ॥

বার বার ধরণীতলে পতিত এবং উত্থিত হইয়া রূপদেবের অর্থাৎ শ্রীরূপগোস্বামিপাদের চরণে আমি যেন জন্মে জন্মে প্রণত হইতে থাকি ॥ ২ ॥

আত্মারাম শ্রীভগবানের এই জীব অথবা আত্মারাম নামক কোনও লোকের অনুগত জীব এই শশাঙ্ক শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যে রূপদেবের ( শ্রীরূপগোস্বামিপাদের ? ) কবে আজ্ঞাবাহী দাস হইতে পারিবে ॥ ৩॥

- (১) যে তিনটী শ্লোকের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল। এই তিনটী শ্লোক এখানে কেন লেখা হইয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় না। প্রথম শ্লোকটীতে অনেক লিপিকারে প্রমাদ ( ভুল ) ছিল। বর্দ্ধমান শ্রীখণ্ডের বর্ত্তমান গৌরব পণ্ডিতপ্রবর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রাখালানন্দ ঠাকুর মহাশয় বিশেষ চিন্তা সহকারে সংশোধন করতঃ পাঠের কথঞ্চিৎ উদ্ধার করিয়া দিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। তিনটী শ্লোকের সঙ্গে মূল গ্রন্থের কোনই সামঞ্জস্য নাই।

আমি প্রায় ২৫ বৎসর ধরিয়া প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থের পর্য্যালোচনা করিয়া আসিতেছি। সেই ভূয়োদর্শন বা বহুদর্শিতার ফলে ইহাই বলিতে পারি যে, অনেক হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থের শেষে, এমন কি স্থানে স্থানে গ্রন্থের মধ্যে মধ্যে পুস্তকের পাতায় অবকাশ স্থলে অর্থাৎ লেখক গ্রন্থ লিখিয়া, পাতার যে অংশ সাদা উদ্বৃত থাকে, তথায় ইচ্ছা-প্রসূত কোন অভীষ্টদেবের নাম অথবা গুণ, পৃথক্ গদ্য পদ্য অথবা কোন প্রাচীন শ্লোক বা স্বকৃত শ্লোক লিখিয়া থাকেন। ইহার আমি বহুতর দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি, এবং যাঁহারা প্রাচীন পুথির বেশী আলোচনা করেন তাঁহারাও ইহা অবগত আছেন। লেখকের মনে উদ্ধবের প্রার্থিত গোপীপ্রেমের কথা জাগিয়াছিল। তাই পূর্ব্বকৃত বা তৎকালকৃত শ্লোক পাতার শেষে বসাইয়া দিয়াছেন।

(২) ঐরূপ ভাবেই শ্রীরূপের অর্থাৎ মূলগ্রন্থকারের প্রতি মনে প্রবল ভক্তি উদিত হওয়ায় দ্বিতীয় পদ্যটী লিখিয়া থাকিবেন।

(৩) তৃতীয় শ্লোকে আত্মারাম, জীব ও শশাঙ্ক যে কে? তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তবে মনে হয় যে, এই গ্রন্থের লিপিকারের নামই শশাঙ্ক হইবে। এবং আত্মারাম শব্দে হয় ভগবান্, না হয় তাহার কোনও পূজ্য ব্যক্তিও হইতে পারেন।

ইহা ভিন্ন অন্য সিদ্ধান্ত আমার মনে এখনও উপস্থিত হয় নাই।

নিবেদক—শ্রীরাসবিহারী সাঙ্খ্যতীর্থ

রাজাগঞ্জ, পোঃ খাগড়া, ( মুর্শিদাবাদ )

# লঘুঃ
# শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-
# দীপিকা

## শ্রীকৃষ্ণস্য রূপাদিকং

সুধালাবণ্যমাধুর্য্যদলিতাঞ্জনচিক্কণঃ।
ইন্দ্রনীলমণিঃ কিংবা নীলোৎপলরুচিপ্রভা ॥ ১ ॥

---

মধুমঞ্জরিকাযুক্ত-নবদ্বীপাখ্যয়োর্ময়া।
পিত্রোঃ স্বর্যাতয়োঃ পাদান্ নত্বা রাসবিহারিণা।
রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা লঘু-সংজ্ঞিতা।
বঙ্গভাষানুবাদাদ্যৈঃ সজ্জিতা বহুযত্নতঃ ॥

প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, মাধুর্য্য ও বয়ঃক্রমাদি বর্ণিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি সুধার ন্যায় লাবণ্য ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ,

---

* এতদাদিসুভদ্রলকণপর্য্যন্তোঽংশঃ পুস্তকান্তরে নাস্তি। তত্রতু বৃহদ্-ভাগীয়পর্জন্যাবিগুরুবর্গস্য দেহরক্ষিসুহৃদাং ধাত্রীণাঞ্চ লক্ষণানি সন্তি। প্রায়ন্তেচ "যে সূত্রিতাঃ সতা রত্যা" ইত্যয়ং শ্লোকশ্চ বর্ত্ততে। বৃহদ্ভাগে উক্তত্বাৎ পুনরুক্তিতিয়া অত্র তে শ্লোকা নোদ্ধৃতাঃ ॥

কিংবা নব্যতমালোঽপি মেঘপুঞ্জমনোহরঃ।
প্রভা মারকতী কান্তিঃ সুধালাবণ্যবারিধিঃ ॥ ২ ॥

পীতবস্ত্রপরীধানো বনমালাবিভূষিতঃ।
নানারত্নভূষিতাঙ্গো নানাকেলিরসাকরঃ ॥ ৩ ॥

দীর্ঘকুঞ্চিতকেশোঽপি বহুগন্ধসুগন্ধিতঃ।
নানাপুষ্পমালয়া চ চূড়াদীপ্তির্মনোহরা ॥ ৪ ॥

শ্রীমল্ললাটপাটীরস্তিলকালক-শোভিতঃ।
নীলোন্নত-ভ্রূবিলাস-কামিনীচিত্তমোহনঃ ॥ ৫ ॥

---

বিগলিত অঞ্জনের ন্যায় চিক্কণ, ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় উজ্জ্বল, অথবা নীলোৎপলের রুচির ন্যায় দীপ্তিশীল ॥ ১ ॥

অথবা নবীন তমাল ও জলধরমণ্ডলীর ন্যায় মনোহর, মরকত মণির কান্তির ন্যায় উজ্জ্বল, অধিক কি অমৃতময় লাবণ্যের সমুদ্রস্বরূপ ॥ ২ ॥

পরিধানে পীতবসন, দেহ বনমালা ও নানাবিধ রত্নে বিভূষিত, সুতরাং নানা প্রকার লীলারসের আকরস্বরূপ ॥ ৩ ॥

কেশপাশ দীর্ঘ, কুঞ্চিত ( চাঁচর ) এবং নানাবিধ সুগন্ধে আমোদিত। বহুবিধ পুষ্পমালায় চূড়ার শোভা মনোহারিণী ॥৪॥

শোভমান ললাট-প্রদেশটী তিলক ও অলক অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ দ্বারা, এবং নীলবর্ণ উন্নত ভ্রূযুগলের শোভা দ্বারা কামিনী-গণের মনকে মুগ্ধ করিতেছে ॥ ৫ ॥

ঘূর্ণয়মানং সুনয়নং রক্তনীলোৎপলপ্রভং।
খগেন্দ্র-চঞ্চুলাবণ্য-সুনাসাগ্রজসুন্দরঃ॥ ৬॥

মনোহারি কর্ণযুগ্মং মণিকুণ্ডলশোভিতং।
নানামণি-কুণ্ডলাঢ্য-গণ্ডস্থল-বিরাজিতঃ॥ ৭॥

মুখপদ্মং সুলাবণ্যং কোটিচন্দ্রপ্রভাকরং।
নানাহাস্য-সুমধুরশ্চিবুকো দীপ্তিমান্ ভবেৎ॥ ৮॥

কণ্ঠদেশঃ সুলাবণ্যো মুক্তামালা বিভূষিতঃ।
ত্রিভঙ্গো ললিতস্নিগ্ধগ্রীবস্ত্রৈলোক্যমোহনঃ॥ ৯॥

---

নয়নযুগল ঘূর্ণমান, রক্তাভ ও নীলবর্ণ উৎপলের প্রভাযুক্ত, এবং নাসিকার অগ্রভাগ খগপতি গরুড়ের চঞ্চুর ন্যায়। উহাতে শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডলের শোভা লাবণ্যপূর্ণ হইতেছে॥ ৬॥

মনোহর কর্ণযুগলে মণিময় কুণ্ডলদ্বয় শোভা পাইতেছে। ঐ কুণ্ডলের চতুষ্পার্শ্বস্থ নানাবিধ মণিমাণিক্যের প্রভায় গণ্ডস্থলের প্রভা উজ্জ্বল হইতেছে॥ ৭॥

মুখপদ্ম সুন্দর লাবণ্যযুক্ত ও কোটি কোটি চন্দ্রের প্রভার আকরস্বরূপ অথবা কোটি কোটি চন্দ্রের মত কান্তিজনক। উক্ত মুখমণ্ডলের নিম্নস্থ চিবুক (অধরের নিম্নভাগ) নানাবিধ হাস্যদ্বারা সুমধুর ও দীপ্তিমান্ হইতেছে॥ ৮॥

সুন্দর লাবণ্যপূর্ণ কণ্ঠদেশ মুক্তা-মালায় বিভূষিত, এবং ত্রিভঙ্গ ও মধুর স্নিগ্ধ গ্রীবাযুক্ত হইয়া ত্রিলোককে মুগ্ধ করিতেছে॥ ৯॥

বক্ষঃস্থলঞ্চ লাবণ্যৈরমণীরমণোৎসুকং ।
মণিকৌস্তুভবিদ্যুদ্ভামুক্তাহারবিভূষিতং ॥ ১০ ॥

আজানুলম্বিতভুজৌ কেয়ুরবলয়ান্বিতৌ ।
রক্তোৎপলহস্তপদ্মৌ নানাচিহ্নসুশোভিতৌ ॥ ১১ ॥

গদা-শঙ্খ-যবচ্ছত্র-চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কুশশোভিতৌ ।
ধ্বজ-পদ্ম-যূপ-হল-ঘট মীন-বিরাজিতৌ ॥ ১২ ॥

উদরঞ্চ সুমধুরং লাবণ্যকেলিসুন্দরং ।
পৃষ্ঠপার্শ্বসুধারম্যং রমণীকেলিলালসং ॥ ১৩ ॥

কটিবিম্বসুধাম্ভোজং কন্দর্পমোহনোৎসুকং ।
রামরম্ভে ইবোরূ দ্বৌ নারীমোহনকারকৌ ॥ ১৪ ॥

---

বক্ষঃস্থল মণিপ্রবর কৌস্তুভ এবং সৌদামিনীর প্রভাযুক্ত মুক্তাহারে বিভূষিত হইয়া লাবণ্যরাশি দ্বারা রমণীগণের রমণ-বিষয়ে যেন উৎসুক হইয়া রহিয়াছে ॥ ১০ ॥

ভুজদ্বয় জানু পর্য্যন্ত লম্বমান। উহাতে কেয়ূর এবং বলয় শোভা পাইতেছে। রক্তপদ্মের মত করপদ্ম নানাবিধ চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত। গদা, শঙ্খ, যব, অর্দ্ধচন্দ্র ও অঙ্কুশ এবং ধ্বজ, পদ্ম, যূপ, হল, ঘট ও মৎস্য চিহ্নে সুশোভিত ॥ ১১–১২ ॥

উদরপ্রদেশ সুন্দর মাধুর্য্যপূর্ণ এবং লাবণ্যবিলাসে মনোহর। উদরের পশ্চাৎ ও পার্শ্বভাগ সুধার ন্যায় রমণীয় হইয়া রমণীগণের কেলি-বিষয়ে লালসার উৎপাদন করিতেছে ॥ ১৩ ॥

কটিদেশ অমৃতপদ্মের সদৃশ ও কন্দর্পের মোহন বিষয়ে উৎসুক হইয়াছে। রামরম্ভার ন্যায় উরুদ্বয় নারীগণের মনকে মোহন করিতেছে ॥ ১৪ ॥

জানূ দ্বৌ চ সুলাবণ্যৌ মধুরৌ পরমোজ্জ্বলৌ।
পাদপদ্মৌ সুমধুরৌ রত্ননূপুরভূষিতৌ ॥ ১৫ ॥

জবাপুষ্পসমরুচী নানাচিহ্নসুশোভিতৌ।
চক্রার্দ্ধচন্দ্রাষ্টকোণ ত্রিকোণ-যব-শোভিতৌ ॥ ১৬ ॥

অম্বরচ্ছত্র-কলশ-শঙ্খ-গোষ্পদ-স্বস্তিকৌ।
অঙ্কুশাম্ভোজধনুষা জাম্ববেন চ শোভিতৌ ॥ ১৭ ॥

অঙ্গুল্যোঽরুণভাঃ সম্যঙ্ নখচন্দ্রসমন্বিতাঃ।
শ্রীযুতৌ চরণাম্ভোজৌ নানাপ্রেমসুখার্ণবৌ ॥ ১৮ ॥

এতেষাং কৃষ্ণরূপাণাং তুলনা ন হি বিদ্যতে।
কিঞ্চিতুদ্দীপনার্থায় দিঙ্মাত্রমিহ দর্শিতং ॥ ১৯ ॥

---

জানুদ্বয় সুন্দর লাবণ্যপূর্ণ, মধুর ও অত্যন্ত উজ্জ্বল। সুমধুর পাদপদ্মযুগল রত্নময় নূপুর দ্বারা ভূষিত এবং জবাপুষ্পের ন্যায় কান্তিযুক্ত ও নানাবিধ চিহ্ন দ্বারা সুশোভিত। সেই সকল চিহ্ন যথা—চক্র, অর্দ্ধচন্দ্র, অষ্টকোণ, ত্রিকোণ, যব, অম্বর (আকাশ), ছত্র, কলশ, শঙ্খ, গোষ্পদ, স্বস্তিক, অঙ্কুশ, পদ্ম, ধনুঃ এবং জম্বূফল ॥ ১৫–১৭ ॥

পূর্ণতম নখচন্দ্র দ্বারা সমন্বিত অঙ্গুলীসকল অরুণকান্তিতে পরিপূর্ণ। শোভাশালী চরণপদ্মদ্বয় নানা প্রকার প্রেমসুখের সাগরতুল্য ॥ ১৮ ॥

এই সকল উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্যের তুলনা জগতে অসম্ভব। তবে ভক্তমণ্ডলীর মানসিক সাধনের উদ্দীপন জন্য

## অথ বয়স্যাঃ ।।

অথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য সখিবৃন্দঞ্চ কথ্যতে।

অগ্রগামী বয়স্যানাং প্রলম্বারাতিরগ্রজঃ ।। ২০ ।।

### বয়স্যভেদাঃ ।।

সুহৃৎ-সখি-প্রিয়সখাঃ প্রিয়নর্ম্মসখস্তথা।

বসস্যাঃ কৃষ্ণচন্দ্রস্য স্ফুটমত্র চতুর্বিধাঃ ।। ২১ ।।

### তত্র সুহৃৎ ।।

সুভদ্রঃ কুণ্ডলো দণ্ডী মণ্ডলোঽমী পিতৃব্যজাঃ।

সুনন্দো নন্দিরানন্দী ইত্যাদ্যা যাতরঃ স্মৃতাঃ ।। ২২ ।।

---

কিঞ্চিন্মাত্র দিগ্দর্শনরূপে প্রদর্শিত হইল ।। ১৯ ।।

### বয়স্যগণ

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সখাদিগের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

শ্রীবলদেব বয়স্যগণের অগ্রগামী। ইনি শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ ভ্রাতা এবং প্রলম্ব নামক বিখ্যাত অসুরের নিহন্তা ।। ২০ ।।

### বয়স্যগণের প্রভেদঃ

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বয়স্যগণ চতুর্ব্বিধ—সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা এবং প্রিয়নর্ম্মসখা ।। ২১ ।।

### সুহৃদগণ

সুভদ্র, কুণ্ডল, দণ্ডী ও মণ্ডল এই চারি জন বয়স্য শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্যপুত্র, অর্থাৎ খুল্লতাত ও জ্যেষ্ঠতাতের পুত্র। সুনন্দ, নন্দি, আনন্দী,ইত্যাদি বয়স্যগণ বন-গমনের সঙ্গী বলিয়া বিখ্যাত ।।২২।।

শুভদো মণ্ডলী ভদ্র-ভদ্রবর্দ্ধন-গোভটাঃ।
যক্ষেন্দ্র-ভট-ভদ্রাঙ্গ-বীরভদ্র-মহাগুণাঃ ॥ ২৩ ॥

কুলবীরো মহাভীমো দিব্যশক্তিঃ সুরপ্রভঃ।
রণস্থিরাদয়ো জ্যেষ্ঠকল্পাঃ সংরক্ষণায় যে ॥ ২৪ ॥

পিতৃভ্যামভিতো ভীতচিত্তাভ্যাং দুষ্টকংসতঃ।
প্রাণকোট্যধিকপ্রেষ্ঠপুত্রাভ্যাং বিনিযোজিতাঃ ॥

অত্রাধ্যক্ষোঽম্বিকাসূনুর্বিজয়াক্ষস্তপস্যয়া।
যঃ কিলাম্বিকয়া লেভে ধাত্র্যোপাস্য সদাম্বিকাং ॥ ২৫ ॥

---

শুভদ, মণ্ডলী, ভদ্র, ভদ্রবর্দ্ধন, গোভট, যক্ষেন্দ্র, ভট, ভদ্রাঙ্গ, বীরভদ্র, মহাগুণ, কুলবীর, মহাভীম, দিব্যশক্তি, সুরপ্রভ এবং রণস্থির, প্রভৃতি বয়স্যগণ শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠকল্প এবং দেহরক্ষায় নিযুক্ত ॥ ২৩-২৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব মাতা-পিতার প্রাণ অপেক্ষাও কোটি কোটি গুণে প্রীতিভাজন। সুতরাং তাঁহারা দুষ্ট কংস হইতে মনে ভয় পাইয়া উল্লিখিত শুভদ প্রভৃতি বালকগণকে পুত্রদ্বয়ের দেহরক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সকল বালকের মধ্যে অম্বিকা-পুত্র বিজয়াক্ষ-নামক বালক সকলের অধ্যক্ষ। ইহাঁর জননী অম্বিকা-দেবী পুত্রার্থে অম্বিকা অর্থাৎ পার্ব্বতীর তপস্যা ও উপাসনা করিয়া এই পুত্রটী লাভ করেন ॥২৫॥

**তত্র সুভদ্রঃ ॥**

সুচিক্কণো নীলবর্ণঃ সুভদ্রো দীপ্তিমান্ ভবেৎ ।
পীতবস্ত্রপরিধানো নানাভরণশোভিতঃ ॥ ২৬ ॥

উপনন্দঃ পিতা তস্য তুলা মাতা পতিব্রতা ।
পরমোজ্জলকৈশোরঃ পত্নী কুন্দলতা ভবেৎ ॥ ২৭ ॥

**অথ সখায়ঃ ॥**

বিশাল-বৃষভৌজস্বি-দেবপ্রস্থ-বরূথপাঃ ॥
মন্দারঃ কুসুমাপীড়-মণিবন্ধকরাস্তথা ॥ ২৮ ॥
মন্দরশ্চন্দনঃ কুন্দঃ কলিন্দ-কুলিকাদয়ঃ ।
কনিষ্ঠকল্পাঃ সেবায়াং সখায়ো বিপুলাগ্রহাঃ ॥ ২৯ ॥

---

## সুভদ্র

সুভদ্রের দেহপ্রভা চিক্কণ, নীলবর্ণ ও দীপ্তিময়। পরিধানে পীতবসন এবং নানাবিধ আভরণে ভূষিত ॥ ২৬ ॥

ইহাঁর পিতা উপনন্দ, মাতা তুলা। ইনি বিশেষ পতিব্রতা। সুভদ্রের বয়স পরমোজ্জ্বল কৈশোরভাবে পরিপূর্ণ। ইহাঁর পত্নীর নাম কুন্দলতা ॥ ২৭ ॥

## সখাগণ

বিশাল, বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ, বরূথপ, মন্দার, কুসুমাপীড়, মণিবন্ধকর, মন্দর, চন্দন, কুন্দ, কলিন্দ এবং কুলিক, প্রভৃতি সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠকল্প। শ্রীকৃষ্ণের সেবাতে ইহাঁদের আগ্রহ অতীব বিপুল ॥ ২৮—২৯ ॥

**অথ প্রিয়সখাঃ ॥**

† শ্রীদামা দামা-সুদামা-বসুদামা তথৈব চ।
কিঙ্কিণি-ভদ্রসেনাংশু স্তোককৃষ্ণা বিলাসিনঃ ॥ ৩০ ॥
পুণ্ডরীক-বিটঙ্কাক্ষ-কলবিঙ্ক-প্রিয়ঙ্করাঃ।
শ্রীদামাদ্যাঃ সমাস্তত্র শ্রীদামা পীঠমর্দ্দকঃ ॥ ৩১ ॥
সমস্তমিত্রসেনানাং ভদ্রসেনশ্চমূপতিঃ।
স্তোককৃষ্ণো যথার্থাখ্যঃ কৃষ্ণস্য প্রতানন্তর ‡

---

## প্রিয়সখাগণ

শ্রীদামা, দামা, সুদামা, বসুদামা, কিঙ্কিণি, ভদ্রসেন, অংশু, স্তোককৃষ্ণ, পুণ্ডরীক, বিটঙ্কাক্ষ, কলবিঙ্ক ও প্রিয়ঙ্কর—ইহাঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের সাহায্যকারী। এই শ্রীদামা প্রভৃতি সখ্যগণ শ্রীকৃষ্ণের "সম বয়স্ক" পর্য্যায়ভুক্ত। ইহার মধ্যে শ্রীদামা "পীঠমর্দ্দ"-নামক নায়ক-সহায়ের গুণবিশিষ্ট* ॥৩০-৩১॥

এই সকল সখার মধ্যে ভদ্রসেন সমস্ত মিত্র-সেনাদিগের মধ্যে চমূপতি, অর্থাৎ সেনাপতি; আর স্তোককৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকূল পক্ষে বর্ত্তমান থাকিয়া সার্থক নামা ॥ ৩২ ॥

---

† অথ প্রিয়সখা দামসুদামবসুদামকাঃ। ইতি চ পাঠঃ।

‡ পীঠমর্দ্দলক্ষণং (সাহিত্যদর্পণে) যথা—

দূরানুবর্ত্তিনি স্যাৎ তস্য প্রাসঙ্গিকেতিবৃত্তে তু।
কিঞ্চিত্তদ্গুণহীনঃ সহায় এবাস্য পীঠমর্দ্দাখ্যঃ॥

* নায়কের বহুব্যাপী প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্ত অর্থাৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিষয়ে যিনি সহায় অথচ নায়কের সাধারণ গুণে কিঞ্চিৎ হীন,—এরূপ সহায়কে পীঠমর্দ্দ কহে। যেমন শ্রীরামচন্দ্রের সুগ্রীব, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীদামা।

রময়ন্তি প্রিয়সখাঃ কেলিভির্বিবিধৈরমী ।
নিযুদ্ধদণ্ডযুদ্ধাদিকৌতুকৈরপি কেশবং ॥ ৩৩ ॥
এতে প্রিয়সখাঃ শান্তাঃ কৃষ্ণপ্রাণ-সমা মতাঃ ॥ ৩৪ ॥

## অথ প্রিয়নর্ম্মসখাঃ ॥

সুবলার্জ্জুনগন্ধর্ব্ব-বসন্তোজ্জ্বলকোকিলাঃ ।
সনন্দন-বিদগ্ধাদ্যাঃ প্রিয়নর্ম্মসখা মতাঃ ॥ ৩৫ ॥
তদ্রহস্যন্তু নাস্ত্যেব যদমীষাং ন গোচরঃ ।
মধুমঙ্গলপুষ্পাঙ্কহাসঙ্কাদ্যা বিদূষকাঃ ॥
শ্রীমান্ সনন্দনস্তত্র সৌহৃদানন্দসুন্দরঃ ।
মূর্ত্তিমানেব রসরাড়ুজ্জ্বলাশ্চ মহোজ্জ্বলঃ ।
বিলাসিশেখরো যস্য বিলাসেন বশীকৃতঃ ॥ ৩৬ ॥

---

প্রিয়সখা সকল বিবিধ কেলি, নিযুদ্ধ ও দণ্ডযুদ্ধাদি কৌতুক দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥

এই সকল প্রিয়সখা শান্তস্বভাবাপন্ন, এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ-তুল্য ॥ ৩৪ ॥

### প্রিয়নর্ম্মসখাগণ

সুবল, অর্জ্জুন, গন্ধর্ব্ব, বসন্ত, উজ্জ্বল, কোকিল, সনন্দন এবং বিদগ্ধ প্রভৃতি সখা প্রিয়নর্ম্মসখা বলিয়া বিখ্যাত ॥ ৩৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের এমন কোন রহস্য বা গোপনীয় বিষয়ই নাই, যাহা এই প্রিয়নর্ম্মসখাদিগের অগোচর।

মধুমঙ্গল, পুষ্পাঙ্ক এবং হাসঙ্ক প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বিদূষক। এই প্রিয়নর্ম্মসখাগণের মধ্যে শ্রীমান্ সনন্দন সৌহৃদ্য-জনিত আনন্দে সুন্দর। উজ্জ্বল নামক বালক নামেও উজ্জ্বল কার্য্যেতেও মহান্

## তত্রাদৌ শ্রীদামা ॥

শ্রীদামা শ্যামলরুচিরঙ্গকান্তির্মনোহরা।
পীতবস্ত্রপরীধানো রত্নমালাবিভূষিতঃ ॥ ৩৭ ॥
বয়ঃ ষোড়শবর্ষঞ্চ কিশোরঃ পরমোজ্জ্বলঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়তমো বহুকেলিরসাকরঃ ॥ ৩৮ ॥
বৃষভানুঃ পিতা তস্য মাতা চ কীর্ত্তিদা সতী।
রাধানঙ্গমঞ্জরী চ কনিষ্ঠা ভগিনী ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥

## তত্র সুদামা

ঈষদ্গৌরঃ সুদামা চ দেহকান্তির্মনোহরা।
নীলবস্ত্রপরীধানো রত্নাভরণভূষিতঃ ॥ ৪০ ॥

---

উজ্জ্বল, এবং মূর্ত্তিমান্ রসরাজস্বরূপ। অধিক কি বলিব, বিলাস-শালিদিগের মুকুটমণি উজ্জ্বল শৃঙ্গার-রসের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা শ্রীকৃষ্ণও যাঁহার গুণে বশীভূত ॥ ৩৬ ॥

### তন্মধ্যে প্রথমতঃ শ্রীদামা

শ্রীদামার অঙ্গকান্তি শ্যামলবর্ণ ও মনোহর। পরিধানে পীতবসন এবং রত্নমালা দ্বারা অঙ্গ বিভূষিত। বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ, সুতরাং পরম উজ্জ্বল কৈশোরভাবে পরিপূর্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ও বহুবিধ লীলারসের আকর-স্বরূপ। ইহাঁর পিতা বৃষভানু রাজা, মাতা পতিব্রতা কীর্ত্তিদা, শ্রীরাধা ও অনঙ্গমঞ্জরী ইহাঁর কনিষ্ঠা ভগিনী ॥ ৩৭-৩৯ ॥

### সুদামা

সুদামার দেহকান্তি ঈষৎ গৌরবর্ণ ও মনোহারী। পরিধানে

পিতা চ মটুকো নাম রোচনা জননী ভবেৎ ।
সুকিশোরবয়োবেশঃ নানাকেলিরসোৎকরঃ ।। ৪১ ।।

## ১। অথ সুবলঃ ।।

সুবলস্থ গৌরকান্তির্নীলবস্ত্রমনোহরঃ ।
নানারত্নভূষিতাঙ্গো নানাপুষ্পবিভূষিতঃ ।। ৪২ ।।
সার্দ্ধদ্বাদশবর্ষীয়ঃ কৈশোরবয়সোজ্জ্বলঃ ।
সখীভাবং সমাশ্রিত্য নানাসেবাপরিপ্লুতঃ ।। ৪৩ ।।
দ্বয়োর্মিলননৈপুণ্যো মধুরো ভাবভাবিতঃ ।
নানাগুণ-সুখোপেতঃ কৃষ্ণপ্রিয়তমো ভবেৎ ।। ৪৪ ।।

---

নীলবসন এবং রত্নময় আভরণে বিভূষিত। ইহার পিতার নাম মটুক, মাতার নাম রোচনা। সুন্দর কিশোর বয়সে সুশোভিত হইয়া এবং বেশভূষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নানা প্রকার লীলারসে উৎসুক হয়েন ।। ৪০–৪১ ।।

### ১। সুবল

সুবলের কান্তি গৌরবর্ণ। সুবল নীলবসনে মনোহর ও নানা রত্নে বিভূষিত ও বিবিধ পুষ্পমালায় সুশোভিত। সার্দ্ধ দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম, সুতরাং কৈশোর বয়ঃক্রমে উজ্জ্বল। ইনি সখীভাব অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের নানা-সেবায় ব্যাপৃত, এবং শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলন-বিষয়ে সুনিপুন, ও কৃষ্ণভাবে-বিভোর হইয়া অসীম সুখ অনুভব করেন। এই জন্য সখাগণ মধ্যে সুবল শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ প্রীতির পাত্র। [সুবল-মিলন-লীলা বিখ্যাত। একবার শ্রীরাধা সুবলের বেশ ধারণ করতঃ নবীন গো-বৎস বক্ষে লইয়া

## ২। অৰ্জ্জুনঃ ॥

রক্তোৎপলনিভা কান্তিরর্জ্জুনো দীপ্তিমান্ ভবেৎ।
বসনে চন্দ্রকান্তিশ্চ নানারত্নসুশোভিতঃ ॥ ৪৫ ॥
পিতা সুদক্ষিণস্তস্য ভদ্রা চ জননী ভবেৎ।
জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা বসুদামা দ্বয়োঃ প্রেমপরিপ্লুতঃ ॥ ৪৬ ॥
সার্দ্ধাশ্চতুর্দ্দশ সমা বয়ঃ কৈশোরকোজ্জ্বলঃ।
নানাপুষ্পভূষিতাঙ্গো বনমালাবিভূষিতঃ ॥ ৪৭ ॥

## ৩। গন্ধর্ব্বঃ ॥

নিশাকরপ্রভাকান্তির্গন্ধর্ব্বো রূপবান্ ভবেৎ।
রক্তবস্ত্রপরিধানো নানাভরণসংযুতঃ ॥ ৪৮ ॥

---

স্তনযুগল আচ্ছাদন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিয়াছিলেন। কেহ তাঁহাকে শ্রীরাধা বলিয়া জানিতে পারে নাই] ॥ ৪২–৪৪ ॥

### ২। অর্জ্জুন

অর্জ্জুনের কান্তি রক্তপদ্মের ন্যায়, সুতরাং দীপ্তিশালী। চন্দ্রকান্তির ন্যায় ধবল বসন এবং নানা রত্নে সুশোভিত। ইহাঁর পিতার নাম সুদক্ষিণ, মাতার নাম ভদ্রা, বসুদামা ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমে পরিপূর্ণ। সার্দ্ধ-চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স, কৈশোরভাবে উজ্জ্বল, নানাবিধ পুষ্পমালা ও রত্নমালায় অঙ্গ বিভূষিত ॥ ৪৫–৪৭ ॥

### ৩। গন্ধর্ব্ব

গন্ধর্ব্ব বিশেষ রূপবান্। ইহাঁর অঙ্গকান্তি শশধরের ন্যায়,

বয়ো দ্বাদশবর্ষঞ্চ কিশোরবয়সোজ্জ্বলঃ।
নানাপুষ্পভূষিতাঙ্গো গন্ধর্ব্বশ্চ সুশোভিতঃ ॥ ৪৯ ॥
মাতা মিত্রা সুসাধ্বী চ বিনাকো জনকো মহান্।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়তরো নানাকেলিকুতূহলঃ ॥ ৫০ ॥

## ৪। বসন্তঃ ॥

ঈষদ্গৌরাঙ্গকান্তিশ্চ বস্ত্রং চন্দ্রসমোজ্জ্বলং।
নানামণিভূষিতাঙ্গো বসন্ত উজ্জ্বলো ভবেৎ ॥ ৫১ ॥
একাদশবর্ষবয়া নানামাল্যবিভূষিতঃ।
মাতা চ শারদী সাধ্বী পিঙ্গলো জনকো মহান্ ॥ ৫২ ॥

---

পরিধানে রক্তবর্ণ বসন এবং নানাবিধ আভরণে বিভূষিত। বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ এবং কিশোর বয়সে উজ্জ্বল। নানাবিধ পুষ্পমালার ভূষণ থাকায় গন্ধর্ব্ব সুন্দর শোভার আকরস্বরূপ। ইহাঁর মাতা সুন্দরী পতিব্রতা মিত্রা, পিতা মহাত্মা বিনাক। এই বিনাক শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তর ও শ্রীকৃষ্ণলীলায় বিবিধ বিলাস দ্বারা বিশেষ কুতূহলী ॥ ৪৮–৫০ ॥

### ৪। বসন্ত

বসন্তের অঙ্গকান্তি ঈষৎ গৌরবর্ণ। বসন চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল, এবং অঙ্গ নানাবিধ মণি ও পুষ্পমালা দ্বারা ভূষিত হওয়ায় রূপ বড়ই উজ্জ্বল। বয়স একাদশ বৎসর। মাতা পতিব্রতা শারদী, পিতা মহাত্মা পিঙ্গল ॥ ৫১–৫২ ॥

## ৫। উজ্জ্বলঃ

রক্তবর্ণপ্রভা কান্তিরুজ্জ্বলঃ পরমোজ্জ্বলঃ।
তারাবলী-সমং বস্ত্রং মুক্তাপুষ্পবিরাজিতঃ ॥ ৫৩ ॥
সাগরাখ্যঃ পিতা তস্য মাতা বেণী পতিব্রতা।
ত্রয়োদশবর্ষবয়াঃ কিশোরঃ পরমোজ্জ্বলঃ ॥ ৫৪ ॥

## ৬। কোকিলঃ ॥

শুভ্রকান্তিঃ সুলাবণ্যঃ কোকিলঃ পরমোজ্জ্বলঃ।
নীলবস্ত্রপরিধানো নানারত্নবিভুষিতঃ ॥ ৫৫ ॥
বর্ষৈকাদশকং মাসাশ্চত্বারো যদ্বয়ঃক্রমঃ।
জনকঃ পুষ্করো নাম মেধা মাতা যশস্বিনী ॥ ৫৬ ॥

---

### ৫। উজ্জ্বল

উজ্জ্বলের দেহকান্তি রক্তবর্ণ। বসন নক্ষত্রমালার ন্যায়, মুক্তা ও পুষ্পদ্বারা বিরাজিত। সুতরাং উজ্জ্বল নাম ও স্বভাব উভয় প্রকারেই উজ্জ্বল। বয়স ত্রয়োদশ বৎসর ও কিশোরাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উজ্জ্বল নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। ইহাঁর পিতার নাম সাগর, মাতার নাম পতিব্রতা বেণী ॥ ৫৩–৫৪ ॥

### ৬। কোকিল

পরম উজ্জ্বল কোকিলের অঙ্গপ্রভা শুভ্রবর্ণ ও লাবণ্যপূর্ণ। পরিধানে নীলবসন, নানা রত্নে দেহ বিভূষিত। ইহাঁর বয়ঃক্রম একাদশ বৎসর চারি মাস। পিতার নাম পুষ্কর, মাতার নাম যশস্বিনী মেধা ॥ ৫৫–৫৬ ॥

## ৭। সনন্দনঃ ॥

ঈষদ্দেগৌরাঙ্গকান্তিশ্চ শোভিতশ্চ সনন্দনঃ।
নীলবস্ত্রপরীধানো নানাভরণভূষিতঃ॥ ৫৭॥
সার্দ্ধাশ্চতুর্দ্দশ সমা বয়ো মাল্যবিরাজিতঃ।
অরুণাক্ষঃ পিতা তস্য মাতা চ মল্লিকা ভবেৎ॥ ৫৮॥
শ্রীমান্ সনন্দনস্তত্র সৌহৃদানন্দসুন্দরঃ।
মূর্ত্তিমানেব রসরাড়ুজ্জ্বলশ্চ মহোজ্জ্বলঃ॥ ৫৯॥

## ৮। বিদগ্ধঃ ॥

রূপং চম্পকবর্ণাঢ্যং বিদগ্ধো দীপ্তিমান্ ভবেৎ।
শিখিকণ্ঠবর্ণবাসা মুক্তামালাবিভূষিতঃ॥ ৬০॥

---

### ৭। সনন্দন

সুশোভিত সনন্দনের অঙ্গকান্তি কিঞ্চিৎ গৌরবর্ণ। পরিধানে নীল-বসন, এবং নানাবিধ আভরণে ও পুষ্পমালায় বিভূষিত। বয়স সার্দ্ধচতুর্দ্দশ বৎসর। পিতার নাম অরুণাক্ষ, মাতার নাম মল্লিকা। উল্লিখিত সখ্যদিগের মধ্যে শ্রীমান্ সনন্দন সৌহার্দ্দ-জনিত আনন্দে সুন্দর, উজ্জ্বল হইতেও মহোজ্জ্বল, এবং মূর্ত্তিমান্ রসরাজ শৃঙ্গার-রসের ন্যায়॥ ৫৭-৫৯॥

### ৮। বিদগ্ধ

দীপ্তিমান্ বিদগ্ধের রূপ চম্পক-পুষ্পের ন্যায় মনোহর। বসন ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় মেচক-বর্ণ। অঙ্গ মুক্তমালায় বিভূষিত। বয়ঃক্রম পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসর, এবং কিশোর বয়সে অত্যন্ত

চতুর্দ্দশবর্ষপূর্ণঃ কিশোরঃ পরমোজ্জ্বলঃ।
পিতা চ মটুকো নাম জননী রোচনা ভবেৎ ॥ ৬১ ॥
সুদামা চাগ্রজভ্রাতা ভগিনী সুশীলাপি চ।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়তমো যুগ্মভাববিভাবিতঃ ॥ ৬২ ॥

**তত্র শ্রীমধুমঙ্গলঃ ॥**

ঈষচ্ছ্যামলবর্ণোঽপি শ্রীমধুমঙ্গলো ভবেৎ।
বসনং গৌরবর্ণাঢ্যং বনমালাবিরাজিতঃ ॥ ৬৩ ॥
পিতা সান্দীপনির্দেবো মাতা চ সুমুখী সতী।
নান্দীমুখী চ ভগিনী পৌর্ণমাসী পিতামহী ॥ ৬৪ ॥
বিদূষকঃ কৃষ্ণসখঃ শ্রীমধুমঙ্গলঃ সদা ॥ ৬৫ ॥ *

---

উজ্জ্বল। পিতার নাম মটুক, জননীর নাম রোচনা। পূর্ব্বোক্ত সুদামা ইহাঁর অগ্রজ ভ্রাতা, ভগিনীর নাম সুশীলা। ইনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম এবং যুগলভাবে বিভোর ॥ ৬০–৬২ ॥

তন্মধ্যে শ্রীমধুমঙ্গল

শ্রীমধুমঙ্গল ঈষৎ শ্যামবর্ণ, বস্ত্র গৌরবর্ণ, দেহ বন-মালায় বিরাজিত। পিতা দেব-সান্দীপনি, মাতা পতিব্রতা সুমুখী। নান্দীমুখী ইহাঁর ভগিনী, পৌর্ণমাসী ইহাঁর পিতামহী। মধুমঙ্গল কৃষ্ণের একজন মুখ্য সখা ও বিদূষক ॥ ৬৩–৬৫ ॥

---

* বিকৃতাঙ্গবচোবেশৈর্হাস্যকারী বিদূষকঃ ॥

বিদূষক বিকৃত অঙ্গভঙ্গী, বাক্য ও বেশ দ্বারা সর্ব্বদাই হাস্যরস জন্মাইয়া থাকেন ॥

সাহিত্যদর্পণে চ—

কুসুমবসন্তাদ্যভিধঃ কর্ম্মবপুর্বেশভাষাদ্যৈঃ।
হাস্যকরঃ কলহরতি র্বিদূষকঃ স্যাৎ স্বকর্ম্মজ্ঞঃ ॥

## অথ শ্রীবলরামঃ ।।

শুভ্রঃ স্ফটিকবর্ণাঢ্যো বলরামো মহাবলঃ ।
নীলবস্ত্রপরিধানো বনমালাবিরাজিতঃ ।। ৬৬-৬৭ ।।
দীর্ঘকেশঃ সুলাবণ্যশ্চূড়া চারুর্মনোহরা ।
রত্নকুণ্ডলযুগ্মঞ্চ কর্ণযুগ্মে বিরাজিতঃ ।। ৬৮ ।।
নানাপুষ্পমণের্হারঃ কণ্ঠদেশে সুশোভিতঃ ।
কেয়ূরবলয়ৌ যুগ্মৌ বাহুযুগ্মে বিরাজিতৌ ।। ৬৯ ।।

---

### শ্রীবলরাম

শ্রীবলরামের অঙ্গপ্রভা স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র। মহাবল-পরাক্রান্ত বলিয়া নাম "বলরাম"। পরিধানে নীলাম্বর, বনমালায় সুশোভিত কেশপাশ দীর্ঘ অথচ সুন্দর লাবণ্যপূর্ণ, চূড়া চারু ও মনোহারিণী যুগলকর্ণে যুগল রত্নকুণ্ডল বিরাজিত, নানাবিধ পুষ্পময় ও মণিময় হার কণ্ঠদেশে বিরাজমান,

---

ইহার বঙ্গানুবাদ যথা—

বিদূষকের নাম কোন পুষ্প বা বসন্তাদি ঋতুর নামের অনুরূপ হইবে। কার্য্য, শরীর, বেষভূষা ও বাক্য কথন দ্বারা হাস্যরসের উৎপাদক এবং সর্ব্বদাই কলহপ্রিয়, এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত সখাকে বিদূষক কহে। ইনি ভোজনাদি কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী।

(ক) "অয়ং বৈ রোহিণীপুত্রো রময়ন্ সুহৃদো গুণৈঃ। আখ্যস্যতে রাম ইতি বলাধিক্যাদ্ বলং বিদুঃ। ( ভাগবত ১০ম। ৭। ৮) এই রোহিণীনন্দন নিজগুণে সুহৃদ্গণের মন হরণ করিবেন বলিয়া ইহার নাম রাম এবং অতিশয় বলশালী বলিয়া বল। উভয় নামের যোগে বলরাম।

রত্ননূপুরযুগ্মঞ্চ পাদযুগ্মে সুশোভিতং।
বসুদেবঃ পিতা তস্য মাতা চ রোহিণী ভবেৎ ॥ ৭০ ॥
নন্দো মিত্রং পিতুস্তস্য মাতা সাধ্বী যশোমতী।
ভ্রাতা কনীয়ান্ শ্রীকৃষ্ণঃ সুভদ্রা ভগিনী চ সা ॥ ৭১ ॥

---

যুগল কেয়ুর ও বলয় বাহুযুগলে সুশোভিত, রত্নময় নূপুরযুগল যুগলচরণে শোভমান। ইহাঁর পিতা শ্রীবসুদেব, মাতা শ্রীরোহিণী। নন্দ মহারাজ ও সাধ্বী যশোমতী এই উভয়েই বসুদেব মহাশয়ের পরম মিত্রস্থানীয়। শ্রীকৃষ্ণ বলরামের

---

যদুবংশে দেবমীঢ় নামে রাজা দুই বিবাহ করেন। এক স্ত্রী বৈশ্যা ও এক স্ত্রী ক্ষত্রিয়া। বৈশ্যার গর্ভে পর্জ্জন্য এবং ক্ষত্রিয়ার গর্ভে শূর জন্মগ্রহণ করেন। পর্জ্জন্যের পুত্র নন্দ, শূরের পুত্র বসুদেব। এইজন্য নন্দ মহারাজ বসুদেবের ভ্রাতা এবং পরম সুহৃদ্। পর্জ্জন্য প্রথমে নন্দীশ্বরে বাস করেন, তৎপরে কেশিদৈত্যের ভয়ে মহাবনে বাস হয়। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর কংসের উপদ্রবে তথা হইতে বৃন্দাবনে আসেন। দেবমীঢ় প্রথমে পর্জ্জন্যকে গোপের রাজা করিয়া মহাবন বা গোকুলের রাজ্য দান করেন এবং শূরকে মথুরার রাজা করিয়া দেন। সমগ্র মথুরাখণ্ডের রাজ্য শেষে কংসের হস্তগত হয়। কংসই বড় রাজা, ও নন্দাদি সামন্ত নরপতি হয়েন। কংসের ভয়ে বসুদেব নিজপত্নী রোহিণীকে গোকুলে নন্দালয়ে রাখিয়া দেন। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব আজ্ঞাক্রমে যোগমায়া দেবী দেবকীর সপ্তম গর্ভ আকর্ষণপূর্ব্বক রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করেন, সেই গর্ভই বলরাম। ইহাতে মথুরাবাসীরা জানিতেন যে গর্ভস্রাব হইয়া গেল অথবা কংসই কৌশলে গর্ভ নষ্ট করিল।

"অহো বিস্রংসিতো গর্ভ ইতি পৌরা বিচুক্রুশুঃ॥ (ভাগবত ১০ম। ২। ১০) অন্যান্য সিদ্ধান্ত ভাগবতের দশমে ২। ৩ অধ্যায়ে বৈষ্ণবতোষণীতে ও গোপালচম্পুর পূর্ব্বচম্পুর ৩য় পূরণে দ্রষ্টব্য।

বয়ঃ ষোড়শবর্ষঞ্চ কিশোরপরমোর্জ্জলঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়তমো নানাকেলিরসাকর ॥ ৭২ ॥

## অথ বিটাঃ ॥

কড়ার ভারতীবন্ধ-গন্ধবেদাদয়ো বিটাঃ।
বিবিধাঃ সেবকাস্তস্য সেবাসৌখ্যপরায়ণঃ ॥ ৭৩ ॥

---

কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সুভদ্রা ভগিনী। বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর, পরম উজ্জ্বল কৈশোরভাবপূর্ণ। ইনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম এবং নানাবিধ লীলারসের আকরস্বরূপ ॥ ৬৬—৭২ ॥

### বিটগণ

শ্রীকৃষ্ণের সেবাসুখপরায়ণ সেবকগণ বহুবিধ। তন্মধ্যে কড়ার, ভারতীবন্ধ এবং গন্ধবেদ প্রভৃতি সেবকগণকে বিট কহে ॥ ৭৩ ॥

---

† সাহিত্যদর্পণোক্ত বিটলক্ষণ যথা—

সম্ভোগহীনসম্পদবিটস্তু ধূর্ত্তঃ কলৈকদেশজ্ঞঃ।
বেশোপচারকুশলো বাগ্মী মধুরোঽথ বহুমতো গোষ্ঠ্যাং ॥

যে ব্যক্তি নানাবিধ বিলাসিতা ও সুখসম্ভোগ করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছে, যাহার স্বভাব ধূর্ত্ততায় পরিপূর্ণ, গীত-বাদ্যাদি কলার কোনটীই সম্পূর্ণ অবগত নহে, কিন্তু লেশমাত্র অবগত, বেশভূষা ও উপচার বিষয়ে সুনিপুণ, বাক্যভঙ্গী দ্বারা লোক ভুলাইতে দক্ষ, মধুর ভাবযুক্ত এবং গোষ্ঠী অর্থাৎ সনাতন ধর্ম্ম ও সমান ভাবাপন্ন লোকের সমাজে বেশ সম্মানিত, এইরূপ ব্যক্তিকে বিট কহে। এই লক্ষণে বিট একরূপ স্বার্থপর ব্যক্তিকেই বুঝায়! কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বিট শ্রীকৃষ্ণসেবায় আত্মসুখ বিসর্জ্জন করেন—শ্রীকৃষ্ণের সুখেই সুখী। সুতরাং সাধারণ বিট হইতে ইহার অনেক পার্থক্য বুঝিতে হইবে।

## অথ চেটাঃ ॥

চেটা ভঙ্গুরভৃঙ্গারসান্ধিকগ্রহিলাদয়ঃ। †
রক্তকঃ পত্রকঃ পত্রী মধুকণ্ঠো মধুব্রতঃ।
শালিকস্তালিকো মালী মানমালাধরাদয়ঃ ॥ ৭৪-৭৫ ॥ *
তদ্বেণুশৃঙ্গমুরলীযষ্টি-পাশাদিধারিণঃ।
অমীষাং ঘটকাশ্চামী ধাতূনাং চোপহারকাঃ ॥ ৭৬ ॥

## তত্র তাম্বুলিকাঃ ॥

পৃথুকাঃ পার্শ্বগাঃ কেলিকলালাপকলাঙ্কুরাঃ।
পল্লবো মঙ্গলঃ ফুল্লঃ কোমলঃ কপিলাদয়ঃ ॥ ৭৭ ॥

---

### চেটগণ

ভঙ্গুর, ভৃঙ্গার, সান্ধিক, গান্ধিক, রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ, মধুব্রত, শালিক, তালিক, মালী, মানধর ও মালাধর প্রভৃতি সেবকগণ শ্রীকৃষ্ণের চেটরূপে গণ্য। ইহাঁরা শ্রীকৃষ্ণের বেণু শৃঙ্গ ( শিঙা ), মুরলী, যষ্টি ও পাশ ( গোদোহন রজ্জু ) প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য বহন করিয়া থাকেন। এবং এই চেটগণ বেণু প্রভৃতি দ্রব্যসমূহের ঘটনা অর্থাৎ যথাকালে যোজনাও করিতে সুদক্ষ। ইহাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে গৈরিকাদি ধাতুদ্রব্য উপহার দিয়া থাকেন ॥ ৭৪-৭৬ ॥

### তাম্বুলিকগণ

পল্লব, মঙ্গল, ফুল্ল, কোমল, কপিল, সুবিলাস, বিলাস,

---

† সান্ধিকা ষান্ধিকাদয়ঃ। ইতি চ পাঠঃ।

* তালিকস্থলে তাতিক ইত্যাদি পাঠো দৃশ্যতে।

সুবিলাস-বিলাসাক্ষ-রসাল-রসশালিনঃ ।
জম্বুলাদ্যশ্চ তাম্বূলপরিষ্কারবিচক্ষণাঃ ॥ ৭৮ ॥

**জলসেবকাঃ ॥**

পয়োদবারিদাদ্যাশ্চ নীরসংস্কারকারিণঃ ॥

**বস্ত্রসেবকাঃ ( রজকাঃ ) ॥**

বস্ত্রোপচারনিপুণাঃ সারঙ্গবকুলাদয়ঃ ॥ ৭৯ ॥

**বেশকারিণঃ ॥**

প্রেমকন্দো মহাগন্ধঃ সৈরিন্ধ্রমধুকন্দলাঃ ।
মকরন্দাদয়শ্চামী সদা শৃঙ্গারকারিণঃ ॥ ৮০ ॥

---

রসাল, রসশালী, এবং জম্বূল প্রভৃতি সেবকগণ শ্রীকৃষ্ণের তাম্বূল-সেবায় নিযুক্ত। ইহাঁরা তাম্বূলের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও নির্ম্মাণ-পরিপাটীতে বিচক্ষণ। সকলেই অল্পবয়স্ক, সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের নিকটস্থিত এবং লীলাকথা ও গীতবাদ্যাদি কলা কীর্ত্তনে অঙ্কুর, অর্থাৎ প্রথম-প্রবৃত্ত ॥ ৭৭–৭৮ ॥

### জলসেবকগণ

পয়োদ এবং বারিদ প্রভৃতি দাসগণ শ্রীকৃষ্ণের জলসংস্কার করিয়া থাকেন।

### বস্ত্রসেবক ( রজকগণ )

সারঙ্গ ও বকুলাদি ভৃত্যগণ শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্র-সেবাতে, অর্থাৎ বসন পরিষ্কার ও বসন সজ্জায় কুশল ॥ ৭৯ ॥

### বেশকারিগণ

প্রেমকন্দ, মহাগন্ধ, সৈরিন্ধ্র, মধু, কন্দল এবং মকরন্দ

## গান্ধিকাঃ ।।

সুমনঃ-কুসুমোল্লাস-পুষ্পহাস-হরাদয়ঃ ।
গন্ধাঙ্গরাগমাল্যাদি-পুষ্পালঙ্কৃতিকারিণঃ ।
দক্ষাঃ সুবন্ধকর্পূরসুগন্ধ-কুসুমাদয়ঃ ।। ৮১ ।।

## নাপিতাঃ ।।

নাপিতাঃ কেশসংস্কারে মর্দ্দনে দর্পণার্পণে ।
† কোষাধিকারিণঃ স্বচ্ছসুশীলপ্রগুণাদয়ঃ ।।

---

প্রভৃতি ভৃত্যগণ সর্ব্বদার জন্য শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গার, অর্থাৎ বেশভূষা কার্য্যে অধিকার প্রাপ্ত ।। ৮০ ।।

### গান্ধিকগণ

সুমনাঃ, কুসুমোল্লাস, পুষ্পহাস, হর, সুবন্ধ, কর্পূর, সুগন্ধ এবং কুসুম প্রভৃতি ভৃত্যগণ শ্রীকৃষ্ণের গন্ধদ্রব্য প্রদান, অঙ্গে অগুরু কুঙ্কুম প্রভৃতির রঞ্জনকার্য্য, মাল্যদান এবং পুষ্প-ভূষণাদি-কার্য্যে নিযুক্ত ও তত্তৎকার্য্যে বিশেষ নিপুণ ।। ৮১ ।।

### নাপিতগণ

স্বচ্ছ, সুশীল ও প্রগুণ প্রভৃতি ভৃত্যগণ শ্রীকৃষ্ণের নাপিত, অর্থাৎ ক্ষৌরকার। ইহাঁরা কেশসংস্কার,* দেহমর্দ্দন, দর্পণ-দান ও ভাণ্ডার বিষয়ক সমস্ত অধিকারে নিযুক্ত।

---

† শীতলপ্রগুণাদয়ঃ। ইত পাঠঃ।

* ক্ষৌর করিয়া দেহ মর্দ্দন ( গা টেপা ) পশ্চিম দেশে অদ্যাপি প্রচলিত। সচরাচর সকল নাপিতেরই এই কার্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

## অপরাঃ ॥

বিমলঃ কোমলাদ্যাশ্চ স্থালীপীঠাদিধারকাঃ ॥ ৮২ ॥

## পরিচারিকাঃ ॥

ধনিষ্ঠা-চন্দনকলা-গুণমালা-রতিপ্রভাঃ।
* তরুণীন্দুপ্রভা শোভারম্ভাদ্যাঃ পরিচারিকাঃ।
† গৃহমার্জনসংস্কারালেপক্ষীরাদ্দিকোবিদাঃ ॥ ৮৩ ॥

## অথ চেট্যঃ ॥

চেট্যঃ কুরঙ্গীভৃঙ্গারী-সুলম্বালম্বিকাদয়ঃ ॥ ৮৪ ॥

---

### অপর ভৃত্যগণ

বিমল, কোমল প্রভৃতি ভৃত্যগণ শ্রীকৃষ্ণের ভোজনস্থালী ও পীঠ, অর্থাৎ পীঁড়ি প্রভৃতি বহন করেন ॥ ৮২ ॥

### পরিচারিকাগণ

ধনিষ্ঠা, চন্দনকলা, গুণমালা, রতিপ্রভা, তরুণী, ইন্দুপ্রভা, শোভা এবং রম্ভা, প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের পরিচারিকা, অর্থাৎ কিঙ্করী বা দাসী। ইহাঁরা গৃহমার্জ্জন, গৃহসংস্কার, গৃহলেপন এবং দুগ্ধাদি আনয়ন কার্য্যে বিশেষ দক্ষ ॥ ৮৩ ॥

### চেটীগণ

কুরঙ্গী, ভৃঙ্গারী, সুলম্বা এবং অলম্বিকা প্রভৃতি সেবিকাগণ শ্রীকৃষ্ণের চেটী, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত চেটগণের পত্নী ॥ ৮৪ ॥

---

* তরণীন্দুপ্রভা ইতি চ পাঠঃ॥

† গৃহসম্মার্জ্জনালেপক্ষীবাবর্ত্তাদিকোবিদাঃ। ইতি চ পাঠঃ।

## অথ চরাঃ ॥

চতুরশ্চারণো ধীমান্ পেশলাদ্যাশ্চরোত্তমাঃ।
চরন্তি গোপগোপীষু নানাবেশেন যে সদা ॥ ৮৫ ॥

## অথ দূতাঃ ॥

দূতা বিশারদো তুঙ্গবাবদূকমনোরমাঃ।
নীতিসারাদয় কেলৌ * গোপীকুলেষু চ ॥ ৮৬ ॥

## অথ শ্রীকৃষ্ণস্য দূতীপ্রকরণং ॥

---

### চরগণ

চতুর, চারণ, ধীমান্ এবং পেশল প্রভৃতি ভৃত্যগণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ চর। ইহাঁরা নানাবিধ বেশ ধারণ পূর্ব্বক ( গুপ্তভাবে ) শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যসাধন জন্য গোপ-গোপীদিগের নিকট যাতায়াত করিয়া থাকেন ॥ ৮৫ ॥

### দূতগণ

তুঙ্গ, বাবদূক, মনোরম এবং নীতিসার প্রভৃতি ভৃত্যগণ শ্রীকৃষ্ণের দূত। ইহাঁরা সকল কার্য্যে বিশারদ। গোপীগণের নিকট কেলি ও কলি ( কলহ ) উভয় কার্য্যেই সুদক্ষ এবং সার্থকনামা। অর্থাৎ, তুঙ্গ কার্য্যসাধনে উন্নত, বাবদূক উচিত অনুচিত সকল কথাই বলিতে অতিশয় পটু, মনোরম সকলেরই মন হরণ করিতে সমর্থ ॥ ৮৬ ॥

### অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের দূতীপ্রকরণ

---

* রামাকুলেষু চ। পাঠান্তরং।

পৌর্ণমাসী বীরা বৃন্দা বংশী নান্দীমুখী তথা।
বৃন্দারিকা তথা মেলা মুরলাদ্যাশ্চ দূতিকাঃ ॥ ৮৭ ॥
নানাসন্ধানকুশলা তয়োর্মিলনকারিণী।
কুঞ্জাদিসংস্ক্রিয়াভিজ্ঞা বৃন্দা তাসু বরীয়সী ॥ ৮৮ ॥

**তত্র পৌর্ণমাসী ॥**

পৌর্ণমাস্যা অঙ্গকান্তিস্তপ্তকাঞ্চনসন্নিভা।
শুক্লবস্ত্রপরীধানা বহুরত্নবিভূষিতা ॥ ৮৯ ॥

---

পৌর্ণমাসী, বীরা, বৃন্দা, বংশী, নান্দীমুখী, বৃন্দারিকা, মেলা এবং মুরলী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের নিজপক্ষের দূতীগণ। ইহাঁরা নানা সন্ধানে কুশলা, এবং প্রেয়সীদিগের সহিত শ্রীরাধানাথের মিলন করাইতে সুপটু, ও কুঞ্জাদি মিলন-স্থানের সংস্কারকার্য্যে অভিজ্ঞা। ইহাঁদের মধ্যে বৃন্দা সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠতমা ॥ ৮৭-৮৮ ॥

## পৌর্ণমাসী

† পৌর্ণমাসীর অঙ্গকান্তি তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়। পরিধানে শুক্লবসন এবং বহুরত্নে বিভূষিতা। ইহাঁর পিতা সুরতদেব,

---

† সুরতদেবের ঔরসে চন্দ্রকলার গর্ভে পৌর্ণমাসীর ও দেবপ্রস্থের জন্ম হয়। পৌর্ণমাসীর পুত্র সান্দীপনি। ইনি রাম ও কৃষ্ণের বিদ্যাগুরু, অবন্তীনগরে বাস। সান্দীপনির ঔরসে ও সুমুখীর গর্ভে পুত্র মধুমঙ্গল ও কন্যা নান্দীমুখী উৎপন্ন হয়েন। পৌর্ণমাসী, মধুমঙ্গল, নান্দীমুখী ও দেবপ্রস্থ এই চারি জন কৃষ্ণলীলার সহায় হইয়া এবং অবন্তীনগর ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ বৃহদ্ভাগে ২৭। ২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পিতা সুরতদেবশ্চ মাতা চন্দ্রকলা সতী।
প্রবলস্তু পতিস্তস্যা মহাবিদ্যা যশস্করী ॥ ৯০ ॥
ভ্রাতাপি দেবপ্রস্থশ্চ ব্রজে সিদ্ধা শিরোমণিঃ।
নানাসন্ধানকুশলা দ্বয়োঃ সঙ্গমকারিণী ॥ ৯১ ॥

**তত্র বীরা ॥**

বীরা নাম বরা দূতী খ্যাতস্যা পূজিতা ব্রজে।
বীরা প্রগল্‌ভবচনা বৃন্দা চাটূক্তিপেশলা ॥
এষা শ্যামলকান্তিশ্চ শুক্লাভ-বসনোজ্জ্বলা।
নানারত্ন-পুষ্পমালা-ভূষণৈর্ভূষিতাপি চ ॥ ৯২ ॥
কবলঃ পতিরেতস্যা মাতা চ মোহিনী সতী।
তস্যাঃ পিতা বিশালোঽপি ভগিনী কবলা ভবেৎ।
জটিলায়াঃ প্রিয়তমা জাবটাখ্যপুরস্থিতা ॥ ৯৩ ॥

---

মাতা পতিব্রতা চন্দ্রকলা, পতি প্রবল। নিজে মহাবিদ্যায় বিশেষ যশস্বিনী, ও ব্রজমণ্ডলে সিদ্ধা অর্থাৎ যোগিনীদিগের শিরোমণি। ইহাঁর ভ্রাতা দেবপ্রস্থ। পৌর্ণমাসী নানা সন্ধানে কুশলা, এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনকারিণী ॥ ৮৯–৯১ ॥

## বীরা

অপরা দূতীর নাম বীরা। ইনি ব্রজমণ্ডলের মধ্যে পূজিতা ও বিখ্যাতা। বীরা দূতীর বাক্য প্রগল্‌ভ অর্থাৎ অহঙ্কারপূর্ণ। এবং বৃন্দা চাটুবাক্য অর্থাৎ তোষামোদে সুচতুরা। বীরার দেহপ্রভা শ্যামলবর্ণা, শুক্লবর্ণ বসনদ্বারা উজ্জ্বলাঙ্গী, নানাবিধ পুষ্পমালা ও ভূষণদ্বারা বিভূষিতা। পতি কবল, মাতা পতিব্রতা মোহিনী। পিতা বিশাল, ভগিনী কবলা। ইনি জটিলার

নানাসন্ধাননিপুণা দ্বয়োর্মিলনচেষ্টিতা ॥ ৯৪ ॥

**তত্র বৃন্দায়া বিশেষঃ ॥**

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা বৃন্দা কান্তির্মনোহরা।
নীলবস্ত্রপরীধানা মুক্তা-পুষ্পবিরাজিতা ॥ ৯৫ ॥
চন্দ্রভানুঃ পিতা তস্যাঃ ফুল্লরা জননী তথা।
পতিরস্যা মহীপালো মঞ্জরী ভগিনী চ সা ॥ ৯৬ ॥
বৃন্দাবন-সদাবাসা নানাকেলীরসোৎসুকা।
উভয়োর্মিলনাকাঙ্ক্ষী তয়োঃ প্রেমপরিপ্লুতা ॥ ৯৭ ॥

---

বিশেষ প্রিয়তমা এবং জাবট নানক গ্রামে ইহাঁর বাসস্থান। বীরা-দূতী নানা সন্ধানে বেশভূষা করিতে সমর্থা, ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলন-বিষয়ে বিশেষ চেষ্টাকারিণী ॥ ৯২–৯৪ ॥

## বৃন্দার বিশেষ

পূর্ব্বোক্ত ৮৭ শ্লোকে দূতীগণের নাম কথন প্রসঙ্গে বৃন্দার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইলেও বিশেষ বিবরণ লিখিত হইতেছে।

বৃন্দার দেহকান্তি মনোহর ও তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়, এবং নীলবসন, মুক্তা ও পুষ্প দ্বারা বিভূষিতা। ইহাঁর পিতার নাম চন্দ্রভানু, জননীর নাম ফুল্লরা, পতির নাম মহীপাল, ভগিনীর নাম মঞ্জরী। নিত্য-বসতিস্থান বৃন্দাবন। বৃন্দা শ্রীরাধানাথের নানাবিধ লীলারসে সমুৎসুক এবং উভয়ের মিলন-কার্য্যে প্রেম-পরিপূর্ণা হয়েন ॥ ৯৫–৯৭ ॥

## অথ নান্দীমুখী ॥

নান্দীমুখী গৌরবর্ণা পট্টবস্ত্রবিধারিণী।
সান্দীপনিঃ পিতা তস্যা মাতা চ সুমুখী সতী ॥ ৯৮ ॥
ভ্রাতা মধুমঙ্গলোঽস্যাঃ পৌর্ণমাসী পিতামহী।
নানারত্নভূষিতাঙ্গী কৈশোরবয়সোজ্জ্বলা ॥ ৯৯ ॥
নানাসন্ধানকুশলা নানাশিল্পবিধায়িনী।
দ্বয়োর্মিলননৈপুণ্যা সদা প্রেমযুতা ভবেৎ ॥ ১০০ ॥

## অথ সাধারণভৃত্যাঃ ॥

শোভনদীপনাদ্যাশ্চ দীপিকাধারিণো মতাঃ।
সুধাকার-সুধানাদ-সানন্দাদ্যা মৃদঙ্গিনঃ ॥

---

### নান্দীমুখী

নান্দীমুখীর বর্ণ গৌর, পরিধানে পট্টবস্ত্র। ইহাঁর পিতা সান্দীপনি, মাতা পতিব্রতা সুমুখী। ভ্রাতার নাম মধুমঙ্গল, পিতামহীর নাম পৌর্ণমাসী। অঙ্গ নানারত্নে বিভূষিত এবং কৈশোর-বয়স দ্বারা বিশেষ উজ্জ্বল। ইনি নানাবিষয়ের সন্ধানে কুশলা, নানাবিধ শিল্পকার্য্যে তৎপরা। শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন-কার্য্যে সুনিপুণা এবং সর্ব্বদা উভয়ের প্রেমে পরিপূর্ণা ॥৯৮—১০০॥

### সাধারণ ভৃত্যের নামাদি

শোভন এবং দীপন আদি ভৃত্যগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রদীপ-দানাদি, এবং সুধাকর, সুধানন্দ ও সানন্দ প্রভৃতি ভৃত্যগণ মৃদঙ্গবাদন আদি সেবায় অধিকৃত। ইহাঁরা সকলেই গীত-বাদিত্রাদি

কলাবন্তস্তু মহতীবাদিনো গুণশালিনঃ ॥ ১০১ ॥
বিচিত্ররাবমধুররাবাদ্যাস্তস্য বন্দিনঃ।
নর্ত্তকাশ্চন্দ্রহাসেন্দুহাস-চন্দ্রমুখাদয়ঃ ॥ ১০২ ॥
কলকণ্ঠঃ সুকণ্ঠশ্চ সুধাকণ্ঠাদয়োঽপ্যমী।
ভারতঃ সারদো বিদ্যাবিলাস-সরসাদয়ঃ।

---

* চতুষষ্টি কলায় কুশল, বহুগুণে বিভূষিত এবং † মহতী-নাম্নী নারদের বীণা পর্য্যন্ত বাজাইতে সমর্থ ॥ ১০১ ॥

বিচিত্ররাব ও মধুররাব প্রভৃতি ভৃত্যগণ শ্রীকৃষ্ণের বন্দী, অর্থাৎ স্তুতিপাঠক। চন্দ্রহাস, ইন্দুহাস এবং চন্দ্রমুখ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যকারী ॥ ১০২ ॥

কলকণ্ঠ, সুকণ্ঠ, সুধাকণ্ঠ, ভারত, সারদ, বিদ্যাবিলাস

---

* চতুঃষষ্টিকলার বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বে বৃহদ্-ভাগে ১৮৪ শ্লোকের পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

† শিশুপালবধ নামক মহাকাব্যের প্রথমসর্গে দশম শ্লোকে—

"অবেক্ষমাণং মহতীং মুহুর্মুহুঃ" অর্থাৎ নারদ মহতী নাম্নী নিজ বীণা মুহুর্মুহুঃ অবলোকন করিতেছেন। এই স্থানে মল্লিনাথকৃত টীকায় দেখা যায় যে, বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্বের বীণার নাম বৃহতী, তুম্বুরুনামা গন্ধর্ব্বের বীণার নাম কলাবতী, নারদের বীণার নাম "মহতী", এবং সরস্বতীর বীণার নাম কচ্ছপী। যথা—

"বিশ্বাবসোস্তু বৃহতী তুম্বুরোস্তু কলাবতী।
মহতী নারদস্য স্যাৎ সরস্বত্যাস্তু কচ্ছপী ॥"

নারদ শিশুপালবধের সুচনা করিবার জন্য দেবলোক হইতে মথুরায় বসুদেব-ভবনে কৃষ্ণের নিকট আগমন করিতেছেন। ইহা সেই সময়ের কথা।

সর্ব্বপ্রবন্ধনিপুণা রসজ্ঞাস্তালধারিণঃ ॥ ১০৩ ॥
কঞ্চুকাদিবিনির্মাতা রৌচিকো নাম সৌচিকঃ।
নির্ণেজকাস্তু সুমুখো দুর্লভো রঞ্জনাদয়ঃ ॥ ১০৪ ॥
পুণ্যপুঞ্জস্তথা ভাগ্যরাশিরিত্যস্য হড্ডিপৌ ॥ ১০৫ ॥
স্বর্ণকারাবলঙ্কারকারৌ রঙ্গন-টঙ্কনৌ।
কুলালৌ মন্থনীপারীকারৌ পবন-কর্ম্মঠৌ ॥ ১০৬ ॥
বর্দ্ধকী বর্দ্ধমানাখ্যঃ খট্টাশকটকারকৌ।

---

এবং সরস প্রভৃতি ভৃত্যগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গীতের তাল ধরিয়া থাকেন। ইহাঁরা সকল বিষয়েই প্রবন্ধ রচনায় নিপুণ ও রসজ্ঞ ॥ ১০৩ ॥

সূচীকর্ম্ম অর্থাৎ ছুঁচের শেলাই কার্য্যে নিপুণ রৌচিক-নামক ভৃত্য কঞ্চুক অর্থাৎ কাঁচুলী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন। সুমুখ, দুর্লভ এবং রঞ্জন প্রভৃতি ভৃত্যগণ নির্ণেজন অর্থাৎ বস্ত্রক্ষালন-কার্য্যে অধিকৃত ॥ ১০৪ ॥

পুণ্যপুঞ্জ এবং ভাগ্যরাশি নামক ভৃত্যদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের হড্ডিপ, অর্থাৎ গৃহ ও গৃহপ্রান্তের ময়লা মাটী পরিষ্কারকারী হাড়ী ॥ ১০৫ ॥

রঙ্গন এবং টঙ্কন নামক দুইজন ভৃত্য শ্রীকৃষ্ণের স্বর্ণকার অর্থাৎ অলঙ্কার নির্ম্মাতা। পবন এবং কর্ম্মঠ-নামক ভৃত্যদ্বয় কুম্ভকার। ইহাঁরা মন্থন-পাত্র এবং মৃত্তিকার অন্যান্য পান-পাত্র প্রস্তুত করেন ॥ ১০৬ ॥

বর্দ্ধকী এবং বর্দ্ধমান-নামক ভৃত্যদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের খট্টা ( খাট্ )

স্বচিত্রশ্চ বিচিত্রশ্চ খ্যাতৌ চিত্রকরাবুভৌ ॥ ১০৭ ॥
দামমন্থানকুঠারপেটী-শিক্যাদিকারিণঃ।
কারবঃ-কুণ্ড-কণ্ঠোল-করণ্ড-কটুলাদয়ঃ ॥ ১০৮ ॥
* মঙ্গলা পিঙ্গলা গঙ্গা পিশঙ্গী মণিকস্তনী।
হংসী বংশীপ্রিয়েত্যাদ্যা নৈচিকাস্তস্য স্বপ্রিয়াঃ ॥ ১০৯ ॥
পদ্মগন্ধ পিশঙ্গাক্ষৌ বলীবর্দ্দাবতিপ্রিয়ৌ।
স্বরঙ্গাখ্যঃ কুরঙ্গোঽস্য দধিলোভাভিধঃ কপিঃ ॥ ১১০ ॥

---

ও শকট (গাড়ী) প্রস্তুত করেন। স্বচিত্র ও বিচিত্র নামক দুই ভৃত্য চিত্রকার্য্য অর্থাৎ নানাবিধ মূর্ত্তি আঁকিবার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন ॥ ১০৭ ॥

কুণ্ড, কণ্ঠোল, করণ্ড এবং কটুল আদি ভৃত্যগণ শ্রীকৃষ্ণের কারু, অর্থাৎ শিল্পকার্য্যের সেবক। দাম (রজ্জু), মন্থান (মন্থন দণ্ড), কুঠার (কুড়ুল), পেটী (প্যাট্‌রা), শিক্য (শিকা, পাট ও সূত্রাদি দ্বারা নির্ম্মিত পাকের ঘরে বা ভাণ্ডার ঘরে প্রায় ইহাতে খাদ্য দ্রব্যাদি রাখা হয়)—এই সকল গৃহস্থালীর দ্রব্য প্রস্তুত করাই কুণ্ডাদি ভৃত্যের প্রধান কার্য্য ॥ ১০৮ ॥

মঙ্গলা, পিঙ্গলা, গঙ্গা, পিশঙ্গী, মণিকস্তনী, হংসী ও বংশী-প্রিয়া ইত্যাদি ধেনুগণ শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ প্রেমপাত্র এবং নৈচিকী অর্থাৎ উত্তম গাভী বলিয়া বিখ্যাত ॥ ১০৯ ॥

পদ্মগন্ধ ও পিশঙ্গাক্ষ এই দুইটী শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয়

---

* মঙ্গলাস্থলে ধুমলা। ইতি পাঠান্তরং।

ব্যাঘ্র-ভ্রমরকৌ শ্বানৌ রাজহংসঃ কলস্বনঃ।
শিখী তাণ্ডবিকাভিখ্যঃ শুকৌ দক্ষবিচক্ষণৌ ॥ ১১১ ॥

## স্থানবিবরণং ॥

বৃন্দাবনং মহোদ্যানং শ্রেয়ো নিঃশ্রেয়সাদপি।
ক্রীড়াগিরির্যথার্থাখ্যঃ শ্রীমান্ গোবর্দ্ধনো মতঃ ॥ ১১২ ॥
নীলমণ্ডপিকা ঘট্টঃ কন্দরা মণিকন্দলী।
ঘট্টো মানসগঙ্গায়াঃ পারঙ্গো নাম বিশ্রুতঃ ॥ ১১৩ ॥
সুবিলাসতরা নাম তরির্যত্র বিরাজতে।
নাম্না নন্দীশ্বরঃ শৈলো মন্দিরং স্ফুরদিন্দিরং ॥ ১১৪ ॥

---

বলীবর্দ্দ ( বলদ )। মৃগের নাম সুরঙ্গ, এবং বানরের নাম দধি-লোভ ॥ ১১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের দুইটী কুক্কুর, নাম—ব্যাঘ্র ও ভ্রমরক। একটী রাজহংস, নাম—কলস্বন। একটী ময়ূর, নাম—তাণ্ডবিক। দুইটী শুকপক্ষী, নাম—দক্ষ ও বিচক্ষণ। ১১১ ॥

### স্থানবিবরণ

শ্রীকৃষ্ণের প্রধান বন বৃন্দাবন। ইহা মঙ্গল হইতেও মঙ্গলময়। শ্রীমান্ গিরিরাজ গোবর্দ্ধন ক্রীড়াশৈল, ইহা সার্থকনামা, অর্থাৎ পানীয় ও তৃণাদি দ্বারা কার্য্যতঃই গো-ধেনুদিগের বর্দ্ধন বা পুষ্টিসাধন করিয়া থাকেন ॥ ১১২ ॥

মানসগঙ্গার ঘাট পারঙ্গ নামে বিখ্যাত। এই ঘাটে নীলবর্ণ মণিময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডপ সকল বিরাজমান, এবং ঘাটের সিঁড়িতে যে সকল কন্দর আছে, তাহার নাম মণিকন্দলী ॥ ১১৩ ॥

অপিচ, উক্ত ঘাটে 'সুবিলাসতরা" নামে নৌকা বিরাজ

আস্থানীমণ্ডপঃ পাণ্ডুগণ্ডশৈলাসনোজ্জ্বলঃ ।
আমোদবর্দ্ধনো নাম পরমামোদবাসিতঃ ॥ ১১৫ ॥
পাবনাখ্যং সরঃ ক্রীড়াকুঞ্জপুঞ্জস্ফুরত্তটং ।
কুঞ্জং কাম-মহাতীর্থং মন্দারো মণিকুট্টিমঃ ॥ ১১৬ ॥
ন্যগ্রোধরাজো ভাণ্ডীরঃ কদম্বস্তু কদম্বরাট্ ।
অনঙ্গরঙ্গভূর্নাম লীলাপুলিনমুচ্যতে ॥ ১১৭ ॥

---

করিতেছে। নন্দীশ্বর নামক পর্ব্বত শ্রীকৃষ্ণের মন্দির। ইহাঁর এতই শোভা, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী ইহাতে অধিষ্ঠান করিতেছেন ॥ ১১৪ ॥

উল্লিখিত নন্দীশ্বর পর্ব্বতের পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডশৈল অর্থাৎ পর্ব্বতগাত্র-সংলগ্ন বৃহৎ শিলারাশিই শ্রীকৃষ্ণের আস্থানী-মণ্ডপ, অর্থাৎ সদলবলে বসিবার স্থান। উক্ত গণ্ডশৈলের উপরি ভাগে উত্তম চিহ্নযুক্ত আসন সজ্জিত থাকায় তাহার উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাইতেছে। ঐ আস্থানা-মণ্ডপের অপর নাম "আমোদবর্দ্ধন"। ইহা উত্তম সুগন্ধ দ্বারা সর্ব্বদার জন্য আমোদিত থাকে ॥ ১১৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সরোবরের নাম পাবন। ইহার তীরপ্রদেশ বহু বহু মনোরম লীলাকুঞ্জে বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জ কামদেবের মহাতীর্থ, নাম—মন্দার। ইহাতে মণিময় কুট্টিম অর্থাৎ মণিভূমি বা ক্ষুক ক্ষুক সুধা-ধবলিত ( চূণ কামকরা ) গৃহ সকল শোভা পাইয়া থাকে ॥ ১১৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের ন্যগ্রোধরাজ অর্থাৎ প্রসিদ্ধ বটবৃক্ষের নাম

অনঙ্গরঙ্গভূর্নাম লীলাপুলিনমুচ্যতে ॥ ১১৭ ॥
যমুনায়া মহাতীর্থং খেলাতীর্থং তদুচ্যতে ।
পরমপ্রেষ্ঠয়া সার্দ্ধং সদা যত্র স খেলতি ॥ ১১৮ ॥

## অথ শ্রীকৃষ্ণস্য ব্যবহার্য্যদ্রব্যাণি—

শরদিন্দুস্তু মুকুরো ব্যজনং মধুমারুতং ।
লীলাপদ্মং সদাস্মেরং গেণ্ডুকশ্চিত্রকোরকঃ ॥ ১১৯ ॥
শিঞ্জিনী মঞ্জুলশরঃ মণিবন্ধাটনীযুগং ।
বিলাসকার্ম্মণং নাম কার্ম্মুকং কর্ণচিত্রিতং ॥ ১২০ ॥

---

ভাণ্ডীর এবং কদম্ববৃক্ষের নাম কদম্বরাজ। যমুনা-পুলিন, যাহা সমস্ত বিলাসের আস্পদ, তাহার নাম অনঙ্গ-রঙ্গভূমি ॥ ১১৭ ॥

শ্রীযমুনার মহাতীর্থটী খেলাতীর্থ নামে কথিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ পরমপ্রেয়সী শ্রীরাধার সহিত এই স্থানে সর্ব্বদা লীলা করিয়া থাকেন ॥ ১১৮ ॥

### শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহার্য্য দ্রব্যসমূহের নাম

শ্রীকৃষ্ণের মুকুর অর্থাৎ দর্পণের নাম শরদিন্দু, ব্যজনের (তালবৃন্তের) নাম মধুমারুত। ইহাতে সর্ব্বদাই বসন্ত-বায়ু প্রবাহিত হয়। লীলাপদ্মের নাম সদা-স্মের, এবং গেণ্ডুক অর্থাৎ খেলিবার গেঁড়ুয়ার নাম চিত্রকোরক ॥ ১১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের শিঞ্জিনী অর্থাৎ ধনুর গুণের নাম মঞ্জুলশর। ধনুর দুই দিগের অটনি অর্থাৎ অগ্রভাগের নাম মণিবন্ধা, এবং স্বর্ণদ্বারা চিত্রিত ধনুকের নাম বিলাসকার্ম্মণ ॥ ১২০ ॥

দিব্যরত্নস্ফুরন্মুষ্টিস্তুষ্টিদা নাম কর্ত্তরী।
মন্দ্রঘোষো বিষাণোঽস্য বংশী ভুবনমোহিনী ॥ ১২১ ॥
রাধাহৃন্মীনবড়িশী মহানন্দাভিধাপি চ।
ষড়রন্ধ্রকঙ্কুরা বেণুঃ খ্যাতা ‡ মদনঝঙ্কৃতিঃ ॥ ১১২ ॥
কাকলী-মূকিতপিকা মুরলী সরলাভিধা।
গৌড়ী চ গুর্জ্জরী চেতি রাগাবত্যন্তবল্লভৌ ॥ ১২৩ ॥
জপ্যঃ সাধ্যাঙ্কিতঃ প্রেষ্ঠাভিধানং মনুরদ্ভুতঃ।
দণ্ডস্ত মণ্ডনো নাম বীণা নাম তরঙ্গিনী ॥
পাশৌ পশুবশীকারৌ দোহন্যমৃতদোহনী ॥ ১২৪ ॥

---

শ্রীকৃষ্ণের কর্ত্তরী অর্থাৎ কাটারীর নাম তুষ্টিদা। ইহার মুষ্টিপ্রদেশ ( বাঁট ) দিব্যরত্নে আবদ্ধ থাকায় দেখিতে বড়ই মনোরম। বিষাণের ( শৃঙ্গের ) নাম মন্দ্রঘোষ, এবং বংশীর নাম ভুবনমোহিনী ॥ ১২১ ॥

এই বংশী শ্রীরাধার চিত্তরূপ মৎস্য ধরিবার পক্ষে বড়িশ, এবং ইহার নামান্তর মহানন্দা। বেণু ছয়টী ছিদ্র দ্বারা উন্নতোন্নত অবস্থায় দৃশ্যমান। ইহা মদনঝঙ্কৃতি নামে বিখ্যাত ॥ ১২২ ॥

মুরলীর নাম সরলা। ইহার কাকলী অর্থাৎ অস্ফুট সুমধুর রবে কোকিলও নিঃশব্দ হইয়া যায়। গৌড়ী ও গুর্জ্জরী এই দুইটী রাগ শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয় ॥ ১২৩ ॥

পরমপ্রেয়সী শ্রীরাধার নামই শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত জপমন্ত্র, এবং সাধ্যাঙ্কিত অর্থাৎ সাধনীয় চিহ্নে চিহ্নিত। দণ্ডের নাম

---

‡ ত্রিরন্ধ্র বঙ্কুরা বেণুঃ খ্যাতা মদনঝঙ্কৃতিঃ। ইতি পাঠান্তরং ॥

## অথ ভূষণানি ॥

অম্বার্পিতা মহারক্ষা নবরত্নাঙ্কিতা ভুজে ॥ ১২৫ ॥
অঙ্গদে রঙ্গদাভিখ্যে চঙ্কনে নাম কঙ্কণে ।
মুদ্রা রত্নমুখী পীতং বাসো নিগমশোভনং ॥ ১২৬ ॥
কিঙ্কিণী কলঝঙ্কারা মঞ্জীরৌ হংসগঞ্জনৌ ।
কুরঙ্গনয়না-চিত্তকুরঙ্গহর-শিঞ্জিতৌ ॥ ১২৭ ॥
হারস্তারাবলী নাম মণিমালা তড়িৎপ্রভা ।
রুদ্ধরাধাপ্রতিকৃতির্নিষ্কো হৃদয়মোদনঃ ॥ ১২৮ ॥

---

মণ্ডল, এবং বীণার নাম তরঙ্গিণী। গোদোহনের দুই গাছি পাশের (রজ্জুর) নাম পশুবশীকার। দোহনপাত্রের নাম অমৃতদোহনী ॥ ১২৪ ॥

### ভূষণসমূহের নাম

শ্রীকৃষ্ণের বাহুতে যে জননী শ্রীযশোদাদেবীর অর্পিত মহারক্ষা আছে, তাহা নবরত্নে চিহ্নিত ॥ ১২৫ ॥

অঙ্গদ যুগলের নাম রঙ্গদ, কঙ্কণদ্বয়ের নাম চঙ্কন। মুদ্রা অর্থাৎ নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কের নাম রত্নমুখী। বসনের নাম পীতাম্বর। এই বসন নিগম অর্থাৎ বহু বহু শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ, এজন্য কৃষ্ণ পীতাম্বর নামে সর্ব্বত্র বিখ্যাত ॥ ১২৬ ॥

কিঙ্কিনীর নাম কলঝঙ্কারা, মঞ্জীরদ্বয় অর্থাৎ নুপূরদ্বয়ের নাম হংসগঞ্জন। ইহার শব্দ কুরঙ্গনয়না গোপাঙ্গনাদিগের চিত্ত-কুরঙ্গকে উন্মত্ত করিয়া দেয় ॥ ১২৭ ॥

হারের নাম তারাবলী, মণিমালার নাম তড়িৎপ্রভা। ইহাতে

কৌস্তুভাখ্যো মণির্যেন প্রবিশ্য হ্রদমৌরগং।
কালিয়প্রেয়সীবৃন্দহস্তৈরাত্মোপহারিতঃ ॥ ১২৯ ॥

কুণ্ডলে মকরাকারে রতিরাগাধিদৈবতে।
কিরীটং রত্নপারাখ্যং চূড়া চামরডামরী ॥ ১৩  ॥

নবরত্নবিড়ম্বাখ্যং শিখণ্ডং মুকুটং বিভোঃ।
রাগবল্লী তু গুঞ্জালী তিলকং দৃষ্টিমোহনং ॥ ১৩১ ॥

---

সপ্তবিংশতিটী মুক্তা গ্রথিত। নিষ্ক (বক্ষঃস্থলস্থিত) পদকের নাম হৃদয়মোহন। ইহাতে শ্রীরাধার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ অতিশয় স্বচ্ছ ॥ ১২৮ ॥

মণির নাম কৌস্তুভ। শ্রীকৃষ্ণ কালিয়হ্রদে প্রবেশ করিলে পর কালিয়নাগের প্রেয়সীগণ নিজ হস্তে আনয়ন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে এই মণি উপহার দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃ-প্রেরণাতেই এই উপহার প্রদত্ত হয় ॥ ১২৯ ॥

কুণ্ডল দুইটীর আকার মকরের ন্যায়। এই কুণ্ডল রতি (শৃঙ্গাররসে স্থায়ী ভাব) এবং রাগ অর্থাৎ অনুরাগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কিরীটের নাম রত্নপার, এবং চূড়ার নাম চামর-ডামরী ॥ ১৩০ ॥

মস্তকস্থিত যে শিখণ্ড অর্থাৎ ময়ূরপুচ্ছ, তাহাই মুকুট। ইহার নাম 'নবরত্নবিড়ম্ব'', কারণ ইহা নবরত্নকে আপনার

---

† সপ্তবিংশভিমৌক্তিকা তারাবলী। ইতি কোষাদৌ প্রসিদ্ধং।

পত্রপুষ্পময়ী মালা বনমালা † পদাবধিঃ।
বৈজয়ন্তী তু কুসুমৈঃ পঞ্চবর্ণৈর্বিনির্ম্মিতা ॥ ১৩২ ॥

জন্মনালঙ্কৃতা পুণ্যা কৃষ্ণা ‡ ভাদ্রাষ্টমীনিশা।
প্রেয়স্যা সহ রোহিণ্যা শশী যস্যামুদেয়িবান্ ॥ ১৩৩॥

## অথ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেয়স্যঃ ॥

---

শোভায় বিড়ম্বিত করিয়া থাকে। গুঞ্জামালার নাম রাগবতী, এবং তিলকের নাম দৃষ্টিমোহন ॥ ১৩১ ॥
নানাবিধ পত্র ও পুষ্পময়ী মালাকে বনমালা কহে। ইহা চরণপর্য্যন্ত দোদুল্যমান। পঞ্চবর্ণ পুষ্পদ্বারা বিরচিত মালাকে বৈজয়ন্তী কহে ॥ ১৩২ ॥

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া অষ্টমীর রাত্রিই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-তিথি। এই তিথি শ্রীকৃষ্ণের জন্ম দ্বারাই অলঙ্কৃতা হইয়া সংসারে গৌরব প্রকাশ করিতেছে। এই তিথিতে চন্দ্রদেব প্রেয়সী রোহিণীনক্ষত্রের সহিত উদিত হইয়া জগতে বিখ্যাত হয়েন ॥ ১৩৩ ॥

### শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীগণ

শ্রীকৃষ্ণের মহাশ্চর্য্যবতী প্রেয়সীগণের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

---

† পদাভিধঃ। ইত্যপি পাঠঃ।

‡ নিশাস্থলে শুভা। ইতি পাঠান্তরং।

অথ তস্যানুকীর্ত্ত্যন্তে প্রেয়স্যঃ পরমাদ্ভুতাঃ।
রমাদিভ্যোঽপ্যুরুপ্রেমসৌভাগ্যভরভূষিতাঃ ॥ ১৩৪ ॥

## তত্র শ্রীরাধা ॥

আভীরসুভ্রুবাং শ্রেষ্ঠা রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী।
অস্যাঃ সখ্যশ্চ ললিতাবিশাখাদ্যাঃ সুবিশ্রুতাঃ ॥ ১৩৫ ॥

চন্দ্রাবলী চ পদ্মা চ শ্যামা শৈব্যা চ ভদ্রিকা।
তারা বিচিত্রা গোপালী পালিকা চন্দ্রশালিকা ॥

---

এই সকল প্রেয়সীর এতই সৌভাগ্য যে, রমা অর্থাৎ "নারায়ণের প্রিয়তমা, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যসীমা" লক্ষ্মী প্রভৃতি নায়িকা হইতেও শ্রীকৃষ্ণের নিকট সমধিক শোভমানা, অর্থাৎ ইহাঁরা সমধিক প্রেম-সৌভাগ্যের রাশিস্বরূপ ॥ ১৩৪ ॥

### শ্রীরাধা

শ্রীরাধা শ্রীবৃন্দাবনের ঈশ্বরী, এবং আভীর-বালাদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্যা। ললিতা এবং বিশাখাদি সখীগণ শ্রীরাধার প্রধান সখী বলিয়া বিখ্যাত, অর্থাৎ বহু কোটি গোপীযূথের এই আটজনই যূথেশ্বরী। (ললিতাদি আটজনের অধীনে আটটী যূথ ও অবান্তর যূথ আছে) ॥ ১৩৫ ॥

চন্দ্রাবলী, পদ্মা, শ্যামা, শৈব্যা, ভদ্রা, তারা, বিচিত্রা, গোপালী, পালিকা, চন্দ্রশালী, মঙ্গলা, বিমলা, লীলা, তরলাক্ষী, মনোরমা, কন্দর্পমঞ্জরী, মঞ্জুভাষিণী, খঞ্জনেক্ষণা, কুমুদা, কৈরবী, শারী, শারদাক্ষী, বিশারদা, শঙ্করী, কুঙ্কুমা, কৃষ্ণা,

মঙ্গলা বিমলা লীলা তরলাক্ষী মনোরমা ।
কন্দর্পমঞ্জরী মঞ্জুভাষিণী খঞ্জনেক্ষণা ॥
কুমুদা কৈরবী শারী শারদাক্ষী বিশারদা ।
শঙ্করী কুঙ্কুমা কৃষ্ণা শারঙ্গীন্দ্রাবলী শিবা ॥
তারাবলী গুণবতী সুমুখী কেলিমঞ্জরী ।
হারাবলী চকোরাক্ষী ভারতী কমলাদয়ঃ ॥
০ আসাং যূথানি শতশঃ খ্যাতান্যাভীরসুভ্রুবাং ।
লক্ষসঙ্খ্যাস্তু কথিতা যূথে যূথে বরাঙ্গনাঃ ॥ ১৩৬–১৪০ ॥

মুখ্যাঃ স্যুস্তেষু যূথেষু কান্তাঃ সর্ব্বগুণোত্তমাঃ ।
রাধা চন্দ্রাবলী ভদ্রা শ্যামলা পালিকাদয়ঃ ॥ ১৪১ ॥
তত্রাপি সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠে রাধাচন্দ্রাবলীত্যুভে ।
যূথয়োস্তু তয়োঃ সন্তি কোটিসংখ্যা মৃগীদৃশঃ ॥ ১৪২ ॥

---

শারঙ্গী, ইন্দ্রাবলী, শিবা, তারাবলী, গুণবতী, সুমুখী, কেলি-মঞ্জরী, হারাবলী, চকোরাক্ষী, ভারতী এবং কমলা প্রভৃতি গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রাবলীপক্ষীয়া প্রেয়সী। এই সকল গোপাঙ্গনাদিগের শত শত যূথ আছে, এবং প্রত্যেক যূথে লক্ষ সঙ্খ্যক গুণবতী রমণী বর্ত্তমান আছেন ॥ ১৩৬–১৪০ ॥

এই সকল যূথের মধ্যে আবার কতিপয় কান্তা সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। তাঁহাদের নাম রাধা, চন্দ্রাবলী, ভদ্রা, শ্যামলা এবং পালিকা প্রভৃতি ॥ ১৪১ ॥

এই সকলের মধ্যেও আবার শ্রীরাধা এবং শ্রীচন্দ্রাবলী—

---

* আসাং যূথানি শতসঙ্খ্যাতান্যাভীরসুভ্রুবাং । ইতি পাঠঃ ।

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে সর্ব্বমাধুর্য্যতোঽধিকা।
রাধিকা বিশ্রুতিং যাতা যদ্গান্ধর্ব্বাখ্যয়া শ্রুতৌ ॥ ১৪৩ ॥
অসমানোর্দ্ধমাধুর্য্যধুর্য্যো গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
যস্যাঃ প্রাণপরার্দ্ধানাং পরার্দ্ধাদপি বল্লভঃ ॥ ১৪৪ ॥
* শ্রীরাধারূপলাবণ্যং বিশেষাৎ পরিকীর্ত্ত্যতে।
নানাবৈদগ্ধীনৈপুণ্যা সুধার্ণব-স্বরূপিণী ॥ ১৪৫ ॥

---

এই দুই কান্তা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। এই দুই কান্তার দুই যূথে কোটি-সংখ্যক মৃগনেত্রা কান্তাসকল বর্ত্তমান আছেন ॥ ১৪২ ॥

এই উভয় কান্তার মধ্যেও নিখিল-মাধুর্য্যগুণের পরাকাষ্ঠা-বশতঃ শ্রীরাধাই প্রধান কান্তা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আদরণীয়। শ্রীরাধার অপর নাম গান্ধর্ব্বা, কারণ, সমূহ গন্ধর্ব্ব-ধর্ম্ম অর্থাৎ গান, নৃত্য ও বাদ্যাদি শ্রীরাধাতেই পর্য্যবসান প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ১৪৩ ॥

গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যরাশির সমান বা অধিক মাধুর্য্য জগতে দুর্ল্লভ। এই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার বল্লভ অর্থাৎ প্রিয়—এমন প্রিয় যে, পরার্দ্ধ সঙ্খ্যা হইতে পুনশ্চ পরার্দ্ধ সঙ্খ্যা করিলে যত সঙ্খ্যা হয়, শ্রীরাধার নিকট শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রাণ অপেক্ষা ততক্ষণে প্রিয় ॥ ১৪৪ ॥

সম্প্রতি শ্রীরাধার রূপলাবণ্য বিশেষরূপে এস্থলে বর্ণিত হইতেছে—শ্রীরাধা নানাবিধ বৈদগ্ধী ( কলাচাতুর্য্য ) বিষয়ে নিপুণা, সুতরাং সুধার্ণব-স্বরূপিণী ॥ ১৪৫ ॥

---

* শ্রীরাধারূপাদিকং পুস্তকান্তরে ন দৃশ্যতে।

নবগোরোচনাভাতিক্রর্ত্তহেমসমপ্রভা।
কিম্বা স্থিরা বিদ্যুদিব রূপাতিপরমোজ্জ্বলা ॥ ১৪৬ ॥
বিচিত্রং নীলবসনং তস্যাশ্চ পরিশোভিতং।
নানামুক্তাভূষিতাঙ্গী নানাপুষ্পবিরাজিতা ॥ ১৪৭ ॥
দীর্ঘকেশী সুলাবণ্য-মুক্তামালাসুশোভিতা।
পুষ্পমালা-সুবিন্যাস্তা সুবেণী পরমোজ্জ্বলা ॥ ১৪৮ ॥
সুভালঃ পরমোদ্দীপ্তঃ সিন্দুরপরিভূষিতঃ।
নানাচিত্রালকা ভান্তি চিত্রপত্রসুশোভিতাঃ ॥ ১৪৯ ॥

---

শ্রীরাধার দেহকান্তি নূতন গোরোচনার ন্যায়, গলিত কাঞ্চনের ন্যায় অথবা স্থিরা সৌদামিনীর ন্যায়। অভূতপূর্ব্ব রূপমাধুর্য্যে তিনি পরম উজ্জ্বলাঙ্গী ॥ ১৪৬ ॥

পরিধানে নীলবসন শোভা পাইতেছে, এবং সেই নীল-বসনের অভ্যন্তর হইতে পরিহিত মুক্তাবলীর প্রভা বহির্গত হইতেছে। তাহার উপর পুষ্পমালা দোদুল্যমান হইয়া বিরাজ করিতেছে ॥ ১৪৭ ॥

শ্রীরাধার কেশপাশ দীর্ঘ, দেহটী লাবণ্যপূর্ণ এবং মুক্তা-মালায় সুশোভিত। মস্তকের বেণীতে বিবিধ বিন্যাসে পুষ্প-মালা শোভা পাইতেছে, অতএব বেণীর শোভার উজ্জ্বলতা সমধিক শ্রেষ্ঠ ॥ ১৪৮ ॥

কপালপ্রদেশ সিন্দুরবিন্দুতে পরিশোভিত হওয়ায় অত্যন্ত দীপ্তিমান্ হইয়াছে। অলক অর্থাৎ কপাল-পতিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশগুলি নিজেও বিচিত্র, এবং বিচিত্র তিলক রচনা লিখিত-

বাহুযুগ্মং সুলাবণ্যং নীলকঙ্কণশোভিতং।
অনঙ্গদণ্ডলাবণ্যমোহিনী পরমা ভবেৎ ॥ ১৫০ ॥
† নয়নোৎপলযুগ্মঞ্চ আকর্ণপরিশোভিতং।
কজ্জলোজ্জ্বলদীপ্তিশ্চ ত্রৈলোক্যজায়িনী পরা ॥ ১৫১ ॥
নাসিকা তিলপুষ্পাভা মুক্তাবেশরশোভিতা।
নানাসুগন্ধযুক্তা সা পরা দীপ্তিমতী ভবেৎ ॥ ১৫২ ॥
রত্নতাড়ঙ্কযুগ্মঞ্চ নানাচিত্রবিনির্ম্মিতং।
ওষ্ঠাধরঃ সুধারম্যো * রক্তোৎপলবিনির্জিতঃ ॥ ১৫৩ ॥

---

হওয়ায় শোভার সীমাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে ॥ ১৪৯ ॥

লাবণ্যযুক্ত বাহুযুগলে নীলবর্ণ মণিযুক্ত কঙ্কণ শোভা পাইতেছে। সুতরাং যেন অনঙ্গ-দণ্ডের লাবণ্য দ্বারাই কৃষ্ণের মনকে অতীব মুগ্ধ করিতেছে ॥ ১৫০ ॥

কর্ণ পর্য্যন্ত আয়ত ও পরিশোভিত নয়নোৎপলে কজ্জলের উজ্জ্বল দীপ্তি বিরাজ করিতেছে, এবং ত্রিলোকীর শোভা যেন বিষেশ রূপে জয় করিতে উদ্যত হইয়াছে ॥ ১৫১ ॥

নাসিকা তিল-পুষ্পের ন্যায়, এবং মুক্তাযুক্ত বেশর দ্বারা শোভমানা। নানাবিধ সুগন্ধ বহির্গত হওয়ায় নাসিকার পরম শোভা প্রকাশ পাইতে ॥ ১৫২ ॥

শ্রীরাধার রত্নখচিত তাড়ঙ্কযুগল ( তাড় ) নানাপ্রকার চিত্র বিচিত্র কারুকার্য্যে সুন্দরভাবে বিনির্ম্মিত। নিম্ন অধরখানি

---

† সচান্যত্র বিভাবিত ইতি নিয়মাৎ অসন্ধিঃ।

মুক্তামালা দন্তপঙ্‌ক্তী রসনাপরিশোভিতা।
মুখপদ্মং সুলাবণ্যং কোটিচন্দ্রপ্রভাকরং।
বিম্ববচ্চ সুধারম্যপ্রেমহাস্যযুতং ভবেৎ ॥ ১৫৪ ॥
চিবুকস্য সুলাবণ্যং কন্দর্পমোহনং পরং।
মসিবিন্দুঃ সুলাবণ্যো হেমাব্জে ভ্রমরী যথা ॥ ১৫৫ ॥
কণ্ঠদেশে চিত্ররেখা মুক্তামালাবিভূষিতা।
পৃষ্ঠগ্রীবা সুরম্যা চ পার্শ্বেঽপি মোহিনী ভবেৎ ॥ ১৫৬ ॥

---

সুধা হইতেও কমনীয় এবং রক্তিমার দ্বারা রক্তপদ্মকেও যেন পরাজিত করিতেছে ॥ ১৫৩ ॥

দন্তপঙ্‌ক্তি মুক্তামালার ন্যায় উজ্জ্বল। রসনা (জিহ্বা) অতি সুন্দর, এবং সুন্দর জিহ্বা দ্বারা দন্ত-শোভা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। মুখপদ্ম সুন্দর লাবণ্যপূর্ণ এবং কোটি কোটি চন্দ্রের শোভার আকরস্বরূপ। ওষ্ঠদ্বয় সুপক্ক বিম্ব (তেলাকুঁচ) ফলের ন্যায়, অথচ তাহাতে সুধাতুল্য রমণীয় প্রেমহাস্য সর্ব্বদাই প্রকাশ পাইতেছে ॥ ১৫৪ ॥

চিবুকপ্রদেশের যে সুন্দর লাবণ্য, তাহাতে কন্দর্পও বিশেষ রূপে মুগ্ধ হইয়া থাকেন। উক্ত চিবুকস্থিত মসিবিন্দুর ন্যায় কস্তূরীবিন্দু সুলাবণ্যে পরিপূর্ণ হওয়ায় বোধ হয় যেন হেম-কমলের মধ্যস্থলে ভ্রমরী বসিয়া আছে ॥ ১৫৫ ॥

কণ্ঠদেশে চিত্ররেখা মুক্তার মালা দ্বারা বিভূষিতা হইয়াছে।

---

* রাজদন্তাদিত্বাৎ "বিশেষণস্ত্রিক্তান্তং প্রাক্" ইতি নিয়মিতক্তান্তপদস্য ন পূর্ব্বনিপাতঃ। সাধারণনিয়মেতু "বিনির্জিতরক্তোৎপলঃ"। ইত্যেব স্যাৎ।

বক্ষঃস্থলং সুলাবণ্যং † হেমকুম্ভসুশোভিতং।
কঞ্চুল্যাচ্ছাদিতং তস্যা মুক্তাহারবিরাজিতং ॥ ১৫৭ ॥

সুবাহুযুগলং তস্যা লাবণ্যমোহকারি চ।
রত্নাঙ্গদে তয়োর্মধ্যে বলয়াপরিশোভিতে ॥ ১৫৮ ॥

রত্নকঙ্কণদীপ্তে চ রত্নগুচ্ছবিরাজিতে।
‡ রক্তোৎপলং হস্তযুগ্মং নখচন্দ্রসুদীপ্তকং ॥ ১৫৯ ॥

## করচিহ্নানি ॥

---

পৃষ্ঠ ও গ্রীবা সুন্দর রমণীয়, এবং পার্শ্বদেশ অতীব মনো-মোহনকারী ॥ ১৫৬ ॥

বক্ষঃস্থল সুলাবণ্যযুক্ত এবং হেমকুম্ভতুল্য স্তনদ্বয়ে সুশোভিত। তাহা কঞ্চুলী (কাঁচুলী) দ্বারা আচ্ছাদিত, এবং তদুপরি মুক্তাহার বিরাজিত ॥ ১৫৭ ॥

শ্রীরাধার সুন্দর বাহুদ্বয় লাবণ্যেরও মোহ উৎপাদন করে। উক্ত বাহুদ্বয়ে প্রথমতঃ বলয়, তাহার উপরি রত্নময় অঙ্গদ শোভা পাইতেছে। এবং রত্নরাজী সমন্বিত রত্ন-কঙ্কণ দ্বারা বাহুদ্বয় দীপ্তিমান্ অথচ রক্তপদ্মের ন্যায় হস্তযুগলে নখচন্দ্র সকল শোভা পাইতেছে ॥ ১৫৮–১৫৯ ॥

### শ্রীরাধার করচিহ্নসকল

---

† কুম্ভপদেন স্তনদ্বয়মুপলক্ষ্যতে।

‡ রক্তোৎপলমিব ইতি লুপ্তোপমা।

ভৃঙ্গাম্ভোজ-শশিকলা-কুণ্ডলচ্ছত্রযূপকঃ।
শঙ্খবৃক্ষ-কুসুমক-চামর-স্বস্তিকাদয়ঃ ॥ ১৬০ ॥
এতে চিহ্নাঃ শুভকরা নানাচিত্রবিরাজিতাঃ।
করাঙ্গুল্যঃ সুদীপ্তাশ্চ রত্নাঙ্গুরীয়ভূষিতাঃ ॥ ১৬১ ॥
উদরং মধুলাবণ্যং নিম্ননাভিসুশোভিতং।
সুধারস-প্রপূর্ণঞ্চ ত্রৈলোক্য-মোহনং পরং ॥ ১৬২ ॥
ক্ষীণমধ্যং কটিতটং লাবণ্যভরভঙ্গুরং।
বলিত্রয়ীলতাবদ্ধা কিঙ্কিণীজালশোভিতা ॥ ১৬৩ ॥
ঊরূ দ্বৌ ০ রামরম্ভেব মনোজচিত্তমোহনৌ।
জানূ দ্বৌ চ সুলাবণ্যৌ নানাকেলিরসাকরৌ ॥ ১৬৪ ॥

---

ভ্রমর, পদ্ম, চন্দ্রকলা, কুণ্ডল, ছত্র, যূপ ( যজ্ঞের কাষ্ঠ যাহা মৃত্তিকায় প্রোথিত হয় ), শঙ্খ, বৃক্ষ, কুসুম, চামর, এবং স্বস্তিক প্রভৃতি কর-চিহ্ন সকল মঙ্গলজনক ও নানা চিত্রে শোভিত। করের অঙ্গুলী সকল রত্নাঙ্গুরীয় দ্বারা ভূষিত হওয়ায় সুন্দর দীপ্তি প্রকাশ করিতেছে ॥ ১৬০—১৬১ ॥

উদর প্রদেশ লাবণ্য দ্বারা অতীব মধুময় ও গভীর নাভি দ্বারা সুশোভিত এবং সুধারসে পূরিপূর্ণ হইয়া ত্রিলোকীস্থ জনগণকে মুগ্ধ করিতেছে ॥ ১৬২ ॥

কটিতটের মধ্যভাগ ক্ষীণ এবং লাবণ্যরাশি দ্বারা মনোহর। ঐ কটির নিকটস্থিতা ত্রিবলীরূপ লতা কিঙ্কিণীজালে পরিশোভিত হইতেছে ॥ ১৬৩ ॥

ঊরুযুগল রামরম্ভাযুগলের ন্যায়। এই ঊরু অনঙ্গেরও

---

০ রম্ভেতি জাত্যপেক্ষয়ৈকত্বং ॥ অথবা ইবার্থে ব-শব্দঃ ॥ রামরম্ভের

শ্রীপাদপদ্মযুগ্মঞ্চ মণিনূপুরভূষিতং।
বঙ্করাজস্থলাবণ্য-পদাঙ্গুরীয়শোভিতং ॥ ১৬৫ ॥ †

## অথ চরণচিহ্নানি ॥

শঙ্খেন্দুকুঞ্জর-যবাবঙ্কুশাশ্চ রথধ্বজৌ।
ডোমরস্বস্তিমৎস্যাদি শুভচিহ্নৌ পদাবপি ॥ ১৬৬ ॥
আপঞ্চদশবর্ষঞ্চ বয়ঃ কৈশোরকোজ্জ্বলং ॥ ১৬৭ ॥
মাতৃকোটেরপি স্নিগ্ধা যত্র গোপেন্দ্রগেহিনী।
বৃষভানুঃ পিতা তস্যা বৃষভানুরিবোজ্জ্বলঃ ॥ ১৬৮ ॥

---

চিত্তকে মুগ্ধ করে। জানুদ্বয় সুন্দর লাবণ্যপূর্ণ এবং নানাবিধ কেলিরসের আকরস্বরূপ ॥ ১৬৪ ॥

শ্রীপাদপদ্মযুগল মণি-নূপুর দ্বারা ভূষিত, বঙ্করাজের ন্যায় সুলাবণ্যে পরিপূর্ণ এবং পাদাঙ্গুরীয় ( চুট্‌কী ) দ্বারা শোভিত হইতেছে ॥ ১৬৫ ॥

### শ্রীরাধার চরণচিহ্নসকল

শঙ্খ, চন্দ্র, হস্তী, যব, অঙ্কুশ, রথ, ধ্বজ, ডোমর ( ডম্বুর ), স্বস্তিক ও মৎস্য প্রভৃতি শুভচিহ্ন পাদপদ্মে বিরাজিত ॥ ১৬৬ ॥

শ্রীরাধার বয়স পূর্ণ-পঞ্চদশ-বর্ষ, সুতরাং উজ্জ্বল কৈশোর-ভাবে বিরাজিত ॥ ১৬৭ ॥

---

অর্থাৎ দুইটী রামরম্ভার মত। শাত্রবং ব যশঃ পপুঃ। (রঘুবংশে ৪ | ৪২) কাদম্ব-খণ্ডিতদলানি ব পঙ্কজানি। ইত্যাদি স্থলে ইবার্থ ব শব্দের স্থল ও বিচার দেখা যায়। মুগ্ধবোধের "ব্‌দ্বেহমোয়ে্‌" এই সূত্রের দুর্গাদাসী টীকা দ্রষ্টব্য।

† বঙ্কশব্দেন বাঁক ইতি প্রতিপাদ্যতে।

রত্নগর্ভা ক্ষিতৌ খ্যাতা * কীর্ত্তিদা জননী ভবেৎ।
§ পিতামহো মহীভানুরিন্দুর্মাতামহো মতঃ ॥ ১৬৯ ॥
মাতামহী-পিতামহ্যৌ মুখরা-সুখদে উভে।
রত্নভানুঃ শুভানুশ্চ ভানুশ্চ ভ্রাতরঃ পিতুঃ ॥ ১৭০ ॥
ভদ্রকীর্ত্তির্মহাকীর্ত্তিঃ কীর্ত্তিচন্দ্রশ্চ মাতুলাঃ।
মাতুল্যো মেনকা ষষ্ঠী গৌরী ধাত্রী চ ধাতকী ॥ ১৭১ ॥

---

গোপেন্দ্রগেহিনী শ্রীমতী যশোদাদেবী নিজমাতার অপেক্ষা কোটিগুণে শ্রীরাধার প্রতি স্নেহ করিয়া থাকেন। শ্রীরাধার পিতা বৃষভানু। এই বৃষভানু বৃষরাশিস্থিত ভানু অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল ॥ ১৬৮ ॥

শ্রীরাধার জননীর নাম কীর্ত্তিদা। ইনি পৃথিবীতে রত্নগর্ভা নামে বিখ্যাতা। পিতামহের নাম মহীভানু এবং মাতামহের নাম ইন্দু ॥ ১৬৯ ॥

শ্রীরাধার মাতামহীর নাম মুখরা। পিতামহীর নাম সুখদা। রত্নভানু, সুভানু ও ভানু—এই তিন জন পিতার, অর্থাৎ বৃষভানুর, ভ্রাতা ॥ ১৭০ ॥

ভদ্রকীর্ত্তি, মহাকীর্ত্তি, কীর্ত্তিচন্দ্র—এই তিন জন শ্রীরাধার মাতুল। মেনকা, ষষ্ঠী, গৌরী, ধাত্রী এবং ধাতকী—এই পাঁচ জন মাতুলানী ॥ ১৭১ ॥

---

* জননী কীর্ত্তিদাখ্যয়া। ইত্যপি পাঠঃ।

§ "ইন্দু" ইত্যত্র বিন্দুরিতি পাঠান্তরং।

স্বসা কীর্ত্তিমতী মাতুর্ভানুমুদ্রা পিতৃস্বসা।
পিতৃস্বসৃপতিঃ কাশো মাতৃস্বসৃপতিঃ কুশঃ॥ ১৭২॥
শ্রীদামা পূর্ব্বজো ভ্রাতা কনিষ্ঠানঙ্গমঞ্জরী।
শ্বশুরো বৃকগোপশ্চ দেবরো দুর্ম্মদাভিধঃ॥ ১৭৩॥
শ্বশ্রূস্তু জটিলা খ্যাতা পতিম্মন্যোঽভিমন্যুকঃ।
ননন্দা কুটিলানাম্নী সদাচ্ছিদ্রবিধায়িনী॥১৭৪॥
পরমপ্রেষ্ঠসখ্যস্তু ললিতা সবিশাখিকা।
সুচিত্রা-চম্পকলতা-রঙ্গদেবী-সুদেবিকা।
তুঙ্গবিদ্যেন্দুলেখে তে অষ্টৌ সর্ব্বগণাগ্রিমাঃ॥ ১৭৫॥

---

শ্রীরাধার মাতার ভগিনী অর্থাৎ মাসার নাম কীর্ত্তিমতী। পিতার ভগিনী পিতৃস্বসা অর্থাৎ পিসীর নাম ভানুমুদ্রা। পিতৃস্বসার অর্থাৎ পিশের নাম কাশ, মাতৃস্বসার পতি অর্থাৎ মেসোর নাম কুশ॥ ১৭২॥

শ্রীরাধার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম শ্রীদামা, কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম অনঙ্গমঞ্জরী। শ্বশুর বৃক নামক গোপ, এবং দেবরের নাম দুর্ম্মদ॥ ১৭৩॥

শ্বশ্রূর ( শাশুড়ীর ) নাম বিখ্যাতা জটিলা, এবং অভিমন্যু ( রায়াণ ) পতিম্মন্য অর্থাৎ পতি বলিয়া অভিমান মাত্র করিয়া থাকেন ( কারণ প্রকৃত পতি শ্রীকৃষ্ণ )। ননন্দা অর্থাৎ ননদিনীর নাম কুটিলা। ইনি সর্ব্বদা কেবল শ্রীরাধার দোষানুসন্ধানে তৎপরা॥ ১৭৪॥

ললিতা ও বিশাখা পরমপ্রেষ্ঠ সখী। সুচিত্রা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা—এই ৮ জন সমস্ত

## (ক) অত্র প্রিয়সখ্যঃ ॥

প্রিয়সখ্যঃ কুরঙ্গাক্ষী মণ্ডলী মণিকুণ্ডলা।
মালতী চন্দ্রললিতা মাধবী মদনালসা ॥
মঞ্জুমেধা শশিকলা সুমধ্যা মধুরেক্ষণা।
কমলা কামলতিকা গুণচূড়া বরাঙ্গদা ॥
মাধুরী চ[ন্দ্রি]কা প্রেমমঞ্জরী তনুমধ্যমা।
কন্দর্পসুন্দরী মঞ্জুকেশীত্যাদ্যাস্তু কোটিশঃ ॥ ১৭৬ ॥

## (খ) অথ জীবিতসখ্যঃ ॥

উক্তা জীবিতসখ্যস্তু লাসিকা কেলীকন্দলী।
কাদম্বরী শশিমুখী চন্দ্ররেখা প্রিয়ংবদা ॥
মদোন্মদা মধুমতী বাসন্তী কলভাষিণী।
রত্নাবলী মণিমতী কর্পূরলতিকাদয়ঃ ॥ ১৭৭ ॥

---

সখীযূথের অগ্রগণ্য অর্থাৎ যূথেশ্বরী ॥ ১৭৫ ॥

### (ক) প্রিয়সখীগণ

কুরঙ্গাক্ষী, মণ্ডলী, মণিকুণ্ডলা, মালতী, চন্দ্রলতিকা, মাধবী, মদনালসা, মঞ্জুমেধা, শশিকলা, সুমধ্যা, মধুরেক্ষণা, কমলা, কামলতিকা, গুণচূড়া, বরাঙ্গদা, মাধুরী, চন্দ্রিকা প্রেম-মঞ্জরী, তনুমধ্যমা, কন্দর্পসুন্দরী, মঞ্জুকেশী, ইত্যাদি প্রিয়সখীগণ কোটি কোটি সঙ্খ্যায় বিভক্ত ॥ ১৭৬ ॥

### (খ) জীবিতসখী অর্থাৎ প্রাণসখীগণ

লাসিকা, কেলীকন্দলী, কাদম্বরী, শশিমুখী, চন্দ্ররেখা, প্রিয়ংবদা, মদোন্মদা, মধুমতী, বাসন্তী, কলভাষিণী, রত্নাবলী,

## (গ) অথ নিত্যসখ্যঃ ॥

নিত্যসখ্যস্তু কস্তূরী মনোজ্ঞা মণিমঞ্জরী।
সিন্দুরা চন্দনবতী কৌমুদী মদিরাদয়ঃ ॥ ১৭৮ ॥

## অথ শ্রীরাধায়া মঞ্জর্য্যঃ ॥

অনঙ্গমঞ্জরী রূপমঞ্জরী রতিমঞ্জরী।
লবঙ্গমঞ্জরী রাগমঞ্জরী রসমঞ্জরী॥
বিলাসমঞ্জরী প্রেমমঞ্জরী মণিমঞ্জরী।
* সুবর্ণমঞ্জরী কামমঞ্জরী রত্নমঞ্জরী ॥
কস্তূরীমঞ্জরী গন্ধমঞ্জরী নেত্রমঞ্জরী।
শ্রীপদ্মমঞ্জরী লীলামঞ্জরী হেমমঞ্জরী।
ভানুমত্যন্যপর্য্যায়া সুপ্রেমা রতিমঞ্জরী ॥ ১৭৯–১৮১ ॥

---

মণিমতী, কর্পূরলতিকা ইত্যাদি শ্রীরাধার প্রাণসখী ॥ ১৭৭ ॥

### নিত্যসখীগণ

কস্তুরী, মনোজ্ঞা, মণিমঞ্জরী, সিন্দুরা, চন্দনবতী, কৌমুদী, মদিরা, ইত্যাদি শ্রীরাধার নিত্যসখী ॥ ১৭৮ ॥

### শ্রীরাধার মঞ্জরীগণ

অনঙ্গমঞ্জরী, রূপমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী, লবঙ্গমঞ্জরী, রাগমঞ্জরী, রসমঞ্জরী, বিলাসমঞ্জরী, প্রেমমঞ্জরী, মণিমঞ্জরী, সুবর্ণমঞ্জরী (কনকমঞ্জরী), শ্রীপদ্মমঞ্জরী, লীলামঞ্জরী, হেমমঞ্জরী, কামমঞ্জরী, রত্নমঞ্জরী, কস্তূরীম রী, গন্ধমঞ্জরী, নেত্রমঞ্জরী। সুপ্রেমা ও রতিমঞ্জরী নামে যে দুই জন মঞ্জরী আছেন, ইহাঁদের নামান্তর অর্থাৎ অন্য নাম ভানুমতী ॥ ১৭৯—১৮১ ॥

---

* সুবর্ণমঞ্জরী ইত্যত্র কনকমঞ্জরী ইতি পাঠান্তরং।

## অথ শ্রীরাধায়া উপাস্যঃ ॥

উপাস্যো জগতাং চক্ষুর্ভগবান্ পদ্মবান্ধবঃ।
জপ্যঃ স্বাভীষ্টসংসর্গী কৃষ্ণনাম-মহামনুঃ।
পৌর্ণমাসী ভগবতী সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী ॥ ১৮২ ॥

## অথ সখ্যাদিবিশেষাঃ ॥

ললিতাদ্যা অষ্টসখ্যো মঞ্জর্য্যস্তদ্গণশ্চ যঃ।
সর্ব্বা বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ প্রায়ঃ সারূপ্যমাগতাঃ ॥ ১৮৩ ॥
কাননাদিগতাঃ সখ্যো বৃন্দা-কুন্দলতাদয়ঃ।
ধনিষ্ঠা গুণমালাদ্যা বল্লবেশ্বরগেহগাঃ ॥ ১৮৪ ॥

---

### শ্রীরাধার উপাস্য

জগতের চক্ষুঃস্বরূপ ভগবান্ পদ্মবান্ধব সূর্যদেব শ্রীরাধার উপাস্য অর্থাৎ উপাসনার পাত্র, এবং নিজের অভীষ্ট সংসর্গী কৃষ্ণনামরূপ মহামন্ত্রই জপমন্ত্র, এবং ভগবতী পৌর্ণমাসীই তাঁহার সমস্ত সৌভাগ্যের বৃদ্ধিকারিণী ॥ ১৮২ ॥

### সখীদিগের বিশেষ বিবরণ

ললিতাদি আট জন সখী, মঞ্জরীগণ এবং তাঁহাদিগেরও যে সমস্ত গণ আছেন, ইহাঁরা সকলেই প্রায় শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার স্বরূপ, বা বিলাসবশতঃ পৃথক্, বস্তুতঃ এক ॥ ১৮৩ ॥

বৃন্দা ও কুন্দলতা প্রভৃতি সখীগণ কাননাদিগত বা বন-বিলাসের সহায়। ধনিষ্ঠা ও গুণমালা প্রভৃতি সখীগণ বল্লবেশ্বর নন্দ মহাশয়ের ভবনেই অবস্থিতি করেন ॥ ১৮৪ ॥

কামদা নাম ধাত্রেয়ী সখীভাববিশেষভাক্ ।
রাগলেখা-কলাকেলী-মঞ্জুলাদ্যাস্তু দাসিকাঃ ॥ ১৮৫ ॥
নান্দীমুখী বিন্দুবতীত্যাদ্যাঃ সন্ধিবিধায়িকাঃ ।
সুহৃৎপক্ষতয়া খ্যাতাঃ শ্যামলা মঙ্গলাদয়ঃ ॥ ১৮৬ ॥
প্রতিপক্ষতয়া খ্যাতিং গতাশ্চন্দ্রাবলীমুখাঃ ॥ ১৮৭ ॥
কলাবত্যো রসোল্লাসা গুণতুঙ্গা * স্মরোদ্ধুরাঃ ।
গন্ধর্ব্বাস্তু কলাকণ্ঠী সুকণ্ঠী পিককণ্ঠিকা ॥

---

কামদা নামে একজন ধাত্রীকন্যা আছেন। ইনি সখীদিগের কোন কোন বিশেষ ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত থাকেন। রাগলেখা, কলাকেলী এবং মঞ্জুলা প্রভৃতি কতিপয় শ্রীরাধার দাসী ॥ ১৮৫ ॥

নান্দীমুখী এবং বিন্দুমতী প্রভৃতি সখীগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর মান হইলে মিলন করাইয়া সন্ধিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। শ্যামলা ও মঙ্গলা প্রভৃতি সখীগণ সুহৃৎপক্ষ বলিয়া বিখ্যাত হয়েন ॥ ১৮৬ ॥

চন্দ্রাবলী প্রভৃতি কান্তাগণ শ্রীরাধার প্রতিপক্ষ, অর্থাৎ বিপরীত পক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ১৮৭ ॥

রসোল্লাসা, গুণতুঙ্গা, স্মরোদ্ধুরা, কলাকণ্ঠী, সুকণ্ঠী, ও পিককণ্ঠী—এই ছয় জন সখী শ্রীরাধার গন্ধর্ব্ব অর্থাৎ গান গাহিবার লোক ; সুতরাং গীত-বাদ্যাদি কলা বিষয়ে সুশিক্ষিতা। ইহাঁরা বিশাখার রচিত গীত সকল গান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের

---

* স্মরোন্ধুরা ইত্যত্র স্ববন্ধুরা ইতি চ পাঠঃ।

যা বিশাখাকৃতগীতীর্গায়ন্ত্যঃ সুখদা হরেঃ ॥ ১৮৮ ॥
বাদয়ন্ত্যশ্চ শুষিরং ততানদ্ধঘনান্যপি ।
মাণিকী নর্ম্মদা প্রেমবতী কুসুমপেশলাঃ ॥ ১৮৯ ॥
সখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ প্রাণসখ্যশ্চ কাশ্চন ।
প্রিয়সখ্যশ্চ পরমপ্রেষ্ঠসখ্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৯০ ॥

## অথ শ্রীরাধাভৃত্যাঃ ॥

রাগলেখা কলাকেলী ভূরিদাদ্যাস্তু দাসিকাঃ ।
দিবাকীর্ত্তিতনূজে তু সুগন্ধা নলিনীত্যুভে ।
মঞ্জিষ্ঠারঙ্গরাগাখ্যে রজকস্য কিশোরিকে ॥ ১৯১ ॥

---

বিশেষ আনন্দ সম্পাদন করিয়া থাকেন ॥ ১৮৮ ॥

অপিচ মাণিকী, নর্ম্মদা, প্রেমবতী ও কুসুমপেশলা—ইহাঁরা বংশী প্রভৃতির শুষির বাদ্য, বীণাদির তত বাদ্য, মুরজাদির আনদ্ধ বাদ্য এবং কাংস্য তালাদির ঘন বাদ্য বাজাইয়া শ্রীকৃষ্ণের আনন্দোৎপাদন করিয়া থাকেন ॥ ১৮৯ ॥

নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী, পরমপ্রেষ্ঠসখী—এইরূপে সখীর প্রভেদ চারি প্রকার ॥ ১৯০ ॥

### শ্রীরাধার কিঙ্করীসকল

রাগলেখা, কলাকেলী, ও ভূরিদা, ইত্যাদি গোপী শ্রীরাধার দাসী ।

সুগন্ধা ও নলিনী—এই দুইটী দিবাকীর্ত্তির অর্থাৎ নাপিতের কন্যা, মঞ্জিষ্ঠা ও রঙ্গরাগ—এই দুইটী রজক কন্যা ॥ ১৯১ ॥

পালিন্দ্রী নাম সৈরিন্ধ্রী চিত্রিণী চিত্রকারিণী।
মান্ত্রিকী তান্ত্রিকী নাম্না দৈবজ্ঞা দৈবতারিণী ॥ ১৯২ ॥
তথা কাত্যায়নীত্যাদ্যা দূতিকা বয়সাধিকাঃ।
উভে ভাগ্যবতী-পুঞ্জপুণ্যে হড্ডিপকন্যকে * ॥ ১৯৩ ॥
ভৃঙ্গী মল্লী মতল্লী চ পুলিন্দকুলকন্যকাঃ †।
কেচিৎ কৃষ্ণগণাশ্চাস্যাঃ পরিবারতয়া মতাঃ ॥ ১৯৪ ॥
গার্গী মুখ্যা মহীপূজ্যা চেট্যো ভৃঙ্গারিকাদয়ঃ।
সুবলোজ্জ্বল-গন্ধর্ব্ব-মধুমঙ্গল-রক্তকাঃ।

---

শ্রীরাধার সৈরিন্ধ্রী অর্থাৎ বেশভূষাকারিণীর নাম পালিন্দ্রী, এবং চিত্রকারিণীর নাম চিত্রিণী। দৈবঘটনা হইতে সতর্ক করাইবার জন্য যে দুইজন দৈবজ্ঞা আছেন, তাঁহাদের নাম মান্ত্রিকী ও তান্ত্রিকী ॥ ১৯২ ॥

কাত্যায়নী প্রভৃতি দূতীগণ শ্রীরাধার বয়োজ্যেষ্ঠা। ভাগ্যবতী ও পুঞ্জপুণ্যা—এই দুইজন হড্ডিপ বা হাড়ীর কন্যা ॥ ১৯৩ ॥

ভৃঙ্গী, মল্লী, মতল্লী—ইহারা পুলিন্দ নামক অসভ্য পার্ব্বত্য-জাতির কন্যা। কৃষ্ণলীলায় কোন কোন বিশেষ কার্য্যের সহায়ক বলিয়া কেহ কেহ বলেন যে, ইহাঁরাও শ্রীকৃষ্ণের গণ, সুতরাং পরিবার মধ্যে ধর্ত্তব্য ॥ ১৯৪ ॥

গার্গী গর্গাচার্যের কন্যা। ইনি শ্রেষ্ঠা ও মহীমণ্ডলেরও পূজনীয়া। ভৃঙ্গারিকা প্রভৃতি চেটী, এবং সুবল, উজ্জ্বল, গন্ধর্ব্ব,

---

* পুঞ্জ স্থলে মঞ্জু পাঠশ্চ দৃষ্টঃ।

† পুলিন্দকুলনন্দনাঃ। ইতি চ পাঠঃ।

বিজয়াদ্যা রসালাদ্যা পয়োদাদ্যা বিটাদয়ঃ ॥ ১৯৫ ॥
আসন্না সর্ব্বদা তুঙ্গী পিশঙ্গী কলকন্দলা ।
মঞ্জুলা বিন্দুলা † সন্ধা মৃতুলাদ্যাস্তু বালিকাঃ ॥ ১৯৬ ॥
সমাংসমীনাঃ সুনদা যমুনা বহুলাদয়ঃ ।
পীনা বৎসতরী তুঙ্গী কক্‌খটী বৃদ্ধমর্কটী ।
কুরঙ্গী রঙ্গিণী খ্যাতা চকোরী চারুচন্দ্রিকা ॥ ১৯৭ ॥
নিজকুণ্ডচরী তুণ্ডীকেরী নাম মরালিকা ।
ময়ূরী ‡ তুণ্ডিকা নাম্না শারিকে সূক্ষ্মধীশুভে ॥ ১৯৮ ॥

---

মধুমঙ্গল ও রক্তক—ইহাঁরা উভয় পক্ষের বিদূষক। বিজয়া, রসালা ও পয়োদা প্রভৃতি বিটা, অর্থাৎ বিটপত্নী ॥ ১৯৫ ॥

তুঙ্গী, পিশঙ্গী ও কলকন্দলা নাম্নী কিঙ্করী সকল সর্ব্বদাই শ্রীরাধার আসন্ন অর্থাৎ সমীপবর্ত্তী। মঞ্জুলা, বিন্দুলা, সন্ধা এবং মৃতুলা প্রভৃতি কিঙ্করীগণ বালিকা ॥ ১৯৬ ॥

শ্রীরাধার ধেনুগণের নাম সুনদা, যমুনা, বহুলা ইত্যাদি। ইহারা সমাংসমীনা অর্থাৎ প্রতিবর্ষে প্রসবকারিণী। একটী বৎসতরী অর্থাৎ ক্ষুদ্র বাছুরী আছে, তাহার নাম তূঙ্গী, এটী বেশ হৃষ্টপুষ্ট। বৃদ্ধ বানরীর নাম কক্‌খটী। হরিণীর নাম রঙ্গিণী, এবং চকোরীর নাম চারুচন্দ্রিকা ॥ ১৯৭ ॥

শ্রীরাধার মরালী (হংসীর) নাম তুণ্ডীকেরী। এই হংসী নিজকুণ্ডে (শ্রীরাধাকুণ্ডে) সর্ব্বদা বিচরণ করিয়া থাকে। ময়ূরীর নাম তুণ্ডিকা, এবং দুইটী শারিকার নাম সূক্ষ্মধী ও শুভা ॥ ১৯৮ ॥

---

† সন্ধা স্থলে নন্দা। ইতি চ পাঠঃ।
‡ তুণ্ডিকা স্থলে সুন্দরীতি পাঠান্তরং।

বন্ধানি ললিতাদেব্যা ললিতানি স্বনাথয়োঃ।
* পঠন্ত্যৌ চিত্রয়া বাচা যে চিত্রীকুরুতঃ সখীঃ ॥ ১৯৯ ॥

---

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের লীলা অবলম্বন করিয়া শ্রীললিতা-দেবী যে সমস্ত গীত-প্রবন্ধ রচনা করেন, এই শারিকাদ্বয় তাহা সুমধুর স্বরে বিচিত্র বাক্য উচ্চারণ করিয়া সখীগণের মনে অদ্ভুত রসের সঞ্চার করিয়া থাকে ॥ ১৯৯ ॥

---

* শুক শারিকার উত্তর প্রত্যুত্তররূপ বাগ্‌যুদ্ধ শ্রীল শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রীগোবিন্দলীলামৃত-নামক সুবৃহৎ মহাকাব্যে অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত আছে। পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে তাহা অন্বেষণপূর্ব্বক দেখিতে পারেন।

সেই শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের অনুসারে অনেক কবি বাঙ্গলায় উহার মর্ম্মানুবাদ করিয়াছেল। তাহার ২। ৪ টী পদ্য এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল—

যথা—শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
শারী বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ
নইলে শুধুই মদন ॥ ১ ॥

শুক বলে আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে।
শারী বলে আমার রাধার চরণ পাব বলে
নইলে শুধুই হেলে ॥ ২ ॥

শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরে ছিল।
শারী বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল
নইলে পারবে কেনে ? ৩ ॥

শুক বলে আমার কৃষ্ণের চূড়ায় ময়ূরপাখা।
শারী বলে আমার রাধার নামটী আছে লেখা
ঐ দেখ যাচ্ছে দেখা ॥ ৪ ॥

## অথ ভূষণানি ॥

তিলকং স্মরযন্ত্রাখ্যং হারো হরিমনোহরঃ।
রোচনৌ রত্নতাড়ঙ্কৌ ঘ্রাণমুক্তা প্রভাকরী ॥ ২০০ ॥
ছন্নকৃষ্ণপ্রতিচ্ছায়ং পদকং মদনাভিধং।
‡ স্যমন্তকান্যপর্য্যায়ঃ শঙ্খচূড়শিরোমণিঃ ॥ ২০১ ॥

---

### ভূষণ সকল

শ্রীরাধার তিলকের নাম স্মরযন্ত্র অর্থাৎ কামযন্ত্র ( কারণ এই তিলক দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনে অলৌকিক কাম জাগরূপ হয় )। হারের নাম হরিমোনোহর। রত্নময় তাড়ঙ্কযুগলের নাম রোচন ( তারঙ্ক শব্দে তাড়্ বালা )। মালিকার মুক্তার নাম প্রভাকরী ॥ ২০০ ॥

বক্ষস্থলের পদকের নাম মদন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের আকৃতি প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। মণির নাম শঙ্খচূড়শিরোমণি ( অর্থাৎ শঙ্খচূড় নামক অসুরের বধ সাধন পূর্ব্বক তাহার মস্তক হইতে সংগৃহীত )। ইহার নাম স্যমন্তক মণির পর্য্যায়ভুক্ত ॥ ২০১ ॥

---

‡ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের ৩৪ অধ্যায়ে শঙ্খচূড়ের বিবরণ বর্ণিত আছে।

রাসলীলার পর শ্রীকৃষ্ণ পিত্রাদি আত্মীয়গণ-সমভিব্যাহারে মথুরায় বায়ুকোনে অম্বিকা-বন নামক স্থানে শিবচতুর্দ্দশীর দিন শিবদুর্গা দর্শনার্থে গমন করেন। তথায় স্নান, পূজা ও দানাদিকার্য্য শেষ করিয়া নন্দমহারাজ রাত্রিতে নিদ্রিত হইলে তাহাকে এক অজগর গ্রাস করে। শ্রীকৃষ্ণ পিতাকে মুক্ত করিয়া চরণস্পর্শে সর্পকে মুক্তি দেন। সে সর্পদেহ

পুষ্পবন্তৌ ক্ষিপন্ কান্ত্যা সৌভাগ্যমণিরুচ্যতে।
কটকাশ্চটকারাবাঃ কেয়ূরে মণিকর্ব্বুরে ॥ ২০২ ॥
মুদ্রা নামাঙ্কিতা নাম্না বিপক্ষমদমর্দ্দিনী।

---

একসঙ্গে চন্দ্র-সূর্য্য উদিত হইলে তাহাকে পুষ্পবন্ত (পুষ্পবান্) কহে। শ্রীরাধার সৌভাগ্যমণি অর্থাৎ বক্ষস্থলের লম্বমান মণি, স্বকীয় প্রভা দ্বারা তাদৃশ পুষ্পবন্তকেও ধিক্কার করিয়া থাকে। চরণদেশে যে কটক ( মল ) আছে, তাহার শব্দ চটকের শব্দের ন্যায়, এবং কেয়ূর অর্থাৎ অঙ্গদের নাম মণিকর্ব্বুর, অর্থাৎ মণি সকলের বিচিত্র বর্ণ দ্বারা শোভমান হইয়া থাকে ॥ ২০২ ॥

নামাঙ্কিত মুদ্রা অর্থাৎ অঙ্গুরীয়কের নাম "বিপক্ষমদ-মর্দ্দিনী"।

---

ছাড়িয়া দিব্য গন্ধর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হইয়া চলিয়া যায়, তাহার নাম সুদর্শন। ইনি বিরূপ আঙ্গিরস ঋষিকে অবজ্ঞা করায় তাঁহার অভিসম্পাতে সর্পযোনি প্রাপ্ত হন। ইহার পরে সকলে ব্রজে আগমন করিয়া চিত্ত-বিনোদনার্থে পরবর্ত্তী পূর্ণিমাতে প্রদোষকালে গোপবালা সহিত দোল-লীলাতে প্রবৃত্ত হইলেন। নিভৃতকালে শঙ্খচূড় নামক এক অসুর গোপীগণকে যষ্ঠিদ্বারা উত্তর দিকে চালনা করিয়া লইয়া যায়। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ মুষ্ট্যাঘাতে তাহার মস্তক ছেদন করত তাহার মস্তক হইতে একটী মণি কড়িয়া লন, এবং ঐ জ্যোতির্ময়মান্ মণিটী লইয়া অগ্রজ শ্রীবলরামকে প্রদান করেন। তাহাই পরম্পরায় শ্রীরাধা প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীকৃষ্ণের যেমন স্যমন্তক মণি, শ্রীরাধার তেমনি শঙ্খচূড় মনি। এই শঙ্খচূড় স্যমন্তকের অন্যতম।

ভাগবতের ঐ স্থলে শঙ্খচূড়ের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

স্যমন্তমণির কথাও ভাগবতে মণি-হরণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভাগবতের দশমস্কন্ধে ৫৬ | ৫৭ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

কাঞ্চী কাঞ্চনচিত্রাঙ্গী নূপুরে রত্নগোপুরে।
মধুসূদনমারুন্ধে যয়োঃ শিঞ্জিতমঞ্জরী ॥ ২০৩ ॥
বাসো মেঘাম্বরং নাম কুরবিন্দনিভং তথা।
আদ্যং স্বপ্রিয়মভ্রাভং রক্তমন্ত্যং হরেঃ প্রিয়ং ॥ ২০৪ ॥
সুধাংশুদর্পহরণো দর্পণো মণিবান্ধবঃ ॥ ২০৫ ॥
শলাকা নর্ম্মদা হৈমী স্বস্তিদা রত্নকঙ্কতী।
কন্দর্পকুহলী নাম বাটিকা পুষ্পভূষিতা ॥ ২০৬ ॥

---

কাঞ্চী অর্থাৎ চন্দ্রহারের নাম কাঞ্চন-চিত্রাঙ্গী। নূপুরের নাম রত্নগোপুর ( রত্নরাজির গো- অর্থাৎ কিরণে পরিপূর্ণ )। ইহার ধ্বনি শ্রীকৃষ্ণকেও অবরুদ্ধ করিয়া থাকে ॥ ২০৩ ॥

শ্রীরাধার বসনের নাম মেঘাম্বর। ইহার প্রভা কুরবিন্দ-পুষ্পের ন্যায়। এই বসন দুই ভাগে বিভক্ত—একখানি পরিধেয়, অপরখানি উত্তরীয়। পরিধেয় বস্ত্র মেঘাভ অর্থাৎ নীলবর্ণ ও নিজের প্রিয়, অপর উত্তরীয়-বস্ত্র রক্তবর্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ॥ ২০৪ ॥

চতুঃপার্শ্বে মণিদ্বারা গ্রথিত দর্পণের নাম 'সুধাংশুদর্পহরণ', অর্থাৎ যে দর্পন নিজ-শোভায় সুধাকরের দর্পকেও চূর্ণ করিয়া থাকে ॥ ২০৫ ॥

কেশবন্ধনের শলাকা ( কাঁটা ) গুলির নাম নর্ম্মদা। ইহা সুবর্ণ-নির্ম্মিতা, এবং কঙ্কতী ( চিরুনী ) ও স্বর্ণ-নির্ম্মিতা, ইহার নাম স্বস্তিদা। পুষ্পবাটিকা অর্থাৎ পুষ্পোদ্যানের

স্বর্ণযূথী তড়িদ্বল্লী † কুণ্ডং খ্যাতং স্বনামতঃ।
নীপবেদীতটে যস্য রহস্যকথনস্থলী ॥ ২০৭ ॥

নাম কন্দর্পকুহলী। এই উদ্যান সর্ব্বদার জন্য পুষ্পদ্বারা ভূষিত থাকে। এবং সার্থনামা, অর্থাৎ দর্শন বা ঘ্রাণমাত্রে কন্দর্পরাজ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়কে অধিকার করে ॥ ২০৬ ॥

উদ্যানস্থিত স্বর্ণ-যূথী-পুষ্পের নামান্তর তড়িদ্বল্লী অর্থাৎ বিদ্যুতের শোভায় পরিপূর্ণা। কুণ্ড নিজনামে অর্থাৎ "শ্রী-রাধাকুণ্ড" নামেই প্রসিদ্ধ: এই শ্রীরাধাকুণ্ডের নীলবর্ণ বেদীর প্রান্তে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নানাবিধ রহস্য বা মনোগত

† শ্রীমন্মহাপ্রভু যৎকালে শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে যান, তখন শ্রীরাধাকুণ্ডের বর্ত্তমান অবস্থা ছিল না। অত্যন্ত প্রাচীন সেই কৃষ্ণলীলার কুণ্ড একরূপ লোপ পাইয়া ছিল। বিবিধ পুরাণের বর্ণনা মিলাইয়া গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের কোন দিকে কত দূরে শ্রীরাধাকুণ্ড থাকা সম্ভব এই সব বিবেচনা করিয়া অন্বেষণ করিতে থাকেন। স্থান ঠিক করিয়া দেখেন সামান্য একটা নিম্নভূমি তাহাও আবার ধান্যক্ষেত্র। মহাপ্রভু সেই স্থানকেই শ্রীরাধাকুণ্ড বলিয়া বিশ্বাস ও স্থির করেন, এবং সেইস্থানে গিয়াই তাঁহার মনে অলৌকিক ভাবসমূহ উত্থিত হইলে তিনি প্রেমে পুলকিত হন, এবং ব্রজবাসিদ্বারা খনন করাইয়া শ্রীরাধাকুণ্ড নামে প্রচার করেন। তৎপরে শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ উহার অনেক প্রকার সংস্কার করেন। তৎপরে জয়পুরের মহারাজ উহা বাঁধাইয়া দেন ও সংস্কার করেন। তাহার বহুদিন পর কলিকাতা শোভাবাজারের প্রাতঃস্মরণীয় রাজা ৺রাধাকান্তদেব বাহাদুর চারিধার প্রস্তর দ্বারা বাঁধাইয়া পঙ্কোদ্ধার করান। বহুকাল পরে প্রায় ২৫ বৎসর হইল শ্রীবৃন্দাবনস্থ ৺গোপীনাথের ঘেরার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বহুশাস্ত্রদর্শী ৺স্বরূপদাস বাবাজীমহাশয়ের প্রথম উদ্যোগে বহু টাকা সংগৃহীত হইয়া পঙ্কোদ্ধারাদি সংস্কার হইয়াছে। আমরা তাহা দর্শন করিয়া নয়ন মন সার্থক করিতেছি।

মল্লারশ্চ ধনাশ্রীশ্চ রাগৌ হৃদয়মোদনৌ ।
ছালিক্যং দয়িতং নৃত্যং বল্লভা রুদ্রবল্লকী । ॥ ২০৮ ॥
জন্মনা শ্লাঘ্যতাং নীতা শুক্লা ভাদ্রপদাষ্টমী ।
* কান্তাষোড়শভীরেমে যত্রালিনিলয়ে শশী ॥ ২০৯ ॥
ইত্যেতৎ পরিবারাণাং শ্রীবৃন্দাবননাথয়োঃ ।
† অসঙ্খ্যানাং গণয়িতুং দিঙ্মাত্রমিহ দর্শিতং ॥ ২১০ ॥

---

ভাবের কথোপকথন হইয়া থাকে ॥ ২০৭ ॥

মল্লার এবং ধনাশ্রী নামক দুইটী রাগ হৃদয়-মোদন, অর্থাৎ মনোমোহনকারী। ছালিকা নামক নৃত্যই প্রিয় নৃত্য, রুদ্র-বল্লকী অর্থাৎ মহাদেবের বীণাই অন্য যন্ত্রাপেক্ষা বিশেষ প্রীতির বাদ্য ॥ ২০৮ ॥

শ্রীরাধার জন্মতিথি ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী। এই অষ্টমী শ্রীরাধার জন্ম দ্বারাই ভূতলে বিখ্যাতা হইয়াছেন, এবং এই তিথিতে চন্দ্রদেব ষোড়শ কান্তা অর্থাৎ ষোলকলার সহিত রমণ করিয়া থাকেন। অষ্টমীতে অষ্টকলার প্রকাশ স্বাভাবিক হইলেও ভগবানের যোগমায়া-শক্তিতে চন্দ্রদেব ষোল-কলায় পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২০৯ ॥

বৃন্দাবন-নাথ শ্রীশ্রীরাধানাথের পরিবারবর্গ অগণনীয়। তথাপি কতিপয় পরিবারের সঙ্খ্যা গণনা করিবার জন্য এই গ্রন্থে কেবল দিগ্দর্শনমাত্রই লিখিত হইল ॥ ২১০ ॥

---

* ষোড়শ্যা ভার্য্যয়া রেমে যত্রালিনিলয়ে বিধুঃ। ইত্যপি পাঠ।
† অশক্যানাং গণয়িতুং দিগেব কিল দর্শিতা। ইতি চ পাঠঃ।

।। * ।। ইতি শ্রীল শ্রীপাদরূপগোস্বামিবিরচিতায়াং শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায়াং লঘুভাগঃ সম্পূর্ণঃ ।। ❊ ।।

।। ❊ ।। সম্পূর্ণোঽয়ং গ্রন্থঃ ।। ❊

---

।। ❊ ।। ইতি শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ-বিরচিত শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকার লঘুভাগের শ্রীরাসবিহারিসাঙ্খ্যতীর্থ লিখিত বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ ।। ❊ ।।

---

তপান্নপানতাম্বূল ইতি লুপ্তমাসীৎ কৃপয়া ইত্যারভ্য বৃহদ্গণোদ্দেশদীপিকায়াঃ শেষশ্লোকদ্বয়ং পুস্তকান্তরে লঘুগণোদ্দেশদিপীকাশেষেঽপি দৃশ্যতে।

---

।। ❊ ।। **শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু** ।। ❊ ।।